মিশর রহস্য

চিরঞ্জীব সেন

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

মুদ্রক
প্রশান্তকুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

সুলেখক

শ্রীপ্রফুল্ল রায়

প্রিয়বরেষু

দিনজীব সেন

পলবিন্দর তার মার্কিন স্বামীকে বলল, মেয়ের নাম রাখতে হবে সোহিনী। পলবিন্দরের উদার মার্কিন স্বামী ব্যারি কার্টার বলল, তথাস্তু।

মার্কিনরা অনেক কিছু শর্টকাট করতে চায়, তাই সোহিনী কালক্রমে হয়ে গেল সোনি। তার নাম যে একদা ছিল সোহিনী তা তার অনেক বন্ধু-বান্ধবীরাও জানে না।

এই সোনি তার মায়ের চেহারাটা পেয়েছিল। ব্যতিক্রম চুল আর চোখেব রং। তার চুলের রং সোনালী আর চোখের রং নীল। খাড়া নাক, শক্ত চোয়াল, পাতলা ঠোঁট, ভাঙা গাল, চওড়া কব্জি আর তার উচ্চতা, সব মিলিয়ে সোহিনীকে বিশেষ একটা ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল। চলত সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে, কথা বলত চোখা চোখা, চুল ছাঁটত ছেলেদের মতো, পোশাকও পরত ছেলেদের মতো, প্যান্ট কিংবা কোমরে গুঁজে শার্ট বা জিন ও ব্লাউস। অত্যন্ত স্মার্ট, টেনিস ও বাস্কেট বল খেলে দারুণ, নাচতেও পারে সাবলীল ভঙ্গিতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করে হঠাৎ সে ঝুঁকল মিশরের ফারাওদের দিকে। যত পারল বই সংগ্রহ করে পড়ল, বিভিন্ন জাদুঘরে যাওয়া আসা আরম্ভ করল, মিশর সম্বন্ধে যত পারল তথ্য সংগ্রহ করল। শেষ পর্যন্ত অ্যামেরিকার বিখ্যাত স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত খ্যাতনামা ইজিপটোলজিস্ট ডঃ ডগলাস হিলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। তাঁর কাছে প্রাচীন মিশরীয় হাইরোগ্লিফিক লিপি পাঠ করতে শিখল। শেষ পর্যন্ত সোহিনী নিজেই একজন ইজিপটোলজিস্ট হয়ে উঠল।

সোহিনী যদি ফরাসী বা ইটালিয়ান কাব্য নিয়ে পড়াশোনা করত তাহলে তার বয়ফ্রেণ্ড ডিক ওয়েলস খুশি হত। ডিক নিজে ডাক্তার। মরুপ্রান্তরের অতীত এক সভ্যতার প্রতি সোহিনীর এই তীব্র আকর্ষণকে ডিক অহেতুক ও নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করে।

সোহিনী বলে, ডিক তুমি কেন ডাক্তার হলে, ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার বা হার্ভার্ডে হিস্টরির প্রফেসর হলে না কেন ?

এই হল আমাদের সোহিনী কাটার। তার ভীষণ ইচ্ছে সে একবার মিশরে যাবে। মিশর সম্বন্ধে সে যতই জানুক বা শিখুক সে-দেশে না গেলে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। সে দেশে যেতে হবে, প্রাচীন নিদর্শন যা আছে তা দেখতে হবে এবং প্রাচীন মিশরের ধমনীর গতি অনুভব করতে হবে তবেই না সে নিজেকে মিশর-তাত্ত্বিক বলতে পারবে।

মিশরে নামবার আগে ব্রিটিশ মিউজিয়মে কিছু পড়াশোনা করতে হবে। কিছু তথ্য সম্বন্ধে তার ধারণা অস্পষ্ট। সেইসব অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্ট করে নেবার মতো মালমশলা একমাত্র ব্রিটিশ মিউজিয়মেই আছে।

কায়রো শহরে সোহিনীর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখপ্রদ নয়।

হিলটন হোটেলে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ছেলেদের মতো শর্ট প্যান্ট ও স্পোর্টস শার্ট পরে কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে শহর দেখবার জন্যে সে পায়ে হেঁটেই বেরিয়ে পড়ল।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে কায়রোর একটা ম্যাপ আছে, একটা গাইড বই আছে, ইংরেজি-মিশরীয়-ইংরেজি একটা মিনি অভিধান আছে, ক্যামেরা ও টুকিটাকি কয়েকটা সামগ্রী আছে।

সে যদি স্কার্ট ব্লাউস পরে ও মাথায় ছাতা দিয়ে রাস্তায় বেরোত তাহলে অল্পবয়সী মিশরীয় ছেলেগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। মুশকিল বাধালো তার শর্ট প্যান্ট যা তার উরুদেশ ও পা উন্মুক্ত রেখেছে। তার স্পোর্টস শার্ট যা তার বক্ষযুগলকে উদ্ধত করেছে। একেই তো বেশ লম্বা ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ে তার ওপর এই সাজ, রাস্তার ছেলেগুলোর চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিল। তারা হ্যাংলার মতো তার দিকে বার বার চেয়ে দেখছিল। মাঝে মাঝে মন্তব্যও ছুঁড়ে দিচ্ছিল।

তাকে একা পেয়ে একটি কিশোর মজা করবার লোভ সামলাতে পারল না। রাস্তার ধারে একটা স্টলে সোহিনী যখন একটা নকল কিউরিও দেখছিল তখন সে অনুভব করল কেউ তার নিতম্বে হাত বোলাচ্ছে।

সোহিনী হাতের সামগ্রীটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ ঘুরে কিশোরের গালে সজোরে সপাটে এক চড় কসিয়ে দিল। এত জোরে চড় খাবার জন্যে কিশোর প্রস্তুত ছিল না। চড় খেয়ে সে টাল সামলাতে না পেরে রাস্তায় পড়ে গেল।

সোহিনী হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। তার আশঙ্কা হল এখনি বুঝি তাকে ছেলের দল ঘিরে ধরবে। কিন্তু যখন সে দেখল যে দোকানদার এবং রাস্তার কয়েকজন খিলখিল করে হেসে উঠল তখন তার সাহস ফিরে এল। অনেকে কিশোরের দুর্দশা উপভোগ করতে করতে নানা রকম মন্তব্য করতে লাগল।

এমন সময় কোথা থেকে সাদা ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিসম্যান হাজির। তার বুকে নীল রঙের একটা ব্যাজ যার ওপর সাদা অক্ষরে লেখা আছে ট্যুরিস্ট পুলিস।

পুলিস দেখে ছেলেটা উঠে পালিয়ে গেল। পুলিস এগিয়ে এসে ইংরেজিতে বলল, আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি? মনে হচ্ছে আপনি রাস্তা ভুল করেছেন।

সোহিনী অবশ্য রাস্তা ভোলে নি, কারণ হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে সোজা এখানেই এসেছে। সে হারিয়ে যায় নি। তবুও পুলিসকে বলল, আমি খান এল খালিলি বাজারে যাব, কোনদিকে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছন যাবে?

হঠাৎ ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর কাণ্ডটার জন্যে সোহিনীর তখনও বুক ঢিবঢিব করছিল। নিজের দেশে মিয়ামি বিচে বিকিনি পরে ঘুরে বেড়ালেও কোনো অপরিচিত পুরুষ বা বালক তার দেহ স্পর্শ করে নি, বড় জোর শিস দেয় কিন্তু তার এই অভিজ্ঞতা আকস্মিক।

সে অনুভব করল প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা যত বেশি,

বর্তমান মিশর সম্বন্ধে তার জ্ঞান তত কম। মিশরের প্রাচীন 'নিউ কিংডম' হাইরোগ্লিফিক লিপি আধুনিক কায়রো তথা মিশরকে বুঝতে সাহায্য করবে না।

কায়রোতে আসার পর এখনও চব্বিশ ঘণ্টা সম্পূর্ণ হয়নি কিন্তু এরই মধ্যে যা সে দেখছে তা তার আধুনিক মিশরের ধারণার সঙ্গে মোটেই মিলছে না।

প্রথমেই নাকে আঘাত করেছিল ভেড়ার গায়ের গন্ধ, সারা শহরটায় বুঝি এই গন্ধ ছড়িয়ে আছে। গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যখন নাক বোদা হয়ে যায় তখন কানে আঘাত করে নানা রকম গোলমাল, আওয়াজ, বিচিত্র সব শব্দ। আওয়াজ যদি বা সহ্য করা যায় তাহলে আবর্জনা ও ধুলো থেকে মুক্তি নেই। কুয়াশার মতো সারা কায়রো ধুলোর আস্তরণে আবৃত। ধুলোর সঙ্গে সূক্ষ্ম বালুকণা সোহিনীর দেহের অনাবৃত অংশে প্রলেপ ফেলতে শুরু করেছে।

ভিখিরি ও ফেরিওয়ালাদের উৎপাতও কম নয়। পেশাদার ভিখিরি ছাড়া ছোট ছোট বালক-বালিকারা তার সামনে হাত পেতে বলছে, একটা পেন্সিল কিনে দাও, কেউ বলছে আমার বাবার জন্যে একটা সিগারেট কিনে দাও। জ্বালাতন করে মারে।

পুলিসম্যানকে দেখে অবশ্য ভিখিরির দল পালিয়ে যায়। খান এল খালিলি বাজারের পথটা সে আবার জিজ্ঞাসা করে।

পুলিসম্যান বলে, এটা হল এল মাসকি স্ট্রীট, খানিকটা গেলে তুমি সামনে পাবে সারি পোর্ট সৈয়দ রাস্তা। ঐ মোড়েই খান এল খালিলি বাজার, কাছেই!

ধন্যবাদ।

তুমি যদি কিছু সওদা কর তাহলে যে দাম বলবে সে দামে রাজি হয়ো না। দর কষাকষি করবে।

পুলিসম্যানকে আর এক দফা ধন্যবাদ জানিয়ে সোনি এগিয়ে যায়। পুলিসম্যানও চলে যায়। পুলিসম্যান চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার ছোঁড়ার দল তাকে লক্ষ্য করে নানা মন্তব্য করতে থাকে।

সোনি গ্রাহ্য করে না। সে সোজা হয়ে মাথা উঁচু করে চলতে থাকে। পথের দু'ধারে নানা রকম দোকান। মাংসওয়ালার একটা দোকানে ছাল ছাড়ানো ভেড়া ঝুলছে আবার তার পাশেই হয়তো টুপির দোকান। এইসব দোকানের সামনে রাস্তার ওপর ফলওয়ালা তার দোকান সাজিয়েছে। মধ্য প্রাচ্য ও এশিয়ায় সর্বত্র এমন দৃশ্য দেখা যায়।

পুলিসম্যান ঠিকই বলেছিল, খান এল খালিলি বাজার বেশি দূর নয়। বেশ বড় বাজার, ভিড় খুব, নানারকম সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। বেশ জমজমাট।

সোনি অনুভব করল শর্ট প্যান্ট আর টাইট স্পোর্টস শার্ট পরে রাস্তায় বেরিয়ে সে কায়রোর বাজারে নিজেকে বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই পোশাকে বেরোন তার ঠিক হয় নি। তাছাড়া যা ধুলো! এবার থেকে সে স্ল্যাক ও পুরো হাতা শার্ট পরে বেরোবে। তাতে শরীরটাও ঢাকা পড়বে, ধুলোও জমবে না।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা বাঁ হাত দিয়ে ধরে সে চলতে লাগল। লোকগুলো তার গায়ে গা ঠেকাতে চায়, নয়তো হ্যাংলার মতো তাকে দেখে। তার পিছনে সদা সর্বদা চার পাঁচটা ছোঁড়া লেগেই রয়েছে।

ভিড় তাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যায়। কয়েকটা উপহার কেনবার জন্যে সে একটা সিফট শপ খুঁজছে। উপহারগুলো কিনেই সে হোটেলে ফিরবে। এই বেশে রাস্তায় হাঁটা অসম্ভব। অবিশ্যি সে আধুনিক কায়রো দেখতে আসে নি যদিও কায়রোর মিউজিয়মটা দেখতে হবে।

তার মনে হল সাকারা এবং আপার ইজিপ্ট যেখানে প্রাচীন নিদর্শনগুলি আছে, সেইসব অঞ্চলে ঘোরাফেরা অনেক সহজ হবে। সেখানে এত ভিড় নেই, বড় জোর কয়েকজন গাইড ও ফেরিওয়ালার ভিড় কাটাতে হবে। শুনেছে ও অঞ্চলে ভিখিরিদের প্রবেশ নিষেধ।

গিফট শপ চোখে পড়ল না তবে একটা সরু গলির কোণে একটা দোকানের শো-কেস তার নজর কেড়ে নিল। শো-কেসে একটা মাটির অগভীর পাত্র দেখতে পেল। প্রাচীন মিশরের পটারির

অপূর্ব নিদর্শন। ঠিক এইরকম একটা পাত্র সে দেখেছে বোস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস-এ।

পাত্রটা বোধহয় আসল, নকল নয়, এক জায়গায় কানা একটু সামান্য ভেঙে গেছে। তা যাক। ঐ ভাঙা অংশটুকু পাত্রটাকে প্রাচীনত্বের চরিত্র ও মর্যাদা দিয়েছে।

চোখ তুলে দোকানের নাম দেখল, ইংরেজিতে লেখা রয়েছে অ্যান্টিকা রসিদ, নিচে আরবী হরফে। সাইনবোর্ডটা নতুন, দোকানটাও নতুন বলেই মনে হল। শো-কেসে আরও নানারকম জিনিস রয়েছে।

সে যখন শো-কেস দেখছে তখন একটা ছোট ছেলে তার ব্যাগটা টেনে নিয়ে পালিয়ে গেল। বাইরে এভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। সোনি তাড়াতাড়ি দোকানের ভেতর ঢুকে পড়ল।

দোকানের ভেতরে ঢুকে সোনি পাত্রটা কাছ থেকে আরও ভাল করে দেখার সুযোগ পেল। দোকানে নানারকম কিউরিও সাজান রয়েছে কিন্তু আপাততঃ সে সেই পাত্রটা দেখতে লাগল কারণ পাত্রটা তার কাছে আসল বলে মনে হল। সে জানে এই দোকানের প্রায় সব সামগ্রীই নকল। সাধারণ টুরিস্টরা আসল মনে করে এইসব সামগ্রী চড়া দামে কিনে নিয়ে যায়।

দোকানে কি কেউ নেই? সোনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখল কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। এমন সময় বাদামী রঙের একটা ভারী পর্দা সরিয়ে একজন বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল। এই বৃদ্ধই হল দোকানের মালিক, এরই নাম রসিদ। বয়স পঁয়ষট্টি, বিনয়ী ভাল ইংরেজী জানে।

সোনি বলল, এই পাত্রটা শো-কেস থেকে একটু বার করবেন? আমি এটা কাছে থেকে একটু ভাল করে দেখতে চাই।

নিশ্চয় আমি ওটা বার করে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ রসিদ শো-কেসের চাবি খুলে মাটির পাত্রটা বার করে সোনির হাতে তুলে দিয়ে বলল, আপনি ওটা কাউন্টারের ওপর রেখে নির্ভয়ে ভাল করে দেখুন।

পাত্রটা কাউন্টারের ওপর রেখে সোনি তার ঝোলা ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে পাত্রটা দুহাত দিয়ে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। পাত্রের গায়ে নানারকম নক্সা কাটা রয়েছে যেমন, নর্তকী, হরিণ, নৌকো। এই ধরনেব নক্সা প্রাচীন মিশরের অনেক সামগ্রীতে দেখা যায়।

সোনি সেগুলি দেখতে দেখতে রসিদকে প্রশ্ন করল, এটার দাম কত ?

রসিদ সোনির কাছে এগিয়ে এল এবং ওকে যেন কোনো গোপন কথা বলছে এমনভাবে বলল, মাত্র দুশো পাউণ্ড। দরটা বলার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের চোখে ঝিলিক খেলে গেল :

সোনি মনে মনে হিসেব করল, তার মানে প্রায় তিনশ ডলার। পাত্রটা আসল কিনা তার সন্দেহ হচ্ছে। আসল হতেও পারে। সে বলল, আমি বড় জোর একশ পাউণ্ড দিতে পারি।

রসিদ বলল, এত কমে হতে পারে না, আমি বড় জোর কুড়ি পাউণ্ড ছেড়ে দিতে পারি।

আমিও আর মাত্র কুড়ি পাউণ্ড বেশি দিতে পারি, একশ কুড়ি, কি ? রাজি ? পাত্রটা পরীক্ষা করতে করতেই সোনি জবাব দিল।

ঠিক আছে, তুমি তো অ্যামেরিকান ?

হ্যাঁ।

আমি অ্যামেরিকানদের পছন্দ করি, ওরা রাশিয়ানদের চেয়েও ভাল। সেইজন্যে আমি আরও কুড়ি পাউণ্ড দাম কমাতে পারি তার মানে একশ ষাট। সকাল থেকে দোকান খুলে এখনও পর্যন্ত বিক্রি হয় নি, দোকানখানাও নতুন, টাকাটাও দরকার, জিনিসটাও খুব ভাল, এত ভাল কিউরিও আমার দোকানে আর নেই বললেই চলে।

সোনি পাত্রটা তখনও পরীক্ষা করছে। ইতিমধ্যে তার হাত ও হাতের আঙুল ঘেমে গেছে। সোনি ঘর্মাক্ত আঙুল দিয়ে পাত্রের গায়ে একটা নক্সা ঘষতে লাগল। কিছু রং উঠে এল এবং সোনি সেই মুহূর্তে বুঝল পাত্রটা নকল অথচ নিপুণভাবে নকল করা হয়েছে। অতএব এটি খাঁটি কিউরিও নয়।

সোনি পাত্রটা কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রেখে ব্যাগটা তুলে নিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বলল, থ্যাংক ইউ, ওটা আমার চাই না।

বেশ তো ওটা না নাও তো কি হয়েছে আমার দোকানে আরও অনেক রকম সামগ্রী আছে, আচ্ছা এইটে দেখ তো ?

সোনি ওটা দেখেই বুঝল জিনিসটা নকল। ওটা নামিয়ে রাখতেই রসিদ ওর হাতে আর একটা পটারি তুলে দিল।

আঙুলের ঘাম দিয়ে ঘষে দেখল রং উঠছে না, জেনুইন বলে মনে হল। সোনি জিজ্ঞাসা করল, কত দাম ? সোনির মনে হল এই জিনিসটা অন্ততঃ তিন হাজার বছরের পুরনো।

রসিদ বলল, অত ব্যস্ত কেন লেডি ? আরও তো কতরকম সামগ্রী আছে, তুমি দেখ না, বলতে বলতে রসিদ আরও কয়েকটা সামগ্রী নামিয়ে কাউন্টারের ওপর রাখল। তুমি আরও পাঁচটা জিনিস দেখ, প্রত্যেকটার কারুকার্য আর প্রাচীনত্ব হিসেবে দাম। আমার দোকানের মতো এত রকমের ও এত প্রাচীন কিউরিও কায়রোতে আর কোনো দোকানে পাবে না। আমার দোকানটা নতুন কিন্তু আমরা পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসা করে আসছি, আমি তোমাকে বাজে মাল দোব না লেডি।

সোনি সাত আটটা কিউরিও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে দুটো সামগ্রী আলাদা করে রাখল। তার মনে হল এ দুটো জেনুইন। ডিক যদি তার সঙ্গে থাকত তাহলে তাকে বুঝিয়ে দিত যে মিশর তত্ত্ব পড়া তাকে কতখানি কাজ দিয়েছে।

রসিদ সে দুটি দেখে বলল, তুমি এই পাত্র দুটো পছন্দ করলে ? কিন্তু এর চেয়ে আরও সুন্দর জিনিস তো ছিল।

তা ছিল কিন্তু এ দুটো ছাড়া তোমার বাকি জিনিসগুলো নকল, সোনি বলল।

রসিদ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তারপর একটু হেসে বলল, তুমি কি করে জানলে বাকিগুলো সব নকল ?

খুব সহজ, ওগুলোকে একটু ঘষলেই রং উঠে আসছে কিন্তু অ্যান্টিক মানে পুরনো জিনিস হলে রং উঠবে না।

তাই নাকি ? রং উঠে যাচ্ছে ? রসিদ একটা আঙুল জিভে ঠেকিয়ে একটা পাত্রের গায়ে ঘষতে না ঘষতেই তার আঙুলে রং লেগে গেল। কিন্তু সোনি যে দুটো আলাদা করেছে তাদের রং উঠল না। রসিদ বলল, তুমি ঠিক বলেছ।

তাহলে এ দুটোর দাম কত ? সোনি জিজ্ঞাসা করল।

ও দুটো আমি এখন বিক্রি করব না, পরে হয়তো করতে পারি তবে এখন নয়।

অ্যান্টিকা রসিদ দোকানটি যে মিশর সরকার কর্তৃক স্বীকৃত তার নিদর্শন স্বরূপ দোকানে একটি লাইসেন্স ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। তারই পাশে ছোট একটি নোটিশ ঝুলছে, আমাদের সরবরাহ করা জিনিসের জন্যে আমরা গ্যারান্টি দিয়ে থাকি।

সেদিকে আঙুল তুলে সোনি জিজ্ঞাসা করল, সকলকেই গ্যারান্টি দাও ?

চাইলে দিই, কেউ চ্যালেঞ্জ করে না, তারা একটা সুভ্যেনির কিনে খুশি মনে চলে যায়। মালটা সত্যিই খাঁটি না নকল তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না আর দাম পেলেই আমরা খুশি। ব্যবসা করতে নেমেছি দুটো পয়সার জন্যে। যারা জেনেশুনে ঠকে তাদের জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু লেডি তুমি কি করে জানলে যে অ্যান্টিকের রং পাকা ?

আমি একজন ইজিপ্টোলজিস্ট।

তাই বল, সোহন আল্লা, তাই তুমি সব জান, তুমি আগে এদেশে এসেছিলে ?

না, আমি এই প্রথম এলুম। ইজিপ্ট সম্বন্ধে অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করে আমি দেশটা নিজের চোখে দেখতে এসেছি নইলে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কেন ?

তুমি তাহলে আপার ইজিপ্টে যাবে ? লুকসর যাবে ? তাহলে

আমি তোমাকে আমার ছেলের দোকানের ঠিকানা দোব। লুকসরে তার অ্যান্টিক শপ আছে, সে তোমাকে অনেক ভাল জিনিস দেখাবে যা তোমার হয়তো দেখা ও চেনা উচিত, তবে কেনা না কেনা তোমার ইচ্ছে।

কথা বলতে বলতে রসিদ শো-কেস থেকে একটা পুতুল বার করল। বেশ সুন্দর। তার গায়ে হাইরোগ্লিফিক অর্থাৎ চিত্রলিপিতে কিছু লেখা রয়েছে। সোনি সেই চিত্রলিপি একবার দেখেই বলল, এটা তো ডাহা নকল।

কি বলছ তুমি ? এটা আসল।

কিন্তু ওর গায়ে যা লেখা হয়েছে তা কতকগুলি আঁকিবুকি হিজিবিজি ছাড়া কিছু নয়, ওগুলো হাইরোগ্লিফিক নয়।

তুমি তাও পড়তে পার ? বৃদ্ধ রসিদ অবাক হয়, ভাবে মেয়েটির কতই বা বয়স হবে, এরই মধ্যে এত বিদ্যা শিখেছে। এদিকে পরনে শর্টপ্যান্ট, বিদুষী বলে মনেই হয় না। সে জিজ্ঞাসা করে, হাইরোগ্লিফিক তুমি পড়তে পার ?

প্রথমেই তো ওটা শিখতে হয়েছে নইলে দেশটার প্রাচীন ইতিহাস জানব কি করে ?

অথচ দেখ এটা যে নকল আমি ধরতে পারিনি। এটা আমি মোটা দামে কিনেছি।

সোনি মূর্তিটা আর একবার দেখে বলল, মনে হয় পুতুলটা জেনুইন কিন্তু তার ওপর কেউ এগুলো যোগ করেছে।

রসিদ বলল, আচ্ছা এবার তোমায় আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি। একটা আলমারি খুলে রসিদ কার্ডবোর্ডের একটা ছোট বাক্স বার করল, তারপর তার ভেতর থেকে হাড়ের তৈরি জায়গায় জায়গায় ভাঙা ভাঙা একটা মূর্তি বার করল। তারপর সেটা সযত্নে ও খুব ধীরে ধীরে শো-কেসের ওপরে রক্ষিত ভেলভেটের ওপর রাখল। মূর্তিটা প্রাচীন, মূর্তির নিম্নাংশে কিছু চিত্রলিপি রয়েছে, সেগুলোও কয়েক জায়গায় কিছু কিছু ক্ষয়ে গেছে।

এটা দেখ তো ? রসিদ বলল।

সোনি রুমালে হাত মুছে সেটা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে ভাল করে দেখতে দেখতে বলল, বাঃ বেশ সুন্দর, এটা তো দেখছি এক ফারাও-এর মিনিয়েচার মূর্তি। এতো খুব পুরনো, চার হাজার বছরের হতে পারে, এটার কত দাম ?

সোনি ভেবেছিল রসিদ হয়তো বলবে হাজার পাউণ্ড এবং এ দাম খুব বেশি হবে না।

ওটা তোমার পছন্দ হয়েছে ? ওটা তোমার বাড়ির শো-কেসে থাকলে নিশ্চয় গর্বিত হবে ?

নিশ্চয়, যারা এর মর্যাদা বোঝে তারা নিশ্চয় এটা রাখতে চাইবে, সোনি সযত্নে মূর্তিটা নামিয়ে রেখে বলল।

বেশ তাহলে তুমি ওঠো রাখ, আমি ওটা তোমাকে উপহার দিলুম, তোমাকে দাম দিতে হবে না।

সেকি ? এত দামী অ্যান্টিক আমি নিতে পারি না, তুমি এটা অনেক দামে বেচতে পারবে।

যদি কোনো বন্ধুর কোনো সামগ্রী পছন্দ হয় তাহলে সেটা তাকে উপহার দেওয়া আবার রীতি কিন্তু লেডি তুমি ফিগারটা আর একবার ভাল করে দেখ তো !

সোনি একটু অবাক হল। ফিগারটা আর একবার তুলে নিয়ে ভাল করে দেখল। দেহে খোদিত চিত্রলিপিগুলো কয়েক জায়গায় ক্ষয়ে গেলেও সেগুলো নকল নয়। প্রাচীন কারুকার্যের চমৎকার একটা নিদর্শন।

সোনি বলল, এটা জেনুইন।

তুমি ঠকলে লেডি, ওটা নকল। লুকসর ও আসোয়ানে ভাঙাচোরা পিরামিডের ভেতরে এখনও কিছু মমির কঙ্কাল বেওয়ারিসভাবে পড়ে আছে। আমার ছেলে সেই কঙ্কাল সংগ্রহ করে বড় কোনো প্রাচীন মূর্তি দেখে এইগুলো নিখুঁতভাবে খোদাই করেছে এমন কি চিত্রলিপিগুলো পর্যন্ত অ্যান্টিকের রূপ দেবার জন্যে জায়গায় জায়গায়

একটু করে ভেঙে দিয়েছে। মূল বস্তুটা আসল তাই তুমি ধরতে পার নি। আমার ছেলে একজন দক্ষ কারুশিল্পী। প্যারিস মিউজিয়মে আমরা এই রকম কয়েকটা ফিগার পাঠিয়েছি, তারাও ধরতে পারে নি। আরও অনেক মিউজিয়মে আমার ছেলের কাজ আছে।

দেখেছ তাহলে বিক্রেতা যদি ঠকাতে চায় সেটা ক্রেতার পক্ষে ধরা দুঃসাধ্য, বুঝলুম। সোনি হাসতে হাসতে বলল।

ফিগারটা ভাল করে প্যাক করে রসিদ সেটা সোনির হাতে তুলে দিয়ে বলল, আমার নাম রসিদ আলি আমিন, তুমি আমাকে রসিদ বলেই ডেকো।

আমার নাম সোহিনী কার্টার, তুমি আমাকে সোনি বলে ডেকো, নামটা আমার আগে বলা উচিত ছিল।

সোনি তুমি যদি কিছু মনে না কর তাহলে পাশে আমার বসার ঘরে এস। তোমাকে আমি পেপারমিন্ট মেশানো একটু চা খাওয়াব।

সোনি তার সম্মতি জানাল। রসিদ পর্দা ঠেলে তাকে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। বসবার ঘর দেখে সোনি অবাক। মেঝেতে পুরু কার্পেট, আসবাবপত্র মূল্যবান, দেওয়ালে প্রাচীন ইতিহাসের ছবি। একটা মিনি মিউজিয়ম। ঘরে কোনো জানলা নেই। একটা শেলফে কয়েকটা মূর্তি কাপড় দিয়ে ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

এক মিনিট, আমি চা বলে আসি। রসিদ পর্দা ঠেলে কোথায় গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে বলল, আমার দোকানে তোমার মতো সুন্দরী ও জ্ঞানী মহিলা কেউ আসে নি। তোমাকে আমি আমার বন্ধু মনে করছি। বন্ধুর সঙ্গে চা বা কফি পান আমাদের রীতি।

একটি ছেলে এসে ট্রেতে সাজিয়ে চা দিয়ে গেল। ঢাকা তুলে টেবিলের ওপর কাপগুলি সাজিয়ে দিল।

রসিদ বলল, চা খাওয়া হোক তোমাকে আমি একটা অবাক হওয়ার মতো মূর্তি দেখাব। সেই মূর্তির অস্তিত্ব বাইরের জগতে এখনও অজ্ঞাত। জানলেও দু তিন জনের বেশি লোক জানে না। আমার

পাগড়িওয়ালা আরব ছোরা দিয়ে রসিদের গলা কেটে দিল, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে, যেন মুরগি জবাই করল।

সোনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ওরা যদি এই ঘরে ঢোকে এবং তাকে যদি দেখতে পায় তাহলে তারা তাদের দুষ্কর্মের সাক্ষী রাখবে না, ওকেও জবাই করবে। কোথায় লুকোবে ?

কোনে একটা কাঠের আলমারি ছিল। সোনি দ্রুত সেই আলমারির আড়ালে কোনো রকমে লুকলো এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে পায়েব শব্দ শুনতে পেল। ভয়ে চোখ বুজল। শোফায় তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা পড়ে আছে। ওরা যদি এখন ব্যাগের মালিকের খোঁজ করে ? সোনি বুঝি অজ্ঞান হয়ে যাবে।

পায়ের শব্দ দ্রুত মিলিয়ে গেল। ওরা ঘর থেকে চলে গেল। সাহস সঞ্চয় করে সোনি মুখ বার করে দেখল ঘরে কেউ নেই। ওরা যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি দ্রুত চলে গেছে।

সোনি আগে তার ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। ব্যাগ নেবার সময় দেখতে পেল যেখানে নেফারতিতির স্বর্ণমূর্তি ছিল সেখানটা ফাঁকা। ওরা কি তাহলে মূর্তিটা নিতেই এসেছিল ?

দোকানে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারা বোধ হয় ফিরে এসেছে। সোনি আবার দ্রুত আলমারির আড়ালে লুকোতে গেল। তাড়াতাড়ি যাবার সময় তার হাত লেগে চায়ের কাপটা টেবিলেব ওপর থেকে নিচে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল। বেশ একটু আওয়াজ হল।

সোনি আলমারির আড়ালে গা ঢাকা দিল। ঘরের আলো বেড়ে গেল, কেউ বোধ হয় পর্দা তুলে ঘরের ভেতর দেখছে। আবার আলো কমে গেল। সোনি তখন ঘেমে গেছে। ঘরে পায়ের শব্দ। সোনি নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ একটা বলিষ্ঠ হাত তার বাঁ বাহু ধরে তাকে আলমারির আড়াল থেকে টেনে বার করে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল।

ওদিকে তখন বোস্টনে।

সোনির ফিঁয়াসে ডিক ওয়েলসের বেডরুমে ঝন্‌ঝন্‌ করে অ্যালার্ম ঘড়ি বাজল। ডিকের ঘুম ভেঙে গেল। বিরক্ত। কাল তার চেম্বারে রোগীর ভিড় ছিল, সাতাশটা রোগী দেখেছে।

চেম্বার থেকে বেরোতেই দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর বাড়ি ফেরার পথে দু'জন রোগীর বাড়ি যেতে হয়েছিল। বাড়ি ফিরে কাজ সেরে শুতে দেরি হয়েছিল। তবে ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয় নি। সকালে আর একটু ঘুমোতে পারলে ভাল হত। তাহলে চেম্বারে পৌঁছতে দেরি হয়ে যেত।

হাত বাড়িয়ে ঘড়ির মাথাটা টিপে ঘণ্টা থামিয়ে দিয়ে মিনিট দুই গড়াগড়ি দিয়ে উঠে পড়ল।

পাজামাটা ফেলে দিয়ে একটু ব্যায়াম করে নিল। এটা তার নিত্য অভ্যাস। বয়স চৌত্রিশ, ছ'ফুটের ওপর লম্বা, পেশীবহুল অ্যাথলেটিক ফিগার। এই ব্যায়াম ছাড়া রোজ টেনিস খেলে।

ব্যায়াম শেষ করে বিশ্রামের ফাঁকে টেবিলের ওপর থেকে সোনির রঙিন ফটোখানা তুলে নিল। শীতের সময় ফ্লোরিডা গিয়েছিল। সেই সময় ফ্লোরিডা বিচে বিকিনি পরে ছবিখানা তুলিয়েছিল। দারুণ উঠেছে ছবিখানা।

ছবিখানা আবার নামিয়ে রাখল। এমন সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী একটা আধুনিক মেয়ে তেরশো বছরের পুরনো মৃত সভ্যতা নিয়ে কি করে মেতে গেল? সোনি এখন পুরোপুরি মিশরের প্রেমে পড়ে গেছে।

সোনি গেছে চার সপ্তাহের জন্যে তার মানে আটাশ দিন। সবে দু দিন কেটেছে, এখনও ছাব্বিশটা দিন বাকি। মাই গুডনেস! এতদিন ও একলা কি করে কাটাবে?

সোনির ছবিখানা আর একবার হাতে তুলে নিয়ে দেখল। বিউটিফুল। সোনি তো কালই সকালে কায়রো পৌঁছে গেছে নাকি লণ্ডনে কয়েকদিন স্টপ করেছে? তাই বলে গিয়েছিল কিন্তু লণ্ডন থেকে একটা টেলিগ্রাম করল না কেন? একটা ফোনা করলেও তো.

পারত। তার ইজিপ্ট যাবার দরকারই বা কি ছিল? এখানে তো সবকিছু ইতিহাস পেয়েছে। না হয় বড়জোর ব্রিটিশ মিউজিয়ম যেত। এখন ইজিপ্টের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভাল নয়। ওরা অ্যামেরিকানদের পছন্দ করছে না তবে সোনিকে দেখে সহসা অ্যামেরিকান মনে হয় না বরঞ্চ নর্ডিক বলেই মনে হয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে ডিক দাড়ি কামাল, স্নান করল, ব্রেকফাস্ট করল। এবার সে চেম্বারে যাবে তার আগে টলেডোতে একটা ফোন করা যাক। ভাবী শাশুড়ীর সঙ্গে একটু কথা বলা যাক, দেখি পলবিন্দর মানে সোনির মা সোনির কোনো খবর পেয়েছে কি না। এখন সাড়ে আটটা বেজেছে, পলবিন্দরের বেরোবার সময় হয়েছে।

পলবিন্দরই ফোন ধরেছিল। প্রাথমিক কয়েকটা কথা বলে ডিক জিজ্ঞাসা করল, সোনি তোমাকে কোনো খবর দিয়েছে?

মাই গড, ডিক, সে তো সবে পরশু গেছে, এখনও কি খবর আসবার সময় হয়েছে?

কেন ও তো লণ্ডনে স্টপ করবে বলেছিল, সেখান থেকেও তো তোমাকে টেলিফোন করতে পারত।

অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সে ঠিক খবর দেবে।

সবই বেশ চলছিল, আমি যেই বললুম, সোনি এবার আমরা বিয়েটা সেরে ফেলি আর সোনি অমনি বলল, আমি ইজিপ্ট থেকে ফিরে আসি তারপব বিয়ে।

বিয়ে তো তুমি এক বছর আগে করলেই পারতে ডিক।

কি করে পারতুম বল তখনও আমার প্র্যাকটিস জমে নি।

তা হলেও পারতে কিন্তু তুমি ওকে ইজিপ্ট যেতে দিলে কেন? আর এত ভাববারই বা কি আছে?

আমি চেষ্টা করেছিলুম পলবিন্দর কিন্তু ও জেদ করল। কি জানি, সোনি ফিরে এলে তাকে আমি আগেকার রূপেই পাব কি না।

আর তুমি অত ভাবছ কেন? আমি আমার মেয়েকে তোমার

চেয়ে ভাল করেই চিনি, তার কোনো পরিবর্তন হবে না। একদিন এখানে এস, আমরা খুশি হব।

যাব, তোমরা সোনির কোনো খবর পেলে আমাকে জানিও।

আর তুমি খবর পেলে আমাদের জানিও।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে ডিক চিন্তা করতে লাগল। সোনি তার হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না তো?

ডিক আবাব ফোন তুলে নিল। টিডব্লুএ অফিসে ফোন করল। তাদের প্লেন মানে অমুক ফ্লাইটের প্লেন লণ্ডনে ঠিক সময়ে পৌঁছেছিল তো? যাত্রীরা সব নিরাপদে আছে তো?

টিডব্লুএ বলল, আরে মিস্টার কোনো অ্যাকসিডেণ্ট হলে তো তা তুমি রেডিও টিভি এবং পেপার মারফত জানতে পারতে।

যাক গে যা হবার তা হবে, আর দেরি করা যাচ্ছে না, ডিক বেরিয়ে পড়ল।

সোনি তখনও থরথর করে কাঁপছে। সে ভাবছিল সেই আরব ঘাতক বুঝি তাকে ধরেছে। মুখ তুলে চেয়ে দেখল আরব নয়, যে তার হাত ধরেছে সে তো একজন ইউরোপিয়ান।

সোনির কাঁপুনি থামলেও ভয় কাটল না। এ কে? কোনো বিপদে ফেলবে না তো!

আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলে সোনি কিছুটা নিশ্চিন্ত হল কিন্তু তার ভয় দূর হল না। আগন্তুক তার নাম বলল, মারচেল জুলিয়েন, ফরাসী।

ভয় দূর হলেও সোনি তখনও স্বাভাবিক হয় নি। সে কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, ডেডবডিটা কি এখনও দোকানে পড়ে রয়েছে?

ডেডবডি? কার?

এই দোকানের মালিক রসিদ আলি আমিনের?

না, আমি তো দেখলুম দোকান ফাঁকা, ভেতরে আওয়াজ শুনে

ঢুকতেই দেখলুম তুমি আলমারির আড়ালে লুকোচ্ছ, কি হয়েছে? খুন-জখম কিছু হয়েছে নাকি? তুমি কে? এখানে কি করছ? এক মিনিট বোসো, আমি দোকানটা একবার দেখে আসি তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।

মারচেল দোকানে এসে দেখল কিছু কাঁচ ভেঙেছে, চেয়ারগুলো এলোমেলো, কার্পেটে রক্ত কিন্তু কোথাও কোনো ডেডবডি নেই।

মারচেল ফিরে এসে সোনিকে সেই কথাই বলল। সোনিকে বলল, এবার বল তো এখানে কি হয়েছে?

আমি এখান থেকে এখনি চলে যেতে চাই, সোনি বলল।

কিন্তু কি হয়েছে তাতো বলছ না, মারচেল বলল।

উঃ সে কি বীভৎস দৃশ্য! একটা আরব বাঁকানো একটা ছোরা দিয়ে রসিদের গলা কেটে দিল, আমি পুলিসের কাছে যাব।

সোনিকে সাহস দেবার জন্যে মারচেল তার কাঁধের ওপর নিজের হাত রাখল। মারচেল বলল, তারপর?

তারপর কি আমি জানি না, আমি তো ঐ আলমারির আড়ালে লুকিয়েছিলুম। পর্দার ফাঁক দিয়ে এই ঘর থেকে যেই দেখলুম ওরা রসিদের গলা কাটছে তখন তো আমি আমার মধ্যে নেই। আমাকে যদি দেখতে পায় তাহলে আমারও গলা কাটবে, তাই আমি তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লুম। মোট তিনটে আরব এসেছিল, দুটো নোংরা আর যে গলা কাটল সেই একটু ভদ্রগোছের, হাঁফাতে হাঁফাতে সোনি বলল।

রসিদ মানে এই দোকানের মালিক?

হ্যাঁ, তারই গলা কেটেছে, কি ভাল লোক, আমার সঙ্গে চমৎকার কথা বলছিল।

তুমি সেই আরবদের চিনতে পারবে? নোংরা আরব দুটোর মুখ ভাল করে দেখতে পাইনি, তবে যার হাতে ছোরা ছিল তাকে হয়তো চিনতে পারব।

মারচেলের হাত তখনও সোনির কাঁধে রয়েছে। সোনি আপত্তি করে নি। তার খারাপ লাগছিল না। সোনি বলল

কিন্তু ওরা রসিদের লাশটাও নিয়ে গেল কেন ?

আর কিছু নিয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ, আমি যখন লুকিয়েছিলুম সেই সময়ে মিশরের প্রাচীন এক রাণীর গোল্ডেন ন্যুড স্ট্যাচুটা নিয়ে গেছে

নিশ্চয় কুইন নেফারতিতির, বোকা বুড়ো স্ট্যাচুটা এখানে রেখেছিল বুঝি ? মূর্খ একটা।

তুমি স্ট্যাচুর বিষয় কি করে জানলে ?

আরে আমি ঐ স্ট্যাচুটার বিষয়ে বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলুম, এসে শুনলুম বুড়ো ফর্সা হয়ে গেছে। বুড়ো যাক কিন্তু অমন দারুণ স্ট্যাচুটাও গেল ? কতক্ষণ আগে ঘটনাটা ঘটেছে ?

কতক্ষণ আর ? তুমি আসবার পাঁচ মিনিট আগে হবে বোধ হয়।

তুমি স্ট্যাচুটা দেখেছ ?

দেখেছি বই কি, অবিশ্বাস্য রকম সুন্দর, ভাবতেই পারি না এমন নিখুঁত মূর্তি হতে পারে! এমনটি আমি দেখি নি। টুটানখামেনের কবর ঘরে এর তুল্য কোনো মূর্তি ছিল না। নিউ কিংডমের নাইনটিনথ ডায়নাস্টির কারুশিল্পের চরম উৎকর্ষ।

নাইনটিনথ ডায়নাস্টি ? তুমি এসব কি করে জানলে ? মারচেল বিস্মিত। সোনির কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

সোনি উত্তর দেয়, আমি একজন ইজিপ্টোলজিস্ট, আই অ্যাম সরি মঁসিয়ে জুলিয়েন, আমার নাম সোহিনী কার্টার, অ্যামেরিকান।

তা তোমার উচ্চারণ ভঙ্গি শুনেই বুঝেছি, আমি ভেবেছিলুম তুমি বুঝি একজন ট্যুরিস্ট কিন্তু তোমাকে দেখে তো ইজিপ্টোলজিস্ট বলে মনে হচ্ছে না ?

তাহলে ইজিপ্টোলজিস্টকে কি রকম দেখতে হবে ?

যেতে দাও, এইজন্যেই বুঝি রসিদ তোমাকে নেফারতিতির মূর্তি দেখিয়েছিল ? কিন্তু সে মূর্তিটা এইভাবে রাখা তার অন্যায় হয়েছে। মূর্তিটার কত দাম জান ?

অমূল্য, টাকার অঙ্কে তার দাম হয় না। আমি তো এইজন্যেই

পুলিসের কাছে যেতে চাই। মূর্তিটা তো আসলে ইজিপ্টের জাতীয় সম্পত্তি, অবিশ্যি ইজিপ্টের এইসব পুরাকীর্তি নিয়ে ব্ল্যাকমার্কেট চলছে কিন্তু এমন দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান সম্পত্তি নিয়েও যে ব্ল্যাকমার্কেটিং হয় তা আমি জানতুম না। কিছু একটা করা দরকার মারচেল, সরি মঁসিয়ে জুলিয়েন!

না, না, ঠিক আছে সোহিনী।

সোহিনী নয় সোনি?

সোনি? হোয়াই নট সোনিয়া? কিন্তু সোনি আর এই ব্ল্যাক-মার্কেটকে তোমরা অ্যামেরিকানরাই তো সবচেয়ে বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছ। তোমরা যদি না কেনো তাহলে ব্ল্যাকমার্কেটিং হবে না।

আমরা বুঝি একা? ফ্রান্স কি করেছে? ডেনডেরা টেম্পল থেকে জোডিয়াকের চোরাই মূর্তি চোরাপথে কিনে নির্লজ্জেব মতো লুভর মিউজিয়মে সাজিয়ে বেখেছে। আর দূর দূর দেশ থেকে মানুষ ইজিপ্টে এসে জোডিয়াকের নকল মূ্ত দেখছে।

আমরা আসল জোডিয়াককে নিরাপদে রেখে বেশি লোককে দেখবার সুযোগ দিচ্ছি। ও মূর্তি ইজিপ্ট রাখতে পারত না।

ওসব হল তর্কের বিষয়, আমার এখন তর্ক করতে ভাল লাগছে না, চল আমরা পুলিসে যাই।

সোনি তার ব্যাগের মধ্যে কি হাতড়াতে লাগল। বুঝতে পেরে মারচেল পকেট থেকে সোনালী সিগারেট-কেস বার কবে সোনির সামনে ধরল। দামী ইজিপ্টশিয়ান সিগারেট। সোনি একটা তুলে নিল। মারচেল দামী লাইটার জ্বেলে ধরল। সে নিজেও সিগারেট ধরাল।

দুজনে নীরবে কয়েক টান দেবার পর মারচেল নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, আমরা পুলিসে যাব না।

যাবে না? কেন?

তুমি কায়রোতে কতদিন এসেছ?

মাত্র কাল এসেছি, সোনি বলে।

তাহলে তো তুমি ইজিপ্টশিয়ান পুলিসের বিষয় কিছুই জান না। এরা যে কি চিজ তা তোমার ধারণা নেই। এখানে সর্বস্তরে গোপন চক্রান্ত আর ঘুষের কারবার চলে। কোনো কাজ দ্রুত গতিতে চলে না। তুমি পুলিসে যেয়ে যখন ঘটনার বিবরণ দেবে তখন পুলিস প্রথমে তোমাকেই সন্দেহ করবে এবং জেলে পুরবে। তারপর বিচার যদি হয় তো তা ছ'মাসের আগে আদালতে কেস উঠবে না। ততদিন তোমাকে জেলে রাখবে এবং শান্তিতে থাকতে পারবে না। দিনে রাতে যখন তখন পুলিস এসে তোমাকে জেরা করবে। তোমরা ইজরেলের মিত্র, তোমাদের এরা পছন্দ করে না। এখন তুমি ভেবে দেখ তুমি পুলিসে যাবে কি না?

তুমি কি? মানে কি কর? তোমার পেশা কি? সোনির প্রশ্ন।

আমি এই অ্যান্টিকুইটি ব্যবসা নিয়ে আছি। প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর সন্ধান ও সংগ্রহ আমার কাজ।

তুমি কি করে জানলে যে রসিদের কাছে নেফারতিতির স্ট্যাচু আছে?

রসিদ আমাকে চিঠি লিখেছিল, আমি যেন পত্রপাঠ চলে আসি। আমি মাত্র ঘণ্টাকয়েক হল কায়রো পৌঁছেছি। আমার মনে হচ্ছে রসিদ আরও কয়েকজনকে চিঠি দিয়েছে। কথা বলতে বলতে মারচেল উঠে দেওয়ালের ধারে রাখা ছোট রাইটিংটেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল।

মারচেল বলল, টেবিলের ড্রয়ার খুলে দেখি, চিঠির কপি এবং আর কাকে চিঠি দিয়েছে তাদের ঠিকানা অন্তত জানা দরকার। তাদেরই কেউ হয়তো এসেছিল, রসিদকে খুন করে মূর্তিটা নিয়ে সরে পড়েছে।

মারচেল টেবিলের ড্রয়ার হাতড়াতে লাগল কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। মারচেল তখন পাশের ঘরে মানে দোকানে যেয়ে, "রেমি, রেমি" বলে কাউকে ডাকল। দুই ঘরের মাঝে পর্দাটা সরানো ছিল। সোনি দেখল অল্পবয়সী একটি যুবক এসে দোকানে ঢুকল। বাইরে

কোথাও অপেক্ষা করছিল হয়তো। সে দোকানে আসতেই মারচেল বলল, দেখ তো রেমি, এই দোকানে আলমারি বা কোথাও কোনো চিঠি বা ঠিকানার লিস্ট বা খাতা আছে কিনা।

কি চিঠি দেখব? রেমি জিজ্ঞাসা করে।

দেখবি এই দোকান থেকে যে চিঠি সাতদিনের মধ্যে ছাড়া হয়েছে· তার অফিস কপি।

ওরা দুজনে চিঠি খুঁজতে লাগল। সোনি একা বসে ভাবতে লাগল। সহসা তার নজরে পড়ল সেই ছোট মূর্তিটা চায়ের টেবিলে পড়ে রয়েছে, যে মূর্তিটা ওর ছেলে মমির হাড় থেকে তৈরি করেছে, যেটা নকল কিন্তু সে ধরতে পারে নি। কি আশ্চর্য, যে লোকটা তার সঙ্গে এই ঘরে বসে মাত্র আধঘণ্টা তার সঙ্গে কথা বলছিল সেই লোকটা তারই চোখের সামনে খুন হয়ে গেল? ছোরা হাতে লোকটা যে রসিদকে খুন করল, সোনি তার চেহারাটা মনে করবার চেষ্টা করল। ঈগলের মতো তামাটে রং, ঠিক যেন আরব বেদুইন। খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই রকমই মনে হচ্ছে।

বসে থাকতে ভাল লাগছে না। সে উঠে দোকানে এল। দোকানে ঢুকে দেখল মারচেল আর রেমি চিঠি খুঁজতে ব্যস্ত, অন্য কোনো দিকে তাদের মনোযোগ নেই। সেই সুযোগে বারো তেরো বছরের একটা ছেলে দোকানে ঢুকে ভাঙা শো-কেস থেকে কি যেন সরাচ্ছে। ছেলেটা সোনিকে দেখতে পায় নি। সোনি চেঁচিয়ে উঠল। রেমি ঘাড় ফিরিয়েই ছেলেটাকে দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল।

মারচেল বলল, সোনি দেখ তো ভাল করে এই ছোঁড়াটাকে দেখেছ কি না।

না, না, সে দলে কোনো ছোট ছেলে ছিল না, সোনি বলল।

অ্যাই ভাগ, ভাগ, মারচেল ওর মাথায় একটা চাঁটা মারতেই ছেলেটা দোকান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সোনি বলল, আমি আর বসে থেকে কি করব? আমি চললুম।

আমরাও যাব, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। রেমি, তুই দোকানটা একটু গোছগাছ করে দে, আমরা চললুম।

গোছগাছ আর কি, দোকানের কার্পেটটা গুটিয়ে গিয়েছিল সেটা শুধু ঠিক করে দিতে হবে।

মারচেল বলল, চল আমি তোমাকে পৌঁছে দোব, মেয়েদের পক্ষে একা শর্ট প্যান্ট পরে কায়রোর রাস্তায় বেড়ানো নিরাপদ নয়।

সে তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে।

অ্যান্টিকা রসিদ থেকে ওরা দুজনে বেরিয়ে খান এল খালিলি রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল। এবার সঙ্গে একজন জবরদস্ত পুরুষ আছে, সোনিকে কেউ বিরক্ত করল না। মারচেলের চেহারাটা দেখবার মতো। বেশ লম্বা চওড়া, খাড়া নাক, চওড়া কপাল, ব্যাক ব্রাশ করা লম্বা বাদামী চুল। সোজা হয়ে, বুক ফুলিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে।

চলতে চলতে সোনি তার সকালের অভিজ্ঞতা বলছিল। ঐ বদ্ধ দোকান ঘর থেকে বাইরে এসে সোনি এখন অনেক সহজ হয়েছে।

পথের ধারে একটা স্টলে একজন নানা প্রাচীন মিশরীয় মূর্তি, টুকিটাকি মিশরীয় সুভোনির বিক্রি করছিল। মারচেল স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল তারপর হঠাৎ একটা ছোট মূর্তি তুলে নিয়ে বলল, আরে এটা যে নেফারতিতির বাস্ট, এটা কিনলে কেমন হয়?

আরে ওটা তো নকল, সোনি বলে।

জানি, চেকোশ্লোভাকিয়া কিংবা ইণ্ডিয়াতে তৈরি তবুও স্থানমাহাত্ম্য। এটা তুমি রাখ সোনি, আমাকে মনে রাখতে পারবে।

সোনি এই প্রথম হাসল। হেসে সেটা সে গ্রহণ করল। মারচেল একটা মুদ্রা দোকানীর হাতে তুলে দিল। আরবি ভাষায় দোকানী আপত্তি করল। মারচেল আরবী ভাষায় যা বলল তার অর্থ বোধ হয়, চোপ্।

ওরা আর দাঁড়াল না হেঁটে চলল। হাঁটতে হাঁটতে মারচেল রানিং কমেন্টারী দিয়ে যাচ্ছে কারণ কায়রো তার সুপরিচিত। ক্রমে তারা

কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার স্কোয়ারে এল। এখানেই রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত সেই মসজিদ, মধ্যযুগীয় ইসলাম স্থাপত্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। ওরা দুজনেই মসজিদের প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর আবার চলতে লাগল।

এই যে সোনি এইদিকে, আমার গাড়ি আছে। সোনি দেখল মিশরে তৈরি একটি কালো রঙের ইটালিয়ান গাড়ি। দরজা খুলে সোনিকে বসিয়ে দরজা বন্ধ করে মারচেল আবাব ঘুরে যেয়ে ডান দিকের দরজা খুলে ড্রাইভারের সিটে বসল।

তুমি কোন্ হোটেলে উঠেছ সোনি ?

হিলটন।

চল তোমাকে পৌঁছে দিই, কারণ কায়রোতে এই সময়ে ট্যাকসি পাওয়া যায় না।

রেমি কোথায় গেল ? সে আসবে না ?

না, সে এখন আসবে না, তাকে কাজের ভার দেওয়া আছে।

শহরটা দেখাবার উদ্দেশ্যে মারচেল একটু ঘুরে চলল। যেতে যেতে সে শহরের সঙ্গে সোনির পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল, যেমন ঐ দেখ সালাদিনের কেল্লা, ভেতরে যে মসজিদের চুড়ো দেখতে পাচ্ছ ওটা হল মহম্মদ আলির মসজিদ। আবার কিছু পরে···এই দেখ আমরা নাইল নদের ধারে এসে পড়লুম, ওটা হল দ্বীপ, নাম ? রোডা।

হিলটন হোটেলের সামনে গাড়ি এসে থামল। ওরা দুজনেই গাড়ি থেকে নামল। লাউঞ্জে ঢুকে মারচেল বলল, আমি এখানে বসছি, তুমি তোমার ঘরে যেয়ে হাত মুখ ধুয়ে তাজা হয়ে এস, কিছু খাওয়া যাক।

না, আগে আমার একটু ড্রিংক করা দরকার। নইলে আমার হাত পা নড়ছে না, সারাদিন যে ধকলটা গেল। ইস্ কি সাংঘাতিক কাণ্ড। আমি কখনও আমার সামনে কাউকে মরতেই দেখিনি, খুন তো দূরের কথা, মনে পড়লে শরীর সিউরে উঠছে।

অতি উত্তম প্রস্তাব, চল তাহলে বারে যাই।

এয়ারকুল বারে প্রবেশ করে দুজনেরই মনে হল ওরা বুঝি পাহাড়ের ওপরে কোনো শহরে এল। আঃ কি আরাম।

ড্রিংক করতে করতে সোনি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি নেফারতিতির খোঁজ করবে নাকি?

নিশ্চয়, আমার বিশ্বাস, নেফারতিতি এখনও কায়রোর বাইরে যায় নি। আচ্ছা রসিদ তোমাকে কিছু বলেছিল?

বিশেষ কিছু নয়। আমাকে শুধু একবার বলেছিল, তুমি খুব লাকি কারণ নেফারতিতি আমার দোকানে আর কয়েক ঘণ্টা থাকবে।

রসিদ বোধ হয় আমার কথা ভেবে ঐ কথা বলেছিল কিন্তু রসিদ এই প্রথম নয় আর একবার বোকামি করেছিল যার ফলে একটা মূল্যবান সামগ্রী আমার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। রসিদ বোধ হয় এইসব দুষ্প্রাপ্য সামগ্রীর যথার্থ মূল্য বোঝে না।

মৃদু হেসে সোনি বলল, শর্ট প্যাণ্ট পরা যুবতীকে দেখে রসিদ বাহাদুরি নেবার জন্যেই বোধ হয় আমাকে মূর্তিটা দেখিয়েছিল।

জানি না, আগেকার মূর্তিটা ছিল একজন ফারাও-এর এবং সেইটেই তার একমাত্র মূর্তি। আমার আসতে একদিন দেরি হয়ে গেল তা নইলে মূর্তিটা একটা সুইশ ব্যাংকের মারফত টেকসাসে চলে যেত না। কোনো একজন অয়েল কিং সেটা কিনেছে। আমি নাম জানবার জন্যে সেই সুইশ ব্যাংকে গিয়েছিলুম কিন্তু কিছুই করতে পারলুম না। এই মূর্তিটাও গেল। আচ্ছা নেফারতিতির স্ট্যাচুটা তুমি ভাল করে দেখেছিলে? ওটা নকল নয় তো?

না, স্ট্যাচুর গায়ে যে হাইরোগ্লিফিক লিপি আমি দেখেছি তা জাল বা নকল নয়। হাইরোগ্লিফিক লিপিতে আমি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছি।

মারচেল সিগারেট ধরিয়ে বলল, বুড়ো রসিদকে খুন করল কেন? ওরা তো ভয় দেখিয়েই স্ট্যাচুটা নিয়ে গেলেই পারত? কি রহস্য?

কে জানে? এ হয়তো মমিম অভিশাপ।

হতে পারে, ঈষৎ হেসে মারচেল বলে, গত বছরে আমি বেইরুটে

একজন মিডলম্যানের খোঁজ পেয়েছিলুম। যারা মিশর থেকে হজ তীর্থযাত্রা করতে যেত, তাদের মারফত ঐ মিডলম্যান মিশরের অ্যান্টিকুইটি পাচার করত। আমি যখন তার সন্ধান পেয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম তখন শুনলুম সে গুলি খেয়ে মরেছে।

কেউ তাকে খুন করেছে?

তা বলব না, লেবাননে মুসলমান আর ক্রিশ্চানদের মধ্যে হঠাৎ গুলি বিনিময় আরম্ভ হয়ে যায়। লোকটা তখন দু দলের মাঝখানে। গায়ে অনেকগুলো গুলি বিঁধেছিল।

তুমি এখন কি করবে মারচেল? সোনি তার সিগারেট নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করে।

দেখি, বুড়ো রসিদের দোকানে যেসব চিঠিপত্তর আর লিস্ট পেয়েছি সেগুলো খুঁটিয়ে দেখি। কিছু পাওয়া যাবে কি না বলতে পারছি না, তুমি আমাকে সাহায্য করবে তো?

আমি আর কতটুকু জানি?

তুমি হয়তো সেই খুনীটাকে শনাক্ত করতে পারবে। আচ্ছা আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে।

আজই? শরীরটা ভাল নেই, কাল রাত্রে ঘুম হয় নি, মেজাজও ভাল নেই। আচ্ছা বেশ যেতে পারি, কিন্তু রাত্রি দশটার মধ্যে আমাকে হোটেলে ফিরিয়ে দিতে হবে। তুমি কোথায় উঠেছ?

থ্যাংক ইউ, আমি তোমার মেজাজ ঠিক করে দোব। আমি উঠেছি ঐ যে নাইলে রোডা আইল্যাণ্ড দেখলে? ওখানে একটা হোটেল আছে, নাম হোটেল নাইলভিউ। সেই হোটেলের ৮০০ নম্বর স্যুইট নিয়েছি।

ডিক তখন তার সার্জিক্যাল রুমে মিসেস ক্যাথলিন এ্যালিসকে পরীক্ষা করছিল। মহিলার পেটে যন্ত্রণা হয়, বমি হয় ইত্যাদি কিন্তু ব্যথাটা ঠিক কোথায় হয় এবং ঐ সংক্রান্ত লক্ষণ সম্বন্ধে মহিলা স্পষ্ট করে বলতে পারছিল না। ডিকের সন্দেহ হল, গলব্লাডারে কোনো গোলযোগ হয়েছে।

মহিলাকে ডিক যখন প্রশ্ন করছে সেই সময় একজন খবর দিল, লং ডিস্ট্যান্স ফোন এসেছে।

ডিকের বুক ধক্ করে উঠল। নিশ্চয় কায়রো থেকে সোনি ডাকছে। না, সোনি নয়, সোনির মা ফোন করছে টলেডো থেকে। তিনি বললেন, সোনির কাছ থেকে কোনো চিঠি বা কেবল্ আসে নি।

ডিক নিরাশ হল। পলবিন্দরকে বলল, আমাকে বোধ হয় কায়রো যেতে হবে। থ্যাংক ইউ পলবিন্দর।

ডিক ফোন নামিয়ে রাখল।

কায়রোতে তখন রাত্রি ন'টা বেজে দশ মিনিট।

মুকাত্তাম হিলের মাথায় কাফে ইয়াসমিন। ফরাসী স্টাইলের নতুনতম কাফে, রীতিমতো জমজমাট। ধনী ও অভিজাতদের মনপছন্দ খানাপিনার ঢালাও ব্যবস্থা। বড় জানলার ধারে বা বারান্দায় জায়গা পেলে সারা কায়রো শহরটা দেখা যায়, বড় বড় মসজিদের চুড়োগুলো আরও দূরে পাহাড়ের মাথা, ওধারে নীল নদ।

কায়রো এক বিচিত্র শহর। এর ইতিহাস, এর সমাজজীবন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলতে পারব না। শিক্ষিত ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলার সময় মনে হয় এরা সকলেই ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত। সোনির সিগারেট ধরিয়ে দিতে দিতে মারচেল বলছিল, এই শহরে ইউরোপের নানাজাতি চাকরি বা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। আবার যদি শহরের অপরাধীদের কথা ধর তাহলেও বলব যে কোনো দেশের অপরাধীদের সঙ্গে এরা টেক্কা দিতে পারে তবে আমার কষ্ট হয় এদের দারিদ্র্য দেখলে।

মারচেলের মুখের দিকে চেয়ে সোনি তার কথাগুলো অবাক হয়ে শুনছিল। মানুষটা বেশ কথা বলতে পারে তো, ডিক তো এমনভাবে কথা বলতে পারে না। মারচেল সকালে যে স্যুটটা পরেছিল সেটা টেলারমেড, দোকানে কেনা নয়। এখন যেটা পরে এসেছে সেটাও টেলারমেড। ডিক বেচারা টেলারমেড স্যুট পরে না। এই তো

সবে প্র্যাকটিশ আরম্ভ করেছে। তবে এবার ও স্টেটসে ফিরে যেয়ে ডিককে একটা স্যুট তৈরি করিয়ে দেবে।

সিগারেটে টান দিয়ে সোনি বলল, চোখের সামনে একটা হত্যাকাণ্ড দেখেও আমি পুলিসে খবর দিতে পারলুম না এজন্যে আমাব মনটা খুঁতখুঁত করছিল, পরে ভেবে দেখেছি তোমার কথা ঠিক। পুলিস আমাকে আটকে রাখতে পারত কিংবা হত্যাকারী ধরা পড়লেও আমি হয়তো শনাক্ত করতে পারতুম না।

তোমাকে বুদ্ধিমতী বলতে হবে, তুমি ঠিকই করেছ।

তবুও আমার মনে হচ্ছে আমি আমার কর্তব্য করলুম না কিন্তু এবার ঐ ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারদের ধরবার জন্য কি করবে?

তোমাকে পুলিসে যেতে না দেবার জন্যে আমারও একটা মতলব ছিল। পুলিস যদি সফল হয়, রসিদের হত্যাকারীকে ধরে এবং নেফারতিতি স্ট্যাচু উদ্ধার করে তাহলে তো ওটি আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। রসিদের হত্যাকারীর জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই, আমি চাই নেফারতিতি।

কিন্তু রসিদ তোমার পুরনো বন্ধু, তার হত্যাকারী ধরা পড়ুক ও সাজা পাক, একি তুমি চাও না?

নিশ্চয় চাই কিন্তু আমার প্রথম কাজ নেফারতিতি উদ্ধার এবং ব্ল্যাকমার্কেট ব্যবসা বন্ধ করা।

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই রকম কথাবার্তা চলছিল। সোনি ওর প্রতিটি কথা শুনতে শুনতে অনুভব করল সে বন্ধুহীন এই বিদেশে মারচেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে, তাকে ভালই লাগছে। ডিক যদি তার কাছে অ্যাট্রাকটিভ হয় তাহলে মারচেল হল চার্মিং।

কথা মতো সোনিকে মারচেল দশটা বাজবার আগে পৌঁছে দিল। গাড়ি থেকে সোনিকে নামিয়ে দিয়ে মারচেল বিদায় নিল না, সেও সোনির সঙ্গে নামল, বলল, চল তোমার ঘরটা দেখে আসি। ওরা দুজনে লিফটে উঠল। মারচেল সোনির গা ঘেঁষে দাঁড়াল, সোনি আপত্তি করল না।

লিফট থেকে নেমে সোনির দরজার সামনে থেকে মারচেল বিদায় নিল। চাবি খুলে নিজের ঘরে ঢুকে সোনি অনুভব করল, ঘর ঠাণ্ডা, রুমকুলার চালু রয়েছে।

রুমকুলার চালু কেন? সে তো রাত্রে ঠাণ্ডা ঘরে ঘুমোতে পারে না। হোটেলের লোক বোধহয় তাকে খুশি করবার জন্যে ঘর ঠাণ্ডা রেখেছে। সে রুমকুলারের সুইচ অফ্ করে দেবার জন্যে ঘরের অপরদিকে গেল কিন্তু মাঝ পথে সে দারুণ ভাবে চমকে উঠল। তার বুক ঢিবঢিব করতে লাগল।

সোনি দেখল ঘরের এক কোণে একটা ইজিচেয়ারে একজন মিশরীয় বসে রয়েছে। সোনিকে দেখেও সে কথা বলল না বা নড়বার চেষ্টা করল না। বেদুইনদের মতো অঙ্গসৌষ্ঠব, পরনে সিল্কের ইউরোপীয় পোশাক। বসে আছে যেন স্ট্যাচু কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। এই দৃষ্টি যেন সোনিকে সম্মোহিত করল। ব্রোঞ্জের তৈরি ভীতিজনক একটা স্ট্যাচু যেন বসে রয়েছে। সোনি নিশ্চল ও বাকহীন।

সোনি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল, লোকটার কি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, জাপটে ধরবে নাকি? কিন্তু লোকটা তা করল না। সে বলল,

আমার নাম সাজ্জাদ জাহির, আমি ইজিপ্টের অ্যান্টিকুইটিস ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর, আমি বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করেছি, ক্ষমা চাইছি, উপায় ছিল না।

প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার মতো তার গভীর কণ্ঠস্বর। কোটের পকেট থেকে কার্ড বার করে বলল, এই আমার পরিচয়-পত্র, তুমি দেখতে পার।

সোনির ভয় আরও বেড়ে গেল। কেন সে মারচেলের কথা শুনে পুলিসের কাছে গেল না। এখন সে কি বিপদেই পড়ল! সে কি করবে এখন? সাজ্জাদ জাহির তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। এবার বোধহয় সে কাঁপতে আরম্ভ করবে যেমন কাঁপুনি আরম্ভ হয়েছিল রসিদের দোকানে, রসিদ খুন হবার পর।

সাজ্জাদ জাহির বলল, সোহিনী কার্টার তোমাকে আমাব সঙ্গে যেতে হবে, এবং এখনই।

সোনি সম্মোহিত। সে কোনো উত্তর দিল না, সাজ্জাদ জাহিরকে অনুসরণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলল। তার মনে হল বোস্টন, টলেডো, ডিক যেন অনেক অনেক দূরে চলে যাচ্ছে, তারা সরে যাচ্ছে।

হোটেলের গেটে এসে জাহির একটু এগিয়ে যেয়ে কাকে ইসারা করতেই একটা কালো সিডান গেটের সামনে থামল। সোনিকে গাড়িতে উঠতে বলে জাহির নিজেও উঠল। গাড়িটা চলতে লাগল।

নীরবতা ভঙ্গ করে এক সময়ে জাহির বলল. বেশি দূর যেতে হবে না।

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? সোনি কথাটা বলল বটে কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বর নিজেই চিনতে পারল না।

আমার অফিসে, জাহির জবাব দিল।

অর্ধগোলাকৃতি মস্ত বড় একটা কংক্রিটের বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। জাহির গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরে রইল। সোনি নামল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওরা বাড়ির ভেতর ঢুকল। অর্ধগোলাকৃতি লম্বা বারান্দা দিয়ে ওরা হাঁটতেই লাগল। গাড়িতে আসতে এত সময় লাগে নি। সব অফিসের দরজায় তালা বন্ধ। মাথার ওপর দূরে দূরে একটা করে বাল্ব জ্বলছে। সোনির গা ছমছম করতে লাগল। একটাও মানুষ নেই। নাইট ওয়াচম্যান হয়তো কোথাও বসে আছে।

নিজের অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে জাহির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল।

বেশ বড় ঘর। অফিসে যে সব আসবাব ও সরঞ্জাম থাকা উচিত সে সবই আছে। একদিকের দেওয়ালে মিশরের বড় একখানা মানচিত্র, অপর দেওয়ালগুলিতে মিশরের নানা পুরাকীর্তির ফটো টাঙানো রয়েছে।

সোনিকে একটা চেয়ারে বসতে বলল জাহির। সে নিজেও টেবিলের ওপাশে বসল। টেবিল বেশ গুছানো, কলম, পেনসিল, প্যাড, পেপারওয়েট ইত্যাদি যথাস্থানে সাজানো আছে।

সোনি একটিও কথা বলে নি। এই অফিসে পৌঁছবার আগে সে ভাবছিল তাকে অনেক রক্তচক্ষুর সামনে ছেড়ে দেওয়া হবে, তারা তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করবে। এখন তার মনে হচ্ছে তাকে বুঝি একটা খাঁচায় পুরে রাখা হয়েছে।

লোকটার মতলব কি? এতবড় একজন অফিসার তার কোনো সহকারী নেই? এতরাত্রে একজন বিদেশী যুবতীকে একা তার অফিস ঘরে ডেকে আনার মতলব কি? সোনি কিছুই বুঝতে পারছে না। সে নিঃসহায় বোধ করতে লাগল। তার পাসপোর্টও তার কাছে নেই। হোটেলের কর্তৃপক্ষ সেটি রেকর্ড করার জন্যে চেয়ে নিয়েছে। বলেছে চব্বিশ ঘণ্টার আগে পাওয়া যাবে না। সে যে এখানে এসেছে কেউ জানে না। আসবার আগে মারচেলকে একটা ফোন করে এলেও তো হত!

মানসিক চাঞ্চল্য ঢাকবার জন্যে ঠোঁট চেপে ধরল। অসহায়ের মতো এদিক ওদিক চাইতে লাগল।

ওদিকে জাহির কখন চেয়ার থেকে উঠে যেয়ে ঘরের এক প্রান্তে একটা ইলেকট্রিক হিটার জ্বেলে কখন কেটলিতে জল ভরছে তা যেন সোনি দেখেও দেখে নি।

চা খাবে? ভাল ইণ্ডিয়ান টি আছে।

সোনি চমকে উঠেছিল। সামলে নিয়ে বলল, না থ্যাংক ইউ।

যাইহোক চা খাবার আমন্ত্রণ শোনার পর ঘরের পরিস্থিতি যেন হালকা হল। গুমোট ভাব যেন কেটে গেল।

জাহির এককাপ চা তৈরি করে চামচ দিয়ে চিনি গুলতে গুলতে চেয়ারে এসে বসল। জাহির এমনভাবে চামচ নাড়তে লাগল যেন সেইটেই তার একমাত্র কাজ। এক সময়ে জাহির চোখ তুলে সোনিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

চোখ নামিয়ে সোনি জিজ্ঞাসা করল, আমাকে এই অফিসে ডেকে আনা হল কেন আমি তা জানতে চাই।

জাহির তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বেশ ঝাঁজিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, আমি জানতে চাই তুমি ইজিপ্টে কি করছ?

জাহিরের রাগ দেখে সোনি ঘাবড়ে গেল। কোনোরকমে বলল, কেন? আমি···আমি···একজন ইজিপ্টোলজিস্ট। সেইজন্যে···আমি এখানে এসেছি।

তুমি একজন ইহুদি, তাই না?

হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

আমি জানতে চাই তুমি ইজিপ্টে কেন এসেছ, মূল উদ্দেশ্য কি?

বললুম তো, আমি একজন ইজিপ্টোলজিস্ট, আরও জ্ঞান অর্জনের জন্য এখানে এসেছি।

শুনেছি তা নয়, তুমি কার হয়ে কাজ করছ?

কার হয়ে মানে? আমি একাই এসেছি নিজের কাজের জন্যে? আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য বা মতলব নেই।

তুমি আমাকে তাই বিশ্বাস করতে বল সোহিনী কাটার? প্রশ্ন করে জাহির বাঁকা হাসি হাসল, তোমার কোনো উদ্দেশ্য নেই?

বলেছি তো, আমার উদ্দেশ্য আছে, আমি ইজিপ্টোলজিস্ট। মিশর সম্বন্ধে আরও জ্ঞান অর্জনের জন্যে এবং যে দেশের ইতিহাস নিয়ে আমি গত আট বছর চর্চা করছি সে দেশটা আমি দেখব না? এছাড়া আমার আর অন্য কোনো মতলব নেই।

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, জাহির বলল।

বিশ্বাস না করলে আমি কি করব? আমি অ্যামেরিকার এক বিখ্যাত মিউজিয়মের সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি অনেক দিন থেকেই ইজিপ্টে আসবার চেষ্টা করছি, পারিবারিক কারণে হয়ে ওঠে নি। আমি এখানে কিছু কাজ করবার জন্যেই এসেছি।

কি কাজ?

আপার ইজিপ্টে নিউ কিংডমের কয়েকটা হাইরোগ্লিফিক অনুবাদ করতে চাই এজন্যে আমি সেখানে যাব।

তুমি এখানে অ্যান্টিকুইটি কিনতে এসেছ, তোমার আসল কাজ তাই। যা বললে সেটা তোমার আবরণ।

এবার সোনির মনে সাহস সঞ্চারিত হল। সে ঝাঁজিয়ে উঠল, কখনই নয়, তুমি এইজন্যে এত রাত্রে একজন বিদেশী মহিলাকে একা তোমার অফিসে ডেকে এনেছ?

উত্তেজিত হয়ো না মিস কার্টার। মারচেল জুলিয়েনকে তুমি কতদিন থেকে জান? প্রশ্ন করে জাহির ভাবল, মেয়েটাকে এবার বাগে পেয়েছি।

সোনি বোকা নয়। সাময়িকভাবে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। তার সাহস আছে নইলে সে একা এদেশে আসত না এবং এত রাত্রে জাহিরের সঙ্গে কখনই আসত না। হাজার হোক তার বাবা অ্যামেরিকান এবং মা পাঞ্জাবী যারা ভীরু বলে অপবাদ নেই। সোনি বুঝল জাহিরের লক্ষ্য তাহলে সে নয়, মারচেল জুলিয়েন তার নিজের সন্দেহ হয়েছে মারচেল মিশর থেকে পুরাকীর্তি চোরাপথে চালান করে। মিশর সরকার এবং মিশর পুলিসও হয়তো তাকে চেনে। এবার থেকে তাকে সাবধানে কথা বলতে হবে। সোনি বলল,

তার সঙ্গে আমার আজই সকালে প্রথম আলাপ।

কি করে তোমাদের দেখা হল?

সোনি ভাবল, সর্বনাশ! অ্যান্টিকা রসিদে যা ঘটেছে তা কি এই লোকটা জানে নাকি? রসিদ খুন হয়েছে সে খবরও কি জানে? তাহলে কি এতক্ষণ পুলিস তার খোঁজ করত না? সোনি বলল,

আজ সকালে বাজারে মারচেলের সঙ্গে আমার দেখা এবং আলাপ।

তুমি কি জান মারচেল জুলিয়েন মিশরের মূল্যবান জাতীয় সম্পদ কেনে?

সোনি নিশ্চিন্ত হল, যাক রসিদ যে খুন হয়েছে সে খবর জাহির

জানে না। তার সাহস আরও একটু বাড়ল। সে বলল এ খবর তার জানা নেই।

জাহির বলল, চোরাপথে মিশরের অনেক সম্পদ বিদেশে পাচার হচ্ছে। আমরা সেই পথ বন্ধ করবার চেষ্টা করছি। এই তো ১৯৭৪ সালে ডেনডেরা মন্দির থেকে হাইরোগ্লিফিক লিপির দশটা টালি চুরি হয়েছে, ভেতরের লোক এই চুরির সঙ্গে জড়িত নইলে বিদেশীরা এ জিনিস হস্তগত করতে পারে না। আরও কত চুরি হয়েছে। যা হয়েছে তা হয়েছে, আমরা এ জিনিস আর বাড়তে দিতে চাই না।

সোনি বলল, এজন্যে তোমাদের দেশের দারিদ্র্যই দায়ী, যারা তোমাদের মিউজিয়মে কাজ করে তাদের বেতন নিশ্চয় খুব কম এবং কর্মী সংখ্যাও কম।

জাহির সে-কথা এড়িয়ে গেল। সোনিকে সে জিজ্ঞাসা করল, মারচেল জুলিয়েন ইজিপ্টে কি করছে? সে কতদিন থাকবে?

বিরক্ত হয়ে সোনি বলে, এসব প্রশ্নগুলো তুমি মারচেলকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? সে কি করবে না কি করবে আমি জানব কি করে?

আজ রাত্রে তুমি তার সঙ্গে ইয়াসমিন কাফেতে ডিনার খেয়েছ?

হ্যাঁ, খেয়েছি, তাতে কি হল?

মঁসিয়ে জুলিয়েন সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

কি আবার ধারণা? বেশ ভাল লোক, যাকে বলে চার্মিং। মেয়েদের সঙ্গে মিশতে জানে। এসব প্রশ্ন অবান্তর।

সাজ্জাদ জাহিরের চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। সে-চা সে এক চুমুকেই খেয়ে নিয়ে বলল, তোমার ভালর জন্যে তোমাকে বলছি যে তোমার সঙ্গে আমার যেসব কথাবার্তা হল তা তুমি কাউকে বলবে না, গোপন রাখবে। চল তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সোনি ভাবল সাজ্জাদ জাহির ব্ল্যাকমার্কেটিং বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সে বোধহয় জানে না যে তার দেশ থেকে একটা মহামূল্য

সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে। এজন্যে তাব দেশেরই একটা লোক আজ খুন হয়েছে। জাহির যদি তার সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার কবত তাহলে সে হয়তো সব বলত কিন্তু তাকে যেভাবে হোটেল থেকে ধরে এনে জেরা করা হল তাতে সে জাহিরের ওপর খেপে গিয়েছিল। এখন তো তাকে হোটেলে ফিরিয়ে দিক, পরে দেখা যাবে।

নাইলভিউ হোটেলে ৮০০ নম্বব ঘরে মারচেল আর রেমি। রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে। ঘরের সব দরজা জানলা খোলা, বাইরে থেকে রাত্রের শীতল বাতাস ঘরে ঢুকছে।

একটা ছোট টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ারে ওরা বসে আছে। টেবিলে বেশ কিছু কাগজ ও চিঠিপত্তর। বেমি এগুলো রসিদেব দোকান থেকে উদ্ধার করে এনেছে।

দোকানের কোলাপসিবল গেট টেনে দিয়ে রেমি 'সেল ক্লোজড', বিক্রি বন্ধ সাইনবোর্ডখানা টাঙিয়ে দিয়েছিল, তাই কোনো খরিদ্দার বা কেউ তাকে বিরক্ত করে নি।

রসিদকে কে বা কারা খুন করেছে এবং নেফারতিতির স্ট্যাচু কোথায় গেল এ বিষয়ে কোনো সূত্র পাওয়া যায় কি না তাই তারা খুঁজছিল। দুজনে মিলে প্রতিটি কাগজ ও চিঠি পরীক্ষা করছিল কিন্তু কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না।

রেমি হতাশ। সে হাই তুলছে। মারচেল তার অবস্থা দেখে বলল, একটু হুইসকি টেনে নে। এখনও অনেক চিঠি বাকি, আমি আজ রাত্তিরের মধ্যে এগুলো প্রত্যেকটা দেখতে চাই।

রেমি উঠে গেল। বাথরুমে যেয়ে বেশ করে মুখ ধুয়ে এল। ও বলল, হুইসকি খেলে আমার বেশি ঘুম পায়, তার চেয়ে আমি একটু ব্ল্যাক কফি খাই, তুমি খাবে ?

এই দাঁড়া, পেয়েছি !

কি পেয়েছ ?

এই দেখ, এথেন্সের সেই ট্র্যাভেল এজেন্ট জর্জেস ভাসিরিস। সে

বুড়ো রসিদকে একখানা চিঠি লিখেছে, মারচেল প্রায় চিৎকার করে উঠল।

কি লিখেছে? বুড়োকে ভয় দেখিয়েছে নাকি?

তা নয়, লিখেছে যে ব্যাপারটায় সে আগ্রহী এবং সে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়। কিন্তু ব্যাপারটা কি তা তো বোঝা যাচ্ছে না। বোঝাপড়া বলতেই বা কি বোঝাতে চাইছে তাও তো বুঝতে পারছি না।

রেমি বলল, জর্জেস লোকটা তো আসলে একটা স্মাগলার। ট্র্যাভেল এজেন্সি ব্যবসাটা তো ওর মুখোশ। নিশ্চয় কোনো অ্যান্টিক নিয়ে কথাবার্তা চলছে, নেফারতিতি স্ট্যাচুও হতে পারে।

আমার তা মনে হয় না, তাহলে রসিদ আমাকে চিঠি দিত না কারণ রসিদ জানে আমি যে দাম দেবো সে দাম আর কেউ দেবে না। আমার সন্দেহ হচ্ছে বুড়ো রসিদ কোনো ব্যাপারে ওকে ভয় দেখিয়েছে বা সতর্ক করে দিয়েছে আবার উল্টোটাও হতে পারে, মোট কথা রসিদের সঙ্গে জর্জেসের লেনদেন ছিল। বেইরুটে আমাদের যে লোকটা গুলি খেয়ে মরল তার সঙ্গে জর্জেসের যোগাযোগ ছিল, মারচেল বলল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে মারচেল বলল, এক কাজ কর রেমি। এথেনসে একটা টেলিফোন কর, জর্জেসের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

মারচেল নোটবুক খুলে জর্জেসের ফোন নম্বর দিল। রেমি হোটেলের টেলিফোন অপারেটরকে ফোন নম্বর দিয়ে মারচেলের কাছে এসে আবার বসল। সে বলল, অপারেটর বলল, পনেরো মিনিটের মধ্যে লাইন পাওয়া যাবে।

মারচেল সিগারেটে টান দিয়ে বলল, রসিদের চিঠিপত্রে দেখা যাচ্ছে যে সে সারা পৃথিবীর মিউজিয়মের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করত। দেখা যাক গ্রীকটা কি বলে। তবে আমাদের ভরসা সোহিনী কার্টার। আমার বিশ্বাস তার মারফৎই আমরা নেফারতিতির স্ট্যাচুর সন্ধান পাব।

রেমি বলে, সেও তো কিছু জানে না।

জানে না ঠিকই কিন্তু আমরা সোহিনীকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। রসিদকে খুন করার জন্যে তিনটে লোক দোকানে ঢুকেছিল। তার মধ্যে যে খুন করেছে তাকে সোহিনী দেখেছে এবং আর একটাকে চিনলেও চিনতে পারে। আর এই খুনীরা কি কেউ সোনিকে দোকানে ঢুকতে দেখে নি? দোকান থেকে সোনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে তাও কি ওরা দেখে নি?

ও বুঝেছি, ওরা যদি সোহিনীকে দেখে থাকে তাহলে ওরা সোহিনীকে অনুসরণ করবে। আমরাও সোহিনী এবং তাকে কারা অনুসরণ করছে তাদের ওপর নজর রাখব এবং ঐ অনুসরণকারীদের আমরা অনুসরণ করে নেফারতিতি রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করব।

কে বলে তোর বুদ্ধি নেই রেমি।

কিন্তু ওরা তো সোহিনীকেও খুন করতে পারে?

সে ঝুঁকি আছে, সেও আমি ভেবেছি। আমি সোহিনীর জন্যে একটা বডিগার্ড ঠিক করব। সে দুটো কাজ করবে, সোহিনীর জীবন রক্ষা করবে এবং সোহিনীকে যারা খোঁজ করছে তাদের ওপরও নজর রাখবে। এবং আমাকে রিপোর্ট করবে, লোকও আমি ভেবে রেখেছি, কে?

আমি নয় তো?

না, তুই কেন হতে যাবি? আমি মুস্তাফাকে বলব।

মুস্তাফা! দারুণ, ওর চেয়ে তুখোড় লোক আপনি পাবেন না কিন্তু ব্যাটার টাকার খাঁই খুব বেশি।

তা তো হবেই, ভাল কাজ ও ভাল জিনিস পেতে গেলে টাকা খরচ করতেই হবে কিন্তু আমার আর একটা কথা আছে। আমি জানি রসিদ হত্যা ব্যাপারে পুলিস কিছু করতে পারবে না এবং কিছু করবেও না।

তবে কাকে তোমার ভয়?

আমার ভয় ইজিপ্টের অ্যান্টিকুইটি ডিরেকটর সাজ্জাদ জাহিরকে।

মোটা অফার পেলে এবং তুমি রাজি থাকলে তাও দিতে পারি।

কোথায় পাঠাবে? সাউদি আরবে? না বাবা, ওখানে আমি যাব না।

সাউদি আরব নয়, ধর আরজেন্টিনা কিংবা অ্যামেরিকার প্যারাডাইস সিটি।

তুমি তাহলে কত পাবে?

এই সময় রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে ওদের কথা চাপা দিয়ে ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল। জর্জেস ভুরু কোঁচকালো। আরও বেশি রাত্রে ওর ফোন আসে। কিন্তু নগ্ন সুন্দরীকে যখন পাশে নিয়ে বসে আছে এবং একটু পরেই যার পাশে সে শুয়ে পড়বে, এমন পরিস্থিতিতে গত ছ'মাসের মধ্যে ফোন বাজে নি।

জর্জেস ভ্যালেরিকে বলল, ফোনটা ধর তো ভ্যালেরি।

ভ্যালেরি একটু অবাক হল তবুও উঠে ফোন ধরে ওপারের কথা শুনে জর্জেসকে বলল,

ইন্টারন্যাশানাল কল, তোমাকে চাইছে, ফোনের মুখ হাত চাপা দিয়ে ভ্যালেরি বলল।

বেশ তো, নামটা জিজ্ঞাসা কর তো।

ভ্যালেরি হাত তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে কথা বলছ, কোথা থেকে?·· ও ··এক সেকেণ্ড।

রিসিভারের মুখে আবার হাত চাপা দিয়ে জর্জেসকে বলল: কায়রো থেকে মঁসিয়ে মারচেল জুলিয়েন।

জর্জেস ততক্ষণে খাট থেকে নেমে এসেছিল, এখন নামটা শুনেই ভ্যালেরির হাত থেকে রিসিভারটা তুলে নিয়েই বলল:

এত রাত্রে নিশ্চয় খোশ গল্প করার জন্যে আমাকে ফোন করছ না মারচেল? স্বরে কিছু বিরক্তি।

বুঝতে পারছি তোমার কোলে একটি মেয়ে বসে আছে, মাপ কর ভাই কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী। তুমি কি কায়রোর অ্যান্টিক ডিলার রসিদ এল আমিনকে চেন?

হ্যাঁ, ব্যাস্টার্ডটাকে চিনি বই কি? কিছু গোলমাল বাধিয়েছে নাকি?

তুমি কি হালে তার সঙ্গে কোনো কারবার করেছ?

এসব তো ব্যক্তিগত কথা, তুমি কি বলতে চাইছ? ঝেড়ে কাশো।

রসিদ তার নিজের দোকানে আজ খুন হয়েছে।

তাই নাকি? ভেরি ব্যাড কিন্তু মারচেল তাতে আমার কি?

ভ্যালেরি তখন তার জিনটা উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। চেয়ারে তার জিন ছিল। জর্জেস তার ওপর বসে ফোনে কথা বলছে। জর্জেস ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ভ্যালেরি রাগ করে বারান্দায় যেয়ে রাস্তা দেখতে লাগল।

মারচেল জিজ্ঞাসা করল, রসিদকে কে খুন করতে পারে তুমি কিছু বলতে পার? কাউকে তোমার সন্দেহ হয়?

বুড়ো বাস্টার্ডটাকে তো অনেকেই খুন করতে চাইত। আমিও জানতুম বিছানায় শুয়ে মৃত্যু ওর কপালে লেখা নেই। ও একদিন খুন হবে এমন কি আমি নিজেও ওকে খুন করতে চাইতুম।

রসিদ কি কখনও তোমাকে ব্ল্যাকমেল করেছে বা করবার চেষ্টা করেছে?

শোনো মারচেল, এসব প্রশ্ন আমাকে কোরো না কারণ আমি জবাব দোবো না।

তাহলে তুমি ওকে খুন করাও নি?

করালে তোমাকে বলতে যাব কেন? বললুম তো ওসব প্রশ্ন আমাকে কোরো না, কিন্তু তোমার মতলবটা কি?

রহস্য সমাধানের চেষ্টা করছি। শোনো, রসিদের দোকানে নেফারতিতির একটা স্ট্যাচু ছিল, বাস্ট নয়, সোনার তৈরি ন্যুড। এমন যে একটা স্ট্যাচু আছে আমার জানা ছিল না, যেমন আমাদের ছিল। ফারাও প্রথম সেতির স্ট্যাচু আছে, জানতে পেরেছিলুম যখন সেই স্ট্যাচু টেকসাসে পৌঁছেছিল, সেই অয়েল কিং ওটা কিনেছে।

নেফারতিতির গোল্ডেন ন্যুড! বল কি মারচেল, আমি তো জানি নেফারতিতির একটা বাস্ট আছে। তুমি বলছ ফুল ফিগার, ঠিক বলছ তো?

ঠিকই বলছি, স্ট্যাচুর গায়ে হাইরোগ্লিফিক চিত্রলিপি তার প্রমাণ দিয়েছে, জাল নয়, জেনুইন।

রসিদ সে স্ট্যাচু পেল কোথায়?

আমি জানি না, সেটাও একটা রহস্য। এখানের সরকারী মহলও ঐ স্ট্যাচুর অস্তিত্ব জানে না। রসিদ যখন খুন হয় তখন একজন নিজের অনিচ্ছাতেও পর্দার আড়াল থেকে দেখেছিল মানে একজন অন্ততঃ বেশ জানাশোনা সাক্ষী আছে।

সেই সাক্ষী খুনীকে শনাক্ত করতে পারবে?

সাক্ষী একজন সুন্দরী যুবতী এবং একজন ইজিপ্টোলজিস্ট, তার নাম সোহিনী কার্টার, আমেরিকান, স্ট্যাচুটা সেও দেখেছে, সোহিনী এখন কায়রোতে হিলটনে আছে, সো লং জর্জিয়াস, নাও ইউ মে গো অ্যাহেড উইথ দি গার্ল।

জর্জিয়াস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সটিরিওস, সটিরিওস বলে দুবার ডাক দিল। সটিরিওস তার ভৃত্য। সে এসে দরজার সামনে দাঁড়াতেই বলল, জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ, কাল ভোরে কায়রো যাব।

ভ্যালেরি তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বলল, এই তুমি এখনও পালাও।

সাজ্জাদ জাহির যখন সোনিকে হিল্টনের সামনে ছেড়ে দিয়ে গেল তখন রাত্রি বারোটা বেজেছে। সোনিকে নামিয়ে দিয়েই জাহির চলে গেছে, এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করে নি। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে নি, সোনির জন্যে দরজাও খুলে দেয় নি। গাড়িতে আসবার সময়ে কোনো কথা বলে নি, এখনও বলল না, এমন কি গুড নাইটও বলল না।

গাড়ি থেকে নেমে সোনি বুঝতে পারল সে দেহে ও মনে ভীষণ ক্লান্ত। হিল্টনের বার খোলা আছে। সে বারে ঢুকে ককটেলের অর্ডার

দিয়ে একটা গদি আঁটা চেয়ারে বসল। উঃ আর পারা যায় না। কায়রোয় নামতে না নামতেই এত কাণ্ড, এখনও কি বাকি আছে কে জানে। তবে সে তার কাজ শেষ না করে যাবে না। যা হয় হবে, সে তার প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ না করে যাবে না।

এত ঝামেলার মধ্যে তার একটা কাজ হয়েছে, তা হল নেফারতিতির গোল্ডেন ন্যুড স্ট্যাচু আবিষ্কার। হায় সে একটা ছবি তুলে নিল না কেন?

তার একটা অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় হয়েছে। এখানকার অ্যান্টিক ডিলাররা মমির হাড় থেকে ছোট ছোট সামগ্রী তৈরি করে আসল অ্যান্টিক বলে চালায়।

নিজের ভাবে বিভোর ছিল তাই টের পায় নি। হঠাৎ চমক ভাঙল, তার সামনে উগাণ্ডার গদিচ্যুত ডিক্টেটর ইডি আমিনের মতো একটা লোক ওকে জিজ্ঞাসা করছে, মে আই জয়েন ইউ ইন এ ড্রিংক, আমি কি তোমার সঙ্গে পান করতে পারি?

সোনির খেয়াল হল ঘরে সে একমাত্র মহিলা এবং তখনও তার পরনে ইভনিং গাউন, দুই কাঁধ উন্মুক্ত। মারচেলের সঙ্গে ডিনার খেয়ে হোটেলে ফিরে সে তো পোশাক বদলাবার অবকাশ পায় নি। সে উত্তর দিল, থ্যাংক ইউ বাট আই ওয়াণ্ট টু বি অ্যালোন।

সে চলে যেতে না যেতেই আর একজন ওর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল এবং কি যেন ইঙ্গিত করল যার অর্থ সোনি বুঝল না। নাঃ এখানে বসে ককটেল পান চলবে না। নিজের ঘরে গিয়ে রুমসার্ভিসকে ফোন করে ড্রিংক আনিয়ে নেবে।

এখানে ককটেল দিতে নিষেধ করে দিয়ে সোনি তার ঘরে উঠে এল। দরজায় আগে কান চেপে ধরে ঘরের ভেতরে কোনো আওয়াজ শোনবার চেষ্টা করল। না কোনো আওয়াজ নেই। ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে সব ঘর, বাথরুম আর খাটের নিচে সব জায়গা দেখে ঘরের মাঝখানে এসে ইভনিং গাউন খুলতে যেয়ে দেখল সেন্টার টেবিলে হিল্টনের একটা খাম। খামে তার নাম লেখা।

খাম খুলে চিঠি বার করল। চিঠি নয় একটা মেসেজ। হোটেলের

রিসেপশনিস্ট লিখেছে মঁসিয়ে মারচেল জুলিয়েন নাইলভিউ হোটেল থেকে ফোন করেছেন। যত রাত্রেই আপনি ফিরুন না কেন তাঁকে ফোন একবার করবেন। তারপর লেখা আছে জরুরী। নিচে লাল দাগ।

এত রাত্রে আবার কি? সোনি তার পোশাক ছেড়ে একটা ঢিলে শার্ট পরে ব্যালকনিতে গেল। মরুভূমি থেকে শীতল হাওয়া আসছে। তার গা হাত পা শিরশির করতে লাগল।

দূরে দেখা যাচ্ছে বিশাল স্ফিংক্স অতীতের রহস্য পাহারা দিচ্ছে। পিরামিড দেখা যাচ্ছে। ঐ তো নাইল, রোডা দ্বীপটা দেখে মনে হচ্ছে একটা জাহাজ। নাইলভিউ হোটেলও দেখা যাচ্ছে, কত আলো জ্বলছে।

দেহ শীতল হতে সোনি ঘরে ফিরে এল। সাজ্জাদ জাহিরের সঙ্গে তার যেসব কথা হয়েছে সেগুলো কি মারচেলকে বলবে? অবিশ্যি জাহির কথাবার্তা গোপন রাখতে বলেছে। কে জানে বললে কি প্রতিফল হবে? সে হয়তো আরও জড়িয়ে পড়বে। মারচেল আর জাহির কি পরস্পরকে চেনে? জাহির হয়তো মারচেলকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে। যাকগে ওসব চেপে আছে।

খাটের একপাশে বসে সে অপারেটরকে বলল হোটেল নাইলভিউকে ডেকে ৮০০ নম্বর ঘরে কনেকশন দিতে। মজা হচ্ছে এই যে ইজিপ্টে বিদেশের লাইন যেখানে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পাওয়া যায় সেখানে স্থানীয় কনেকশন পেতে অন্ততঃ পনেরো মিনিট লাগে।

এই অবসরে সোনি রিসিভারটা তার গলার খাঁজে আটকে রেখে নাইলন মোজা খুলতে লাগল। বালি ও ধুলোর ভয়ে সোনি মোজা পরে রাস্তায় বেরোতে আরম্ভ করেছে।

হ্যালো, রেমি সাড়া দিল।

হ্যালো, সোহিনী কার্টার কথা বলছি, মারচেল আমাকে ফোন করতে বলেছে কেন? সে কোথায়?

একটু ধর।

সোনির মোজা খোলা হয়ে গিয়েছিল। বাইরের হাওয়া বেশ ভাল লাগছিল, শার্টের বোতামগুলো খুলে দিল। কি সুন্দর হাওয়া, শিশু যেন তার কচি হাত দিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

গুড ইভনিং সোনি, কখন ফিরলে ?

গুড ইভনিং ? আর একটা তারিখ পার হতে চলল, যাক, ফোন করতে বলেছিলে কেন ? জরুরী ব্যাপারটা কি ? এত রাত্রে না হলে কি চলছিল না ?

জরুরী ঠিক নয়, আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল যত শীঘ্র সম্ভব তোমার সঙ্গে কথা বলি, আজ সন্ধ্যাটা তোমার সঙ্গে খুব আনন্দে কেটেছে, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সোনি, আমি ধন্য।

যাক তবু তো বললে, সত্যিই কিছু জরুরী কথা নেই, সোনি বলল। এই বিদেশে একা আসার পর মারচেলকে পেয়ে তার ভালই লেগেছে তাই তার ওপর সে বিরক্ত হল না।

বুঝলে সোনি আজ তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল, তোমাকে এখনি দেখতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। কাল তুমি আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করবে। এখানে হোটেল নাইলে খুব ভাল ব্রেকফাস্ট দেয়।

মারচেলকে ভাল লাগলেও কাল সকালে তার ব্রেকফাস্টে যাবার আগ্রহ নেই। খানিকটা সময় নষ্ট করে কি লাভ ? তার চেয়ে সেই সময়টা পিরামিডের ভেতর বা কোনো মিউজিয়ম দেখে এলে তার কাজ হবে। সে এসেছে স্টাডি ট্যুরে। তাছাড়া সে মন থেকে ঠিক সাড়া পাচ্ছে না।

থ্যাংক ইউ মারচেল··

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে মারচেল বলল, তুমি তাহলে রেডি থেকো, আমি গাড়ি দিয়ে রেমিকে পাঠিয়ে দোব।

আরে শোনো শোনো, আমি আজ খুব ক্লান্ত. কাল বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে চাই।

বেশ তো, বেলাতেই ঘুম থেকে উঠে তুমি আমাকে ফোন কোরো।

দাও। কাল সকাল আটটায় গাড়ি নিয়ে আসবে। শফার সেলাম জানিয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

বাড়িতে কেউ নেই। সে একা। ভৃত্য ও পাচক বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। জাহির নিজের ঘরে ঢুকে বেশ পরিবর্তন করল। মাথার চুল আঁচড়ে একটা আরাম চেয়ারে বসল।

মন অস্থির, কিছু একটা ওলটপালট হয়েছে। চুপ করে বসে চিন্তাধারাগুলো একত্রিত করে জাহির উপলব্ধি করল সে মিস সোহিনী কার্টারের কথা ভাবছে। ঘুরে ফিরে মিস কার্টার তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে।

কি সুন্দর মুখ। হিলটন হোটেলে প্রথম দর্শনেই মিস কার্টার তার মনে রেখাপাত করেছিল। কি সাহস! অত রাত্রে বিনা প্রতিবাদে একজন অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে চলে এল। জাহির ভেবেছিল তাকে সে যা জিজ্ঞাসা করবে তা শুনে মেয়েটি হয়তো ঘাবড়ে যাবে কিন্তু তা এসে যায় নি। মিশর সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছে এবং আরও জ্ঞান অর্জনের জন্যে একাই ইজিপ্টে এসেছে। কিন্তু মিস কার্টার যা বলল তা কি সত্যি? সত্যিই কি তার সঙ্গে মারচেলের আজই আলাপ হয়েছে? অবশ্য অ্যান্টিকের প্রতি মারচেলের যত লোভ, যুবতীর প্রতিও তার তত লোভ। মিস কার্টারের মতো সুন্দরী একজন যুবতীকে কায়রোর রাস্তায় একা ঘুরতে দেখলে মারচেল যে তার সঙ্গে যেচে আলাপ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মিস কার্টারকে দেখার পর থেকেই আর একটি মুখ জাহিরের মনে উঁকিঝুঁকি মারছে। চেহারার সাদৃশ্য আছে বলে নয়, কথাবার্তা ও ভাবে-ভঙ্গিতে অনেক মিল আছে এবং সেই মেয়েটিও অ্যামেরিকান।

সাজ্জাদ জাহির তিন বছরের জন্যে হারভার্ডে পড়তে গিয়েছিল আর সেই সময়ে সে মেয়েটিকে ভালবেসেছিল। জাহির সেই একবারই প্রকৃত প্রেমে পড়েছিল। তাকে ছেড়ে অক্সফোর্ডে আসবার সময় সে তীব্র মনোবেদনা ভোগ করেছিল। সেই সুশান এলিসকে জাহির

আজও ভুলতে পারে নি। আজ মিস কার্টার, মিস কার্টার কেন? সোহিনীর মধ্যে সুশানকে দেখতে পেয়ে তার মন খুবই খারাপ হয়ে গেল। অনেক কথাই মনে পড়তে লাগল।

জাহিরের হঠাৎ খেয়াল হল সোহিনীর কথা ভাবতে ভাবতে চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এখন এক কাপ চা করে খেলে ভাল হয়। কাউকে ডাকবে না, নিজেই সে চা তৈরি করবে।

কিচেনে যেয়ে, কেটলিতে দু কাপ জল ঢেলে হিটারে জল গরম করতে দিল। টি-পট্, চিনি, দুধ সব রেডি করল। জল ফুটতে না ফুটতে টি-পটে একটু গরম জল ঢেলে টি-পট সিজন করে নিয়ে জলটা ফেলে দিয়ে টি-পটে দু চামচ পাতা চা দিল। জল একবার ফুটতেই হিটার থেকে কেটলি তুলে নিল। জল বেশি ফুটলে বুঝি চায়ের স্বাদ খারাপ হয়ে যায়। এই চা হল দার্জিলিং-এর সেরা লিফ টি ফ্লাওয়ারি অরেঞ্জ পিকো। কাপে এক চামচ চিনি ও চার চামচ মাত্র দুধ দিল। দুধ বা চিনির পরিমাণ বেশি হলে চায়ের আসল স্বাদই পাওয়া যায় না। চায়ের ব্যাপারে জাহির ভীষণ খুঁতখুঁতে। এই জন্যেই সে কারও বাড়িতে চা খায় না কারণ সে চা কখনও তেতো কখনও অতিরিক্ত মিষ্টি কিংবা জল অপেক্ষা দুধের পরিমাণই বেশি।

আরাম করে বসে বসে তারিয়ে তারিয়ে চা পান করল। চা পান করতে করতে সারাদিনের ঘটনা স্মরণ করতে লাগল। এটা তার দৈনন্দিন অভ্যাস।

কালে অফিসে পৌঁছবার কিছু পরেই তাকে টেলিফোনে একজন খবর দিয়ে ছিল মারচেল জুলিয়েন কায়রো এসে, নাইলভিউ হোটেলে আছে। লাঞ্চের পর সে আবার টেলিফোন করল, মারচেলকে একজন অ্যামেরিকান মহিলার সঙ্গে দেখা গেছে। রাত্রি ন'টার পর সেই লোকই খবর দিল মারচেল সেই অ্যামেরিকান মহিলাকে কাফে ইয়াসমিনে ডিনারে নিয়ে গেছে।

এখন সে ভাবতে লাগল মারচেল কায়রোতে কেন এসেছে? গতবারে এসে সে অনেক অ্যান্টিক কিনেছিল। গতবারে তাকে উপযুক্ত

নজরে রাখা যায় নি। কি করে যাবে? সরকারী কাজকর্ম ঢিলেঢালা ভাবে চলে। যাই হোক এবার মারচেলকে কড়া নজরে রাখতে হবে। সোহিনীর ওপর নজর রাখলেই মারচেলের ওপরও রাখা যাবে। মারচেল সোহিনীকে ছাড়বে না, আঠার মতো লেগে থাকবে।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। যে তাকে মারচেলের খবর দিয়েছিল সেই ইউসুফ সিরাইকে সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করল। ইউসুফ তখনও ঘুমোয় নি, নিজের ছ নম্বর বৌ এর সঙ্গে ঝগড়া করছিল। বৌ বুঝি সন্ধ্যার পর বেরিয়ে গেছে, এইমাত্র বাড়ি ফিরল।

এমন সময় কতার টেলিফোন এবং আদেশ। সেই হোটেলের মহিলা, মিস সোহিনী কার্টারের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখবে। আমি সব জানতে চাই সে কোথায় যায়, কি করে।

ফোনে কথা শেষ হলে ইউসুফ ভাবে তার কাজই হল কর্তার ওপর নজর রাখা কতাকে খবর সাপ্লাই করা। শুধু নিজের ছ নম্বর বৌয়ের গতিবিধির কোনো খবরই সে রাখতে পারে না।

টেলিফোনের পাশে বসে থাকতে থাকতে সাদি ঘুমিয়ে পড়েছে। বালিশে মাথা নেই, বিছানার ওপরেই মাথা রেখে বেঁকে শুয়ে আছে। কিসের যেন আওয়াজ হচ্ছে, খুব দূর থেকে শব্দটা আসছে। আস্তে আস্তে চোখ খুলল। ঘরে আলো জ্বলছে কিন্তু সে কোথায় তা অনুমান করতে পারল না।

শব্দটা থামে নি। আরে এ যে টেলিফোন বাজছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসল। চকিতে মনে পড়ল সে টেলিফোনে বেস্টনের সঙ্গে কনেকশন চেয়েছিল ডিকের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। এর সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল যে সে সম্পূর্ণ নগ্ন।

উঠে বসে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল। ডিক নিজেই ফোন ধরেছিল। সোনির কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে ডিক আহ্লাদে ফেটে পড়ল।

সে বলল, তোমার জন্যে খুব ভাবছিলুম, ভাল আছ তো? পৌঁছেই একটা তার কর নি কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?

আরে এখানে এসেই এক ঝামেলায় পড়েছি।

ঝামেলা? বিপদে পড় নি তো? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

শরীর ঠিক আছে তবে আমি যা ভেবে এসেছিলুম, এখানে এসে দেখছি এখানকার কাণ্ডকারখানা অন্যরকম।

এরপর সোনি সংক্ষেপে তার অভিজ্ঞতা বলল, এমন কি মারচেল ও সাজ্জাদ জাহিরের কথাও বলল।

সব শুনে ডিক আতঙ্কিত। সে বলল, ঢের হয়েছে সোনি, তুমি এখনি ফিরে এস, পরের ফ্লাইটেই।

আরে না না, অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে এত কষ্ট করে এলুম আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যাব? এখনও তো আমার কিছুই দেখা হয় নি, না ডিক তা হয় না। ঝামেলা তো অ্যামেরিকাতেও হতে পারে, আমি ওতে ভয় পাই না, ইজিপ্টে আসব, পিরামিড দেখব আমার কতদিনের আশা আর সেসব না দেখেই চলে যাব? আবার কি ফিরে আসার সুযোগ পাব?

ডিক অনেক অনুরোধ করল কিন্তু সোনি ফিরে যেতে কিছুতেই রাজি নয়। শেষে ডিক বলল, তাহলে আমি কায়রো যাচ্ছি।

তুমি এসে কি করবে? ওসব পাগলামো ছাড়। তোমার কোনো ভয় নেই, মাকে আমার খবরটা দিয়ো। আর একটা কথা—

এরপর আর কি কথা থাকতে পারে? ডিক বলে।

আছে, ডঃ ডগলাস হিলকে আমার খবর জানিয়ে আমাকে একবার ফোন করতে বোলো, তবে দেরি করেন না যেন।

তা আমি বলব কিন্তু তুমি আমাকে যেতে নিষেধ করছ কেন?

এই চুপ, আর ও কথা না, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। লাইন ছাড়ছি, রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি, গুড নাইট।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে সোনি খাটে শুয়ে পড়ল।

সে তখন এত ক্লান্ত আর চোখে ঘুম এমন জড়িয়ে এসেছে যে একটু পরিশ্রম করে নাইটি পরতেও ইচ্ছে হল না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। সে নিজেই যেন রাণী নেফারতিতি, সিংহাসনে বসে দেশ শাসন করছে। তার সভায় অনেক মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ে ডিক ও তার মাও রয়েছে। ডঃ ডগলাস হিলও এসেছেন। তিনি কি সব প্রশ্ন করছেন।

টেলিফোনের রিং-এর আওয়াজে শেষ রাত্রে সোনির আবার ঘুম ভেঙে গেল। সে ভাবল ডিক বুঝি আবার ফোন করছে। না ডিক নয়, ডঃ ডগলাস হিল ফোন করছেন।

ডঃ হিল বললেন, কি খবর সোহিনী? তুমি নাকি খুব বিপদে পড়েছ? সেজন্য আমাকে ফোন করতে বলেছ?

না না বিপদ কিছুই নয়, বিপদ হলে তো আমি নিজে আপনাকে ফোন করতুম। একটা ঝামেলা আর কি, ও কিছু নয়। আপনাকে আমি একটা খবর দেবার জন্যে ফোন করেছিলুম।

কি খবর?

ফারাও প্রথম সেতির স্ট্যাচু তো আপনি দেখেছেন, সেই যে যেটা টেকসাসের এক অয়েল কিং কিনেছে, যার অস্তিত্ব আমরা জানতুম না এবং প্রথমে আমরা যেটা নকল মনে করেছিলুম, মনে আছে তো?

মনে আছে বই কি? স্ট্যাচুটা কয়েক লক্ষ ডলার দিয়ে কিনেছিল টেকসাসের অয়েল কিং মেলভিন শেফার্ড, সেই স্ট্যাচুটা জেনুইন কি না আমার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন নেবার জন্যে মেলভিন আমাদের ইউস্টনে ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তা কি হয়েছে? সেইরকম আর একটা কিছু পাওয়া গেছে নাকি?

ঠিক তাই ডঃ হিল। আমরা তো জানতুম টুটানখামেনের মা সুন্দরী রাণী নেফারতিতির মাত্র একটাই মূর্তি আছে এবং সেটা আবক্ষ। কিন্তু আমি কাল নেফারতিতির আর একটা মূর্তি দেখেছি, সোনার তৈরি, ন্যুড, পুরো মূর্তি। কিছু হাইরোগ্লিফিক খোদিত আছে, তা পড়ে জেনেছি মূর্তিটা আসল।

বল কি ? সে মূর্তি কোথায় ?

দুঃখের বিষয় মূর্তিটা হাতছাড়া হয়ে গেছে, এমন কি একটা ফটো তোলবারও অবকাশ পেলুম না। তারপর সোনি সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ জানাল। তারপর সোনি বলল,

মূর্তিটা আমেরিকায় চলে যেতে পারে তাহলে আপনি হয়তো জানতে পারবেন। আচ্ছা আর একটা কথা ঐ ফারাও সেতির স্ট্যাচুতে অসিরিস-এর নাম আছে না ?

হ্যাঁ, আছে।

নেফারতিতির স্ট্যাচুতেও অসিরিস নামটা আছে।

যাইহোক আমি আরও খোঁজ-খবর রাখব, আমি এখন লুকসর যাব, কিছু হাইরোগ্লিফিক অনুবাদ করতে হবে।

ঠিক আছে, সাবধানে থাকবে।

টেলিফোনে কথা শেষ হল। ভোর হতে এখনও সময় আছে, আর একটু ঘুমনো যাক। একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে সোনি চোখ বুজল।

সোনি যখন চোখ বুজল কায়রো তখন জেগে উঠেছে। দুধের গাড়ি, রুটির গাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। পাইকারি বাজারে শোরগোল আরম্ভ হয়ে গেছে। শহরের বাইরে কলকারখানায় যারা বাসে বা ট্রেনে যায় তারাও বেরোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

সোনিও রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল। বাথরুম থেকে ব্যায়াম করল। তারপর তার সেই কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে ক্যামেরা, বেডেকার ও ন্যাগেলের গাইড বই ও টুকিটাকি অন্য জিনিস গুছিয়ে নিল। বাইরে বেরোবার পোশাক পরে রুম সারভিসকে ফোন করল তার ঘরে ব্রেকফাস্ট পাঠিয়ে দিতে।

আজ সে যাবে প্রথমে মিউজিয়মে ও তারপরে যাবে সাকারা। পিরামিড প্রথম রূপ পেয়েছিল এই সাকারাতে। এখানে কয়েকটা

স্টেপ অর্থাৎ ধাপকাটা পিরামিড আছে আর আছে মাটি ও পাথরের ছোট দুটি স্তূপ। সেখানে মিশরের দুই প্রাচীন মন্ত্রীর জীবন-ইতিহাস হাইরোগ্লিফিক অর্থাৎ চিত্রলিপিতে লেখা আছে। সোনি এই চিত্রলিপির অনুবাদ করে নিতে চায়।

মিউজিয়মে বেশ গরম হবে, সাকারায় আরও পরে যাবে তখন তো বেশ গরম হবে তাই সে হাল্কা পোশাক পরল।

ইতিমধ্যে হোটেলের নিচে মুস্তাফা এসে গেছে তার ফিয়াট গাড়িতে চেপে। এ সেই মুস্তাফা যাকে মারচেল নিযুক্ত করেছে। সোনির অজান্তে মুস্তাফা সোনির বডিগার্ডের কাজ করবে। মুস্তাফার পকেটে আছে স্টেচকিন সেমি-অটোম্যাটিক পিস্তল। এটা সে একজন কে জি বি এজেন্টের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিল। সেই এজেন্টকে হত্যা করবার জন্যে মুস্তাফাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মুস্তাফা কাজ হাসিল করে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তার পিস্তলটি তুলে নিয়ে নিজের কোমরে গুঁজেছিল।

পিস্তল ছাড়া মুস্তাফা সঙ্গে একটা দূরবীনও রেখেছে। দূর থেকেও সে সোনির ওপর নজর রাখতে পারবে।

মুস্তাফার জন্ম ডামাসকাসে। অনাথ আশ্রমে মানুষ। পরে সে ইরাকের কমাণ্ডো দলে যোগ দিয়ে লক্ষ্যভেদে হাত পাকায় তবে শেষ পর্যন্ত মুস্তাফা ইরাকে থাকতে পারল না। সে ঘুরতে ঘুরতে কায়রোতে এসে ভাড়াটে ঘাতক বনে গেল। তার একটা মস্ত গুণ, সে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সোনির জন্যে মুস্তাফা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

সোনির জন্যে আরও একজন অপেক্ষা করছিল। সে হল ইউসুফ সিবাই। ইউসুফকে সাজ্জাদ জাহির আদেশ করেছে সোনির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে।

ইউসুফও এসেছে নিজের গাড়িতে। একবার একটা দুর্ঘটনায় ইউসুফের সামনের একটা বড় দাঁতের অংশ ভেঙে দাঁতটা সরু হয়ে যায়। ইউসুফের নাকটা ছিল টিয়াপাখির মতো বাকা আর সে সর্বদা

কালো পোশাক পরত। তার এইরকম পোশাক ও চেহারার জন্যে কেউ তাকে বলত বাজপাখি, কেউ বলত রক্তচোষা বাদুড়, ভ্যাম্পায়ার।

ইউসুফ লেখাপড়া জানা লোক। সে সারাদিনের জন্যে একটা ট্যাকসি ভাড়া করেছে। ট্যাকসিতে বসে খবরের কাগজ পড়ছে আর ঘন ঘন হিলটনের গেটের দিকে চাইছে।

সোনি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নিচে নেমে এসে হোটেলের কাউন্টার থেকে তার পাসপোর্ট সংগ্রহ করল। ট্যুরিস্ট হিসেবে সোনি হোটেলে নাম লিখিয়েছিল অতএব হোটেল কর্তৃপক্ষ তাদের নিয়ম অনুসারে সোনির জন্যে একজন গাইড ঠিক করে রেখেছিল এবং সে বাবদ অর্থও আদায় করে নিয়েছিল।

সোনি প্রথমে বলেছিল তার গাইড চাই না কিন্তু পরে ভেবে দেখল সঙ্গে গাইড না থাকলে সাধারণ গাইডরা বড় বিরক্ত করে তা ছাড়া হোটেল যখন টাকা নিয়েই নিয়েছে তখন গাইড সঙ্গে থাক।

সোনির গাইডের নাম আনোয়ার সেলিম। তার বুকে একটা নম্বর সাঁটা আছে, ১১৩। সোনির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতেই গাইড সেলিম এক গাল হেসে বলল, আমি আপনার ভ্রমণ সূচী তৈরি করে রেখেছি, আমরা প্রথমে যাব পিরামিড দেখতে, সকালটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে।

সোনি বলল, মিউজিয়ম কখন খোলে? এখন খুলেছে?

হ্যাঁ, খুলেছে, সকাল আটটায় খোলে।

গুড, তাহলে আমি আগে মিউজিয়মে যাব তারপর সেখান থেকে সাকারা।

সাকারা? বেলা হয়ে যাবে, কড়া রোদ, আপনি সহ্য করতে পারবেন না মিস কার্টার।

এই আমার প্রোগ্রাম, আমি জানি তখন রোদ কড়া হবে।

অগত্যা আনোয়ার সেলিম রাজি হয়। সে একটা পুরনো ট্যাকসি ঠিক করে রেখেছিল। সোনি ও সেলিম ট্যাকসিতে উঠে বসল, ট্যাকসি

ছেড়ে দিল। ট্যাকসিটা দেখতে পুরনো হলেও এঞ্জিন খুব ভাল, গাড়ি ভালই চলছে। ভেতরের গদি শক্ত হয়ে যায় নি। সোনির অসুবিধে হচ্ছিল না।

সোনিদের ট্যাকসি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুস্তাফা লক্ষ্য করল আর একখানা ট্যাকসি সোনির ট্যাকসিকে অনুসরণ করছে। মুস্তাফাও ইতিমধ্যে তার ফিয়াটে স্টার্ট দিয়েছিল, সেও গাড়ি ছেড়ে দিল।

আগের ট্যাকসিতে ছিল ইউসুফ সিবাই। ইউসুফ সোনি ও গাইডকে দেখতে পেয়েই আগে সে তার খবরের কাগজের একদিকে গাইডের নম্বরটা লিখে নিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিতে বলল সোনির ট্যাকসি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকসির ড্রাইভারকে ইউসুফ আদেশ করল, আগের ঐ ট্যাকসিটাকে ফলো করো কিন্তু সাবধানে। ইউসুফ জানে না যে তাকে একজন ধূর্ত ক্র্যাকশট ফলো করছে।

মিউজিয়মে গাড়ি পৌঁছতে সেলিম আগে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে সোনির পাশের দরজা খুলে দিল। ট্যাকসিকে একটা গাছতলায় অপেক্ষা করতে বলে সোনিকে নিয়ে সেলিম মিউজিয়মে ঢুকল।

ইউসুফ তার পরের গাছতলায় তার ট্যাকসি দাঁড় করাল কিন্তু গাড়ি থেকে নামল না। সে সোনির ট্যাকসির নম্বরটা লিখে নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে লাগল।

মুস্তাফা মিউজিয়মের ছায়ায় একদিকে তার গাড়ি দাঁড় করাল। সে গাড়ি থেকে নেমে পায়চারি করতে করতে ইউসুফের গাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার ইউসুফের মুখটা দেখে নিল। লোকটা তার চেনা কিনা এই দেখা ছিল তার মতলব। না, চেনা লোক নয় তবে এ মুখ ও কায়রোর রাস্তায় বা কাফিখানায় দেখেছে।

মুস্তাফা মিউজিয়মের ভেতরে ঢুকল। তার ওপর নির্দেশ আছে সোনিকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতে। তাছাড়া শকুনির মতো যে লোকটাকে এইমাত্র ট্যাকসিতে দেখে এল সে লোকটা আর যাইহোক ভাল মানুষ নয়। মুখখানা যেন কি রকম!

বেশ বড় মিউজিয়ম। হলগুলি প্রশস্ত। হাঁটাচলার প্রচুর জায়গা

আছে। দর্শক অনেক এসেছে। সাদা পোশাক, মাথায় কালো টুপি গার্ডরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোন মূর্তি বা ছবি বা চিত্রলিপি বা সামগ্রী দেখতে হবে বা দেখা দরকার তা সোনির জানা আছে। সে এই মিউজিয়মের অধিকাংশ মূর্তি ইত্যাদির ফটোগ্রাফ অ্যামেরিকাতে বসেই দেখেছে। অতএব দর্শনীয়গুলির সামনে সে ঠিক দাঁড়াচ্ছে।

গাইড হয়তো বিশেষ একটা মূর্তি তাকে দেখাবার চেষ্টা করছে কিন্তু সোনি তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। গাইড মনে মনে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিন্তু মেমসায়েব হঠাৎ ঐ ভাঙা মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? ওটাতে কি দেখবার আছে? অত মনোযোগ দিয়ে ওটা তো কেউ দেখে না।

একটা ঘরে খুফুর ভাই রাহোটেপ ও খুফুর পত্নী নোফরিতিসের লাইমস্টোনের মূর্তি দেখে সোনি স্তম্ভিত। এই তিনটি মূর্তির ফটো সে দেখেছিল কিন্তু মূর্তিগুলি যে এত সুন্দর তা ফটো দেখে সে বুঝতে পারে নি।

গাইড সেলিম একটা মওকা পেয়ে একটা গালগল্প আরম্ভ করল। সোনি তাকে বলল, চুপ করো, ওসব বাজে গল্প শুনে আমার লাভ নেই।

সোনি যখন মূর্তিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে তখন তার হঠাৎ মনে হল কালো জামা পরা দাঁত উঁচু একটা লোক যেন দূরে একটা থামের আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছে। মনে হল এই পর্যন্ত, কিন্তু সোনি তখন নোফরিতিসের মূর্তি বিভোর হয়ে দেখছিল তাই সেই কালোজামা দাঁত উঁচুর প্রতি সে আর গুরুত্ব দিল না। এই সময়ে একদল ফরাসী ট্যুরিস্ট হলে ঢুকে এমন গোলমাল লাগিয়ে দিল যে সোনি বিরক্ত হয়ে সেলিমকে বলল, চল অন্য ঘরে যাই।

অন্য ঘরে যাবার সময় করিডরে সোনি আবার সেই কালো জামাকে দেখল। কালোজামা তাকেই লক্ষ্য করছে। সোনির গত দিনের ঘটনাগুলো মনে পড়ল।

কায়রোয় পা দেওয়ার পর থেকে তার পিছনে যেন শনি লেগেছে। তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কে জানে সাজ্জাদ জাহিরই হয়তো তার পিছনে ফেউ লাগিয়েছে।

সেলিম তখন সোনিকে বলছে, ম্যাডাম আমার এই মিউজিয়ম মুখস্থ, কোথায় কোন মূর্তি বা সামগ্রী বা হাইরোগ্লিফিক আছে আমি সব জানি। আমাকে আপনি এই মিউজিয়মের জীবন্ত ক্যাটলগ বলতে পারেন। আপনি যদি বিশেষ কিছু দেখতে চান তো বলুন।

এই মিউজিয়মে নেফারতিতির কোনো পূর্ণাবয়ব স্ট্যাচু আছে?

না, রাণী নেফারতিতির সেরকম কোনো স্ট্যাচু এই মিউজিয়মে নেই এবং অন্য কোনো মিউজিয়মে আছে বলে আমার জানা নেই। তবে নতুন একটা আইটেম এসেছে সেটা আপনাকে দেখাতে পারি। ওটা এখনও ক্যাটলগে ওঠে নি। চলুন ৪৭ নম্বর ঘরে যাই।

গ্রেট স্ফিংক্সের পায়ের কাছে একটা প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়েছে। তারই একটা ছাপ সবে মিউজিয়মে আনা হয়েছে। আগ্রহ সহকারে সোনি সেই ছাপ দেখল। স্পষ্ট ছাপ, চিত্রলিপি বেশ পড়া যাচ্ছে। ফারাও চতুর্থ টুথমোসিস ফারাও হবার পূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্নের বিবরণ সেই প্রস্তরখণ্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সোনি একটা নতুন জিনিস দেখল। টুথমোসিস যখন যুবক তখন একদিন শিকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে ঐ বালির স্তূপে ঘুমিয়ে পড়ে। টুথমোসিস স্বপ্ন দেখেছিল যে এক নরসিংহ মূর্তি তাকে যেন বলছে যে সে এই বালির নিচে চাপা পড়ে আছে। যুবক টুথমোসিস যদি বালি সরিয়ে তাকে উদ্ধার করতে পারে তাহলে সে মিশরের ফারাও হবে।

বালি সরিয়ে টুথমোসিস অবাক। বালি সরিয়ে সত্যিই একটি বিরাট নরসিংহ মূর্তি পাওয়া গেল, ঠিক যেমনটি সে স্বপ্নে দেখেছিল। টুথমোসিস বালির স্তূপ থেকে সেই নরসিংহ মূর্তিটি উদ্ধার করেছিল এবং সত্যিই সে একদিন মিশরের ফারাও হয়েছিল।

এই ঘটনা স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে টুথমোসিস গ্রেট স্ফিংক্সের পদতলে স্বপ্নের বিবরণ লিখে প্রস্তরলিপিটি স্থাপন করেছিল।

চল সেলিম, আজ আর এই মিউজিয়মে নয়, আমরা সাকারা যাই, মিউজিয়মে পরে আবার আসব।

সোনি গটগট করে মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠল। সেলিমও এসে ড্রাইভারের পাশে বসল। ট্যাক্সি নাইল নদের ধার দিয়ে চলল হু-হু করে। হাওয়া গরম হয়ে উঠছে।

আনোয়ার সেলিম নিজের বিদ্যে জাহির করবার জন্যে গল্প জমাবার চেষ্টা করল। দ্বিতীয় রামসেস মোজেসকে কি বলেছিল সেই গল্প আরম্ভ করল। কিন্তু সোনি এবারও তাকে থামিয়ে দিল। অতএব দুজনেই গাড়ির মধ্যে চুপচাপ বসে রইল।

সোনি বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগল। নদীটা এখন কি সুন্দর দেখাচ্ছে, কত রকম রং খেলা করছে নদীর বুকে, পালতোলা নৌকো-গুলো দেখতে কি সুন্দর, সূর্যকিরণ পড়ে জলকে মনে হচ্ছে লক্ষবাতির আলো ঝিকমিক করছে। কোথাও তুলোর ক্ষেত, কোথাও খেজুর ক্ষেত। সোনির বেশ ভাল লাগছিল।

ইউসুফ আছে পিছনে, পঞ্চাশ গজ তফাৎ রেখে সে চলছে কিন্তু মুস্তাফা আছে আরও পিছনে। মাঝে মাঝে সে দূরবীন লাগিয়ে দেখছে সোহিনী কার্টারের গাড়ি কতদূর গেল। কিন্তু লেডির পিছনের ট্যাকসিতে লোকটা কে? দেখে তো মনে হয় ইউনিভারসিটির ছাত্র কিন্তু মুখখানা কি বিশ্রী। ওকে কে পাঠিয়েছে? মুখ দেখে মানুষের ভেতরটাও অনেক সময় বোঝা যায়। এই লোকটার মতলব ভাল নয়। সাকারায় ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নির্জনে লোকটা সোহিনী কার্টারকে আক্রমণ করতে পারে।

রাস্তার দু'দিকের দৃশ্য হঠাৎ পালটে গেল। দুদিকে খেজুর গাছের বাগান। শত শত হাজার হাজার গাছ। বাগানের মাঝখান দিয়ে সেচের জন্য মাঝে মাঝে সরু সরু খাল, জায়গাটা অনেকটা শীতল। রোদের প্রখরতা গা জ্বালিয়ে দিচ্ছে না।

গাড়িগুলো এসে একটা ছোট গ্রামে থামল। কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ল, বেশ বড় স্ফিংক্সের একটা মূর্তি, দ্বিতীয়

রামেসিসের মস্ত বড় লাইমস্টোনের একটা স্ট্যাচু কাত হয়ে পড়ে আছে এবং আরও কত ধ্বংসাবশেষ। একধারে একটা ছোট রেস্তরাঁও চোখে পড়ল।

গাড়ি থেকে নামবার পর আনোয়ার সেলিম বলল, এই হল সেই ঐতিহাসিক মেমফিস শহর।

সোনি বলল, আসলে এর নাম মেনোফার, মেমফিস নাম তো গ্রীকরা অনেক পরে দিয়েছিল, চল গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া যাক, আমি অরেঞ্জিনা খাব, তুমি কি কফি খাবে?

থ্যাংস, কফি খাব।

সোনির খুব ভাল লাগছে। এখন তো কিছুই নেই তবুও যেটুকু এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে তাই দিয়েই বোঝা যাচ্ছে কি বিশাল ছিল একদা এই রাজধানী।

ইউসুফ গাড়ি থেকে নেমে একটু দূরে যেয়ে এক কাপ কফি নিয়ে সোনির ওপর নজর রাখতে লাগল। মুস্তাফা আরও দূরে, গাড়ি থেকে নামে নি। সে যেন দূরবীন লাগিয়ে ধ্বংসাবশেষ দেখছে কিন্তু আসল লক্ষ্য ইউসুফ।

একপাল ছোঁড়া কয়েকটা অ্যান্টিক নিয়ে সোনিকে ঘিরে ধরল। সেলিম ও ট্যাকসি ড্রাইভার তাদের তাড়িয়ে দিল।

অরেঞ্জিনা এল কিন্তু খাবে কি? সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মাছি এসে গেলাসের কানায়, সোনির মুখে, ঠোঁটে বসতে লাগল। বেচারি তিন চার চুমুক মাত্র খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখল। যারা কফি খাচ্ছে তাদেরও মাছি বিরক্ত করছে কিন্তু ওরা গ্রাহ্য করল না।

সোনি রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে লজেন্স ছিল তাই একটা গালে ফেলে ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেল। মোটামুটিভাবে দেখতে পেলেও একদিনে কিছুই দেখা যায় না তবুও বাছা বাছা কয়েকটা বস্তু দেখে এসে সোনি একটা সিগারেট ধরিয়ে সেলিমকে বলল, চল।

কোথায় যাবেন? সেলিম বলে, আপনার তো আসল জিনিসই

দেখা হয় নি। আপনি যেদিকে গিয়েছিলেন সেদিকে কিছুই নেই, আমার সঙ্গে আসুন আপনাকে মাস্তাবা দেখাই। এই মাস্তাবা থেকেই তো স্টেপ পিরামিডের ধারণা জন্মাল, তারপর তা থেকে হল বড় পিরামিড।

আমি তো কিছু দেখতে পাইনি, সোনি বলে।

আপনি যে উলটো দিকে গিয়েছিলেন, আসুন।

সোনি তখন সেলিমকে অনুসরণ করে। সেলিম সোনিকে মাস্তাবা দেখায়। মাস্তাবা যেন বাড়ির সামনে বসবার রক। এই মাস্তাবার ওপর আর একটা মাস্তাবা তুলে কয়েক ধাপ সিঁড়ির মতো উঁচু মাস্তাবা তৈরি হত। আর তা থেকেই স্টেপ পিরামিডের ধারণা জন্মাল।

সেলিম তাকে একটা স্টেপ পিরামিড দেখিয়ে বলে, এই দেখুন মানুষের নিজের হাতে তৈরি প্রথম ইঁটের গাঁথনি। এরই কাছে পাওয়া গিয়েছিল তৃতীয় রাজবংশের ফারাও জোসাবের ভগ্ন এক মূর্তি। সেখানে যে চিত্রলিপি পাওয়া গিয়েছিল তাতে জোসারের মন্ত্রী সর্ববিদ্যাবিশারদ ইমহোটেপেরও নাম পাওয়া গিয়েছিল।

এইসব ইতিহাস সোনির মুখস্থ। সেই ইতিহাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখে সোনির শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল। সে যেন তিন হাজার বছর পূর্বে সেই প্রাচীন যুগে ফিরে গেল। যতগুলো পারল সোনি ফটো তুলে নিল।

সেলিম বলল, এখনও বাকি আছে। মাটির নিচে অনেক প্রকোষ্ঠ আছে, চলুন সেগুলো দেখিয়ে আনি। ঐসব প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে এখনও কিছু ভাস্কর্য, দেওয়ালে খোদিত ছবি আর চিত্রলিপি আছে। সেগুলো দেখবেন চলুন।

সোনি এই মাটির নিচে প্রকোষ্ঠগুলির বিষয়ে বেশ মোটা একখানা বই পড়েছে। কি আছে তাও সে জানে। না দেখলেও চলত তবুও যখন এসেছে তখন না দেখে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

ভেতরে আলোর এবং হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

প্রকোষ্ঠগুলো বেশ বড়, ঘোরাফেরার অসুবিধে হয় না। কয়েকটা দ্বিতল প্রকোষ্ঠও রয়েছে।

ওদিকে মুস্তাফা কিন্তু নজর রাখছে। সেই কালো কোট পরা শকুনিটাও মাটির নিচে গ্যালারিতে প্রবেশ করল। সোহিনী কার্টার, তার ১১৩ নম্বর গাইড, কালো শকুনি এবং সে ছাড়া নিচে গ্যালারিতে তখন আর কোনো লোক নেই।

মুস্তাফার সন্দেহ হল কালো শকুনি নিশ্চয় একটা ঝুঁকি নেবে। নির্জন ও প্রায়ান্ধকার কোনো একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে সে নিশ্চয় সোহিনী কার্টারকে গুলি করবে, নয়তো ছোরা বসাবে।

মুস্তাফাও গ্যালারির মধ্যে ঢুকে পড়ল তারপর এক ফাঁকে সে তার রিভলভারে সাইলেনসারটা লাগিয়ে নিয়ে পকেটে ভরে হাত দিয়ে টিপে ধরে রইল।

মুস্তাফা লক্ষ্য করল কালো শকুনি সোহিনী কার্টারের আগে আগে যাচ্ছে আর মুস্তাফা নিজে সর্বদা সোহিনীদের পিছনে আছে।

সোহিনীরা একটা লম্বা দ্বিতল গ্যালারির সামনে এসে দাঁড়াল। ওপরের গ্যালারিতে ওঠবার কাঠের সিঁড়ি আছে। ওপরে কিছু দ্রষ্টব্যও আছে।

সোনি ওপরে উঠবে কিন্তু হঠাৎ সেই কালো শকুনি এসে দ্রুত সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। মুস্তাফার সন্দেহ হল এইবার ওপর থেকে নিশ্চয় কালো শকুনি সোহিনী কার্টারকে গুলি করবে।

সোহিনী তখন সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করছে, দু ধাপ উঠেছেও। কালো শকুনি সোহিনীকে ঝুঁকে দেখে পকেটে হাত দিল আর সেই মুহূর্তে মুস্তাফার রিভলভারের বুলেট তার মাথা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল। কালো শকুনি আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে সোনির ওপর পড়ল। সোনিও নিচে পড়ে গেল।

সেলিম হতভম্ব। কে গুলি করেছে জানতেই পারল না এবং

জানবার আগেই সমস্ত গ্যালারি অন্ধকার হয়ে গেল। মুস্তাফা তার কেটে দিয়েছে।

নিজের আর সাটিরিওসের জন্যে জর্জেস ভাসিরিস আর এক রাউণ্ড স্কচ হুইসকির অর্ডার দিল। ওরা দুজন কায়রোতে হোটেল নাইলভিউ-এর একটা বারে বসে সুরা পান করতে করতে মারচেল জুলিয়েনের জন্যে অপেক্ষা করছিল।

বিরক্ত হয়ে জর্জেস বলল, ফরাসীটা কি? ফোন করতেই বলল আমি এখনি নামছি, তারপর কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেল, নামবার নাম নেই।

সঙ্গী সাটিরিওস কোনো জবাব দিল না। সে কিছুই জানে না। তাকে সঙ্গে আসতে বলা হয়েছে সে এসেছে। সে কোনো উত্তর না দিয়ে নিজের মোটা ভুরুতে হাত বুলোতে লাগল। সাটিরিওস মাঝে মাঝে ভাবে তার ভুরুর চুলগুলো যদি তার টাকের ওপর বুনে দেওয়া যেত তাহলে বেশ হত।

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। একটা অ্যাটাচি-কেস হাতে নীল রঙের একটা কোট গায়ে দিয়ে প্রবেশ করল। সঙ্গে রোমিও এসেছে।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করল, কুশল সংবাদ বিনিময় করল তারপরে সকলেই বসল।

জর্জেস জিজ্ঞাসা করল বুড়ো রসিদের কাগজপত্তর কোথায়? কি চিঠি আছে বলেছিলে যেন? আমি লিখেছি?

ব্যস্ত হয়ো না, সব বলছি কিন্তু একটা কথা বল তো ব্রাদার, তুমি কি রসিদকে খুন করেছ?

কি সব যা তা বলছ? আমি তাকে খুন করলে এখানে আসব কেন? আমার মাথা কি এতই খারাপ হয়েছে? জর্জেস সিগারেট বার করে প্রত্যেককে অফার করে নিজে একটা ধরাল। সিগারেটের প্যাকেটের ওপর হাওয়াই দ্বীপের ঘাসের স্কার্ট পরা মালা গলায় হুলা নর্তকীর ছবি।

মারচেল জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি হাওয়াই দ্বীপ যাও নাকি ?

জর্জেস বলল, আমি ট্র্যাভেল এজেন্ট, আমার পক্ষে হাওয়াই আইল্যাণ্ডের সিগারেট সংগ্রহ করা কঠিন নয়। ওসব বাজে কথা রাখ, কাজের কথা আরম্ভ কর। প্লেন জার্নিটা মোটেই আরামের হয় নি।

মারচেল বলল, আমিও মনে করি তুমি রসিদকে খুন করনি কিন্তু বলা মাত্রই তুমি সঙ্গে সঙ্গে পরের ফ্লাইটে চলে এলে এটাও আমার কাছে সন্দেহজনক এবং আমি শুনেছি রসিদকে যারা খুন করেছে তারা কায়রোর মানুষ নয়।

অতএব তারা এথেন্স থেকে এসেছে, তোমার যুক্তি তো ভারি চমৎকার। রোমি তুমি এই লোকটার সঙ্গে কি করে কাজ কর ? ভেরি সরি, মারচেল তোমাকে হতাশ করতে হচ্ছে। রসিদের খুনীকে তোমাকে অন্যত্র খোঁজ করতে হবে।

তাহলে কে খুন করেছে ? তুমি কিছু বলতে পার ? নেফারতিতির গোল্ডেন ন্যুড কোথায় তুমি বলতে পার ? কোনো ধারণা আছে ?

দুঃখের বিষয় আমার জানা নেই, জর্জেস বলল।

কিন্তু স্ট্যাচুটা আমার চাই, মারচেল বলল, যেভাবেই হোক চাই।

যদি কখনও সন্ধান পাই তোমাকে জানাতে পারি, জর্জেস বলে।

কিন্তু তুমি আমাকে ফারাও প্রথম সেতির স্ট্যাচুটা দেখাও নি। ওটা অ্যামেরিকার ইউস্টনে চলে গেল অথচ তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে যে স্ট্যাচুটা আমাকে দেখাবে।

সেজন্যে আমি দুঃখিত কিন্তু টেকসাসের সেই অয়েল কিং জেফ্রি রাইস স্ট্যাচুটা আমার কাছ থেকে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল। সে যা হবার হয়ে গেছে কিন্তু ভাই তোমাকে বলে দিচ্ছি রসিদ হত্যার সঙ্গে আমাকে জড়িও না। তুমি তো ওর ঘর, দোকান, কাগজপত্র সব দেখেছ, কিছু সূত্র কি পাওনি ?

মারচেল জবাব না দিয়ে অ্যাটাচিকেস খুলে সব চিঠি ও অন্যান্য

কাগজপত্র বার করে বলল, এই তো, এই সব পেয়েছি। ওর দোকানও যতদূর সম্ভব খুঁজেছি, ওকে যে কে খুন করল তাও যেমন জানতে পারি নি তেমনি নেফারতিতি স্ট্যাচু কোথাও গেল তাও জানতে পারি নি। তবে আমার বিশ্বাস সে মূর্তি এখনও ইজিপ্টের বাইরে যেতে পারে নি।

জর্জেস কাগজপত্তরগুলো দেখতে দেখতে মারচেলের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সে বলল, অমন একটা দারুণ মূর্তি ইজিপ্টের বাইরে বেরোলে আমিও খবর পেতুম। আমার কোনো না কোনো এজেন্ট আমাকে খবর দিত কিন্তু ঐ অ্যামেরিকান মেয়েটা এখানে কি করছে? আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

হিলটন হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করতে পার তবে সে যেন খুব ভয়ে ভয়ে আছে, তাকে সাবধানে নাড়াচাড়া কোরো। নেফারতিতির মূর্তিটা সে দেখেছে, সে হয়তো আরও কিছু জানতে পারে।

জর্জেস বলল, নেফারতিতির স্ট্যাচুতে আমার আগ্রহ নেই, আমি তার সঙ্গে একটু আলাপ করে রাখতে চাই। কোনো মেয়ে ইজিপ্টোলজিস্টের নাম আমি শুনিনি। ভবিষ্যতে ওর মারফৎ আমি হয়তো ব্যবসা করতে পারি। তুমি রসিদের বিষয় কতটুকু জান?

বেশি কিছু নয়, ওর বাড়ি লুকসরে। ওখানেই থাকত, লুকসরে ওর ছেলের অ্যান্টিক শপ আছে। ও কয়েক মাস হল কায়রোতে এসে দোকান খুলেছিল।

তুমি ওর ছেলের কাছে গিয়েছিলে? জর্জেস জিজ্ঞাসা করল।

মারচেল উঠে পড়ল। কাগজপত্তরগুলো গুছিয়ে অ্যাটাচিকেসে ভরতে ভরতে বলল, না, আমি ওর ছেলের সঙ্গে দেখা করিনি। যাই হোক জর্জেস, তুমি যদি নেফারতিতির মূর্তির কোনো খবর পাও আমাকে নিশ্চয় জানাবে। আচ্ছা, আজ এই পর্যন্ত।

হোটেলে নিজের ঘরে এসে রেমিকে মারচেল বলল, তুমি মুস্তাফাকে ডেকে জর্জেসকে চিনিয়ে দিয়ে বল যে জর্জেস যখন সোহিনীর সঙ্গে দেখা করবে তখন মুস্তাফা যেন বিশেষভাবে নজর

রাখে। জর্জেসকে আমি বিশ্বাস করি না, ও সোহিনী কার্টারের ক্ষতি করতে পারে।

ছোট ঘরখানা ভীষণ গরম। সোহিনীর পাতলা জামা ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। ঘরে একখানা পাখা ঘুরছে বটে কিন্তু হাওয়া অপেক্ষা তার আওয়াজ বেশি।

সাকারা থানার একটা ঘর। সাদা দেওয়ালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের ছবিওয়ালা একখানা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। একটা কাঠের টুলের ওপর সোনি বসে আছে। তার সামনে রয়েছে একটা লোহার টেবিল ও চেয়ার কিন্তু কোনো মানুষ নেই।

মাটির তলার গ্যালারিতে কি যে ঘটে গেল তা সোনি এখনও বুঝতে পারে নি। একটা মানুষ তার দেহের ওপর পড়ে গিয়েছিল এবং রক্তে তার জামা অনেকটা ভিজে গিয়েছিল। লোকটা তার দেহের ওপর পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। দুটো হাঁটুই ছড়ে গেছে। এখনও তার মাথা ঝিমঝিম করছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ আগে একজন পুলিস ইন্সপেক্টর এসেছিল। সে পেন্সিল দিয়ে কয়েকটা ছোট বড় ফরম ভর্তি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সে আবার ফিরে এল। সে মোটামুটি ইংরেজি জানে, কথা বলার চেয়ে হাত পা নাড়ে বেশি। কোমরে একটা পিস্তল গোঁজা রয়েছে। কথাবার্তা ভাল নয়। সে সোনিকে একজন অপরাধী সাব্যস্ত করেছে। সে নাকি কিছু প্রমাণ পেয়েছে। গ্যালারিতে লোকটাকে খুন করবার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিল।

পুলিস ইন্সপেক্টরের মতে এই অ্যামেরিকান মেমসাহেব লোকটাকে ভুলিয়ে মাটির নিচে গ্যালারিতে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে লোকটাকে অ্যামেরিকান মেমসায়েবের অনুচর গুলি করে হত্যা করে।

কিন্তু আরও একজন পুলিস ইন্সপেক্টরও তদন্ত করছে। তার মতে এই খুনের সঙ্গে মেমসায়েব জড়িত নয়। এই নিয়ে দুই পুলিস

ইন্সপেক্টরের ভীষণ তর্ক হয়ে গেছে। সোনির সন্দেহ হল দুজনে বুঝি মারামারি করবে।

পুলিস সোনির পাসপোর্টখানা নিয়ে নিয়েছে আগেই, তারপর তাকে থানায় আনা হয়েছে। সে অনেকবার বলেছিল তাকে কায়রোতে অ্যামেরিকান এমব্যাসিতে ফোন করতে দেওয়া হোক কিন্তু পুলিস এখনও ওকে ফোন করতে দেয় নি।

সোনির মনে পড়ল মারচেলের কথা। রসিদ খুন হবার পর সোনি যখন থানায় যেতে চেয়েছিল তখন মারচেল বাধা দিয়ে বলেছিল, পুলিসের কাছে যেয়ে লাভ তো হবেই না উল্টে পুলিস তোমাকে নাজেহাল করে ছাড়বে। মারচেল ঠিকই বলেছিল দেখা যাচ্ছে। কায়রোতে থানায় গেলে নানা ঝামেলা।

পুলিস ইন্সপেক্টর সোনিকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে ইশারা করল। বেশ খানিকটা দূরে একটা পুলিস ভ্যান দাঁড়িয়েছিল। পথ চলতে চলতে ইন্সপেক্টরের কাছে সোনি তার পাসপোর্ট ফেরত চাইল। ইন্সপেক্টর কোনো জবাব দিল না। ইন্সপেক্টর সোনিকে তাড়াতাড়ি ভ্যানে উঠতে বলল।

সকলে গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল। ভেতরে ভীষণ গরম। বসতে না বসতে সোনি তার গাইড আনোয়ার সেলিমকে দেখতে পেল, তার মনে সাহস ফিরে এল। সেলিম কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সেলিম বেশ বিরক্ত। পরমুহূর্তে সোনিকে উদ্দেশ করে বলল, আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলুম তুমি ঝামেলা বাধাবে।

আমি ঝামেলা বাধাব? কি বলছ সেলিম?

সোনি লক্ষ্য করল সেলিমের হাতে হাতকড়া। সে সোনিকে বলল, মিউজিয়মে তোমার ধরনধারণ দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছিল তুমি কিছু একটা মতলব ভাঁজছ, আমি পুলিসকে সে-কথা বলব। তোমরা অ্যামেরিকানরা আমাদের বিপদে ফেলার চেষ্টা কর।

আমি? সোনি আর কিছু বলতে পারল না। ভয়ে তার মুখ

শুকিয়ে গেল। রসিদের খুন পুলিসকে বললেই ভাল হতো। সেই ঝামেলাই তো হল, না হয় আগেই ঝামেলা হল।

সাকারা থানা থেকে ভ্যানে চাপিয়ে ওদের কায়রো শহরে বড় থানায় নিয়ে যাওয়া হল। এটা নাকি জেনারেল সিকিউরিটি পুলিস বিল্ডিং। সোনি ও সেলিমকে আলাদা আলাদা ঘরে নিয়ে যেয়ে তাদের ফটো তোলা হল ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হল। তারপর একজন সার্জেন্ট সোনিকে একটা বড় ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরে টেবিলের ওধারে বসে সাদা ইউনিফর্ম পরে একজন অফিসার একটা রিপোর্ট পড়ছিল। সার্জেন্ট অফিসারকে স্যালুট করে সোনিকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল। অফিসার এক মনে রিপোর্ট পড়তে লাগল, মুখ তুলে দেখলও না। সোনি দেখল টেবিলের ওপর তার পাসপোর্টখানা এবং একপাশে তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটাও রয়েছে। সে ভেবেছিল ব্যাগটা বুঝি হারিয়েই গেছে।

রিপোর্ট পড়া শেষ করে অফিসার মুখ তুলে বলল, আপনার নাম মিস সোহিনী কার্টার?

হ্যাঁ, আমার নাম।

বসুন।

অফিসার সোনির পাসপোর্টখানা তুলে নিয়ে ফটোর সঙ্গে সোনিকে মিলিয়ে দেখে পাসপোর্টখানা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল, আমার নাম লেফটেনান্ট গামাল। সাকারাতে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কি হয়েছিল?

সোনি ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ দেবার পর গামাল জিজ্ঞাসা করল, যে লোকটা খুন হয়েছে তাকে আপনি চেনেন বা দেখেছেন?

তাকে আমি চিনি না তবে ওকে আমি কায়রো মিউজিয়মে ও সাকারাতে একটা রেস্তারাঁয় দেখেছি।

লোকটার নাম বা পরিচয় জান?

কি করে জানব?

তার নাম ইউসুফ সিবাই, শুনেছি তাকেও গামাল বলে ডাকা

হয়। সে মিশর সরকারের অ্যান্টিক ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী। আচ্ছা আপনার এই ব্যাগটা নিন, ভাল করে দেখুন কোনো জিনিস খোয়া গেছে কি না।

সোনি ব্যাগটা হাতে নিয়ে দেখল তার ক্যামেরা, গাইড বই এমন কি টাকা-পয়সাও সব ঠিক আছে। সে যখন ব্যাগ দেখছিল তখন অফিসার তার পাসপোর্টখানাও ফিরিয়ে দিল।

থ্যাঙ্ক ইউ, আমার সব জিনিস ঠিক আছে, কিছুই খোয়া যায় নি, সোনি বলল।

আপনি কি একজন ইজিপ্টোলজিস্ট ?

হ্যাঁ, আপনাদের অ্যান্টিক ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর মিঃ সাজ্জাদ জাহিরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অফিসার সোনিকে কিছু না বলে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করে বোধহয় সন্তুষ্ট হল যে হত্যাকাণ্ডটির সঙ্গে সোনি বা তার গাইড জড়িত নয়। সোনিও অনুমান করল সে এতক্ষণে বিপন্মুক্ত।

অফিসার রিপোর্টের ওপর কিছু নোট লিখে রবার স্ট্যাম্প মেরে সই করে মুখ তুলে সোনিকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি মিঃ জাহিরের সঙ্গে দেখা করতে চান, এখন ?

হ্যাঁ, এখনই আমি দেখা করতে চাই।

অফিসার উত্তর না দিয়ে টেলিফোন তুলে নিয়ে খুব আস্তে আরবীতে কারও সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপর রাখা বেল বাজাতে সেই সার্জেন্ট ঘরে ঢুকে স্যালুট করল।

অফিসার আরবী ভাষায় তাকে কিছু নির্দেশ দিল। সার্জেন্ট সোনিকে অনুসরণ করতে বলল। সোনির মুখে হাসি ফুটল। এতক্ষণে সে তাহলে মুক্ত।

সেদিন সাজ্জাদ জাহিরের সঙ্গে সোনি যখন এই বাড়িতে এসেছিল তখন ছিল রাত্রিবেলা। সমস্ত বাড়িটাই ছিল নির্জন কিন্তু এখনও

অফিস চলছে, লোক গিজগিজ করছে। লেফটেনাণ্ট গামাল ভদ্রতা করে সোনির সঙ্গে একজন লোক দিয়েছিল। সেই লোকই অ্যান্টিকুইটি ডিপার্টমেণ্টে সাজ্জাদ জাহিরের অফিসের সামনে ওকে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সোনি জাহিরের চেম্বারে ঢুকে দেখল জাহির তার বসবার চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। নাইলের এক অংশ দেখা যাচ্ছে। মুখ বেশ গম্ভীর।

সোনি করিডর দিয়ে হেঁটে আসবার সময় ভাবতে ভাবতে আসছিল যে সে জাহিরের ঘরে ঢুকে তাকে তার সমস্যার কথা বলে, সারাদিনে যা ঘটেছে তার বিবরণ দিয়ে সে জাহিরের সাহায্য চাইবে। কিন্তু ঘরে ঢুকে জাহিরকে দেখে সে যেন ঘাবড়ে গেল। জাহিরের মুখ দেখে তার মনে হল হঠাৎ সবকিছু বলে ফেলা ঠিক হবে না।

জাহিরের মুখ গম্ভীর এবং সে অন্যমনস্কভাবে মাথায় হাত বোলাচ্ছিল। সে যে কোন্ দিকে চেয়ে আছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

সোনি ঘরে ঢুকে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, জাহির তা বুঝতেও পেরেছে কিন্তু কথা বলছে না। এইভাবে কয়েক সেকেণ্ড কাটল। জাহির কথা বলছে না দেখে সোনিই নীরবতা ভঙ্গ করল। সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার শরীর ভাল আছে তো? সোনির কণ্ঠে আন্তরিকতার সুর।

হ্যাঁ, ভালই তো আছি। আমার তো কিছুই হয় নি, তবে এই বিভাগ চালাতে এত রকম ঝামেলা জানলে আমি এই চাকরি নিতুম না।

জাহির যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে কথাগুলো বলল। কথা বলতে বলতে চেয়ারে বসে পড়ল কিন্তু সোনিকে বসতে বলল না। তারপর হঠাৎ যেন সে সোনির অস্তিত্ব টের পেয়ে বলল, আই অ্যাম সরি, বোসো সাকারায় যা ঘটেছে তা আমাকে পুলিস জানিয়েছে কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

সোনি সবই বলল। কিছুই লুকলো না। জাহির মাঝে মাঝে

সোনির কথা থামিয়ে তাকে প্রশ্ন করছিল। সোনির কথা শেষ হলে সে বলল, যে লোকটিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সে আমার দফতরের একজন কর্মী এবং একজন ভাল কর্মীই ছিল। তার মৃত্যুতে আমি খুব ব্যথা পেয়েছি।

সোনি বলল, আমি তো বুঝতে পারছি না আমার উপস্থিতিতে লোকটিকে কেন হত্যা করা হল? আমি কি হত্যাকারীর লক্ষ্য ছিলুম? গুলি ফসকে তোমার কর্মীর গায়ে লেগেছে?

তুমি লক্ষ্য ছিলে এমন মনে করার তোমার কারণ কি?

কারণ আছে এবং সেটা কাল রাত্রেই তোমাকে আমার বলা উচিত ছিল। কায়রোতে এসে পর্যন্ত আমাকে বেশ বিপদে পড়তে হচ্ছে। আমার চোখের সামনে আর একটা হত্যা হয়েছে।

আর একটা হত্যা হয়েছে? বল কি? কোথায়?

অ্যান্টিকা রসিদ-এ যা ঘটেছিল, রসিদ কিভাবে খুন হল এবং নেফারতিতি স্ট্যাচু অপহৃত হল এসবই সোনি বলল। নিশ্বাস বন্ধ করে চেয়ারে সোজা হয়ে বসে জাহির সব শুনল। সোনির কথা শেষ হতেই তাকে জিজ্ঞাসা করল তুমি কি হত্যাকারীদের মুখ দেখেছিলে?

জাহির রীতিমতো উত্তেজিত। এত উত্তেজিত কেন সোনি বুঝতে পারল না। সে উত্তরে বলল, দু'জনের মুখ আমি দেখেছি, হয়তো শনাক্ত করতেও পারি কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তির মুখ আমি দেখতে পাইনি। আমি কি আমাদের এমব্যাসির সঙ্গে কথা বলতে পারি?

তুমি যা বললে আমি সে বিষয়ে খোঁজ নেব তবে তুমি তোমার হোটেলে ফিরে যেয়ে যার সঙ্গে ইচ্ছে কথা বলতে পার কিন্তু তার দরকার নেই।

হোটেলে ফিরে যেয়ে মানে তোমরা তাহলে আমাকে আটকে রাখছ, না? আমার খুব ভয় হচ্ছে।

না, না, তোমাকে আটকে রাখব কেন? তোমার কিছু চিন্তা নেই, ভয়েরও কিছু নেই।

আমি কি কালই ইজিপ্ট ছেড়ে চলে যেতে পারি? আমি যা

কাজ করব বলে ভেবে এখানে এসেছিলুম তার তো কিছু হচ্ছে না, পদে পদে বিপদে পড়ছি।

না মিস কার্টার, তুমি এখন ইজিপ্ট ছেড়ে যেতে পারবে না, তবে তুমি তোমার কাজকর্ম করতে পার। তবে আশা করছি তুমি শিগগির এদেশ ছাড়ার অনুমতি পাবে। ওসব কথা এখন থাক, তুমি কি আজ রাত্রে ডিনার খাবে মিস কার্টার? আমি তোমাকে জানাতে চাই কায়রো তুমি যত খারাপ মনে করছ অত খারাপ নয় এবং আমরা রীতিমতো অতিথি বৎসল।

দুঃখিত মিঃ জাহির, আজ রাত্রে মারচেল জুলিয়েনের সঙ্গে আমার ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ আছে।

তাই বুঝি, ঠিক আছে মিস কার্টার, আর একদিন হবে এখন তবে তোমার যেসব অসুবিধা ঘটেছে তার জন্যে আমি আমার সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইছি। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব এবং তোমার কোনো দরকার হলে আমাকে জানাবে।

জাহির সোনির সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বলল, বাইরে আমাদের লোক অপেক্ষা করছে, সে তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছে দেবে।

সোনি ঘর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাজ্জাদ জাহির তার সহকারী এহসান আলিকে নিজে ঘরে ডাকল। ওদিকে সোনি হোটেলে ফিরতে ফিরতে ভাবতে লাগল, তখন জাহির অত বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন? রসিদের দোকানে হত্যাকারী দলের দু'জনকে সে হয়তো চিনতে পারলেও পারে, এ তো সাধারণ প্রশ্ন, এতে অত বেশি উত্তেজিত হবার কি আছে? সোনি ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। তবে কি জাহির এই হত্যাকাণ্ড আশঙ্কা করছিল?

এহসান আলি চাকরির দিক দিয়ে সাজ্জাদ জাহিরের চেয়েও অনেক দিনের সিনিয়র কিন্তু জাহিরের যোগ্যতা অনেক বেশি। তাই বয়সে ছোট হলেও সাজ্জাদ জাহির ডিরেক্টর। এ নিয়ে এহসানের কোনো অভিযোগ নেই, সে মেনে নিয়েছে।

এহসানকে সাজ্জাদ বলল, বেচারা গামাল, দু'বছর হল বিয়ে

করেছিল। একটা বাচ্চাও আছে বুঝি, ওর জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ওকে কে খুন করল আর কেনই বা করল? সোহিনী কার্টারকে অনুসরণ করছে বলে নাকি সোহিনী কার্টারই ছিল লক্ষ্য?

এহসান বলল, আমার তো মনে হয় না। মিস কার্টারকে খুন করতে চাইলে আগেই খুন করতে পারত, অনেক সুযোগ ছিল। আততায়ীর টারগেট ছিল গামাল কিন্তু কেন তা আমি বলতে পারি না।

জাহির বলল, সাকারাতে কি কেউ কোনো কবরের সন্ধান পেয়েছে যার মধ্যে পুরাকীর্তি আছে এবং সেই খবরটা কি গামাল আজই জানতে পেরেছিল? যাতে সে সেই গুপ্ত কবরের অস্তিত্ব প্রকাশ করে না দেয়, সেজন্যে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দস্যুরা তাকে হত্যা করল? তুমি তো মারচেল জুলিয়ানকে জান। সে কায়রোতে বড় একটা আসে না কিন্তু যখনি আসে তখনি একটা কাণ্ড ঘটে। রসিদ খুন সম্বন্ধে পুলিস কি বলে?

বিশেষ কিছু নয়। লোকটা হঠাৎ ধনী হয়ে যায়। কোনো এক সূত্র থেকে ওর হাতে প্রচুর টাকা এসে গিয়েছিল। ওর দোকান তো ছিল লুকসরে। সেখান থেকে ও দোকানের কিছু অংশ তুলে এনে কায়রোতে দোকান করে। অনেক দামী সামগ্রীও কেনে। এসব ঐ হঠাৎ পাওয়া টাকা থেকেই।

লুকসরে ওর ছেলের দোকান আছে। পুলিস কি ওর ছেলের সঙ্গে কথা বলেছে?

আমি জানি না, হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পুলিসকে খুব আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না, এহসান আলি বলে।

কিন্তু আমি আগ্রহী, একজন অ্যান্টিক ব্যবসায়ী খুন হবে কেন? টাকার জন্যে হলে তো তারা টাকা দাবি করত, এই খুনের সঙ্গে হয়ত কোনো দুষ্প্রাপ্য অ্যান্টিক জড়িত আছে। ওর ছেলে হয়ত জানতে পারে, আমি লুকসর যাব এবং ওর ছেলের সঙ্গে দেখা করব। সাকারা নেক্রোপলিসে আমাদের আরও রক্ষী বাড়ানো দরকার তুমি তার ব্যবস্থা কর। সাজ্জাদ জাহির বলে।

তুমি এখন কায়রো ছেড়ে যাবে? এদিকে মারচেল জুলিয়ান কায়রোয় এসেছে।

আরে আমি তো মাত্র দু এক দিনের জন্যে যাচ্ছি, তাছাড়া লুকসরে আমার বাংলোখানা একবার দেখে আসা দরকার।

আর ঐ মার্কিনী ছুঁড়িটা? সোহিনী কার্টার? ওরই সামনে দুটো খুন হল এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে, আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

আরে না না, খুনের সঙ্গে মিস কার্টারের কোনো সম্পর্ক নেই, মহিলা একজন ইজিপ্টোলজিস্ট।

তা হতে পারে কিন্তু আমার সন্দেহ যে মিস কার্টারকে কেউ কোনো ব্যাপারে জড়াতে চায়, ওর ওপর নজর রাখা দরকার।

না, তার কোনো দরকার নেই অন্ততঃ আজ তো নয়ই, মিস কার্টার আজ রাত্রে মারচেলের সঙ্গে ডিনার খাবে।

ঠিক আছে জাহির, তুমি তাহলে লুকসর থেকে দু'দিন ঘুরে এস। এদিকে আমি সব সামলাবো এখন, সাকারারও ব্যবস্থা করছি। থ্যাঙ্ক ইউ, আমি আজ রাতেই লুকসর যাব।

হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের লাউঞ্জে ঢোকবার সময় ফ্লোরেসেণ্ট আলোর নিচে সুসজ্জিত নরনারীর ভিড় দেখে সোনির হঠাৎ খেয়াল হল তার নিজের পোশাকের মালিন্য উপলব্ধি করে। পোশাকে ধুলোবালি তো জমেছেই উপরন্তু দু তিন জায়গায় রক্তের ছোপ রয়েছে যা লুকনো অসম্ভব। জুতোর রংও চেনাই যাচ্ছে না। মুখ মোছার ফলে সাদা রুমাল বাদামী হয়ে গেছে। ছি ছি, তার নিজেরই ঘেন্না লাগল।

কিন্তু কি আর করা যায়, তাকে তার ঘরে যেতেই হবে। সে লিফটের দিকে এগিয়ে চলে। সে বুঝতে পারছে অনেকে তাকে লক্ষ্য করছে কিন্তু উপায় নেই।

রিসেপশন ডেসকের একজন কর্মী তাকে দেখতে পেয়ে হাতের বল পেন নেড়ে তাকে আসবার জন্যে ইসারা করল। সোনি দেখেও

দেখল না। লিফটের সামনে যেয়ে দেখল তার ফ্লোরের লিফট ওপরে, সে লিফট ডাকবার বোতাম টিপল এবং বেশ জোরেই।

লিফট যখন নিচে নেমেছে এবং সোনি লিফটে ওঠবার উপক্রম করছে তখন সে লক্ষ্য করল একটি লোক তার দিকে এগিয়ে আসছে।

লিফটম্যানকে সোনি বলল, দশ তলায়, তাড়াতাড়ি। সোনি লিফটের খাঁচায় ঢুকে ভেতরের দিকে সরে দাঁড়াল। লিফটম্যান কোলাপসিবল গেট বন্ধ করতে যাচ্ছে এমন সময় সেই লোকটি লিফটম্যানকে থামতে ইসারা করল। লিফটম্যান অগত্যা থেমে গেল, ভাবল ভদ্রলোক বুঝি লিফটে উঠবেন।

সোনি লক্ষ্য করেছিল লোকটি ইজিপ্টিশিয়ান নয়, সম্ভবতঃ অ্যামেরিকান, তাই সে ভয় পায় নি কিন্তু লজ্জা পাচ্ছিল তার বিবর্ণ পোশাক ও চেহারার জন্যে।

লোকটির পরনে দামী স্যুট, পায়ে কাউবয় বুট, সে সোনিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মিস সোহিনী কার্টার ?

সোনি মুখ খুলল কিন্তু কিছু বলবার আগেই লোকটি বলল, আমার নাম মেলভিন শেফার্ড কিন্তু তুমি সোহিনী কার্টার তো ?

লিফটম্যান স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে। সোনি ঘাড় নেড়ে জানাল যে হ্যাঁ, সে সোহিনী কার্টার। সোনি এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যেন সে সোহিনী কার্টার হয়ে কত অপরাধই না করেছে।

মিস কার্টার, তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি আনন্দিত, তুমি এক মিনিট আমার সঙ্গে এস, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দোব।

সোনি ভাবে, সর্বনাশ! এই পোশাকে হোটেলে এত লোকের মাঝে একজন মহিলার সঙ্গে আলাপ করতে হবে ?

মেলভিন শেফার্ড তাকে কিছু ভাববার সুযোগ দিল না, হাত ধরে টেনে লিফট থেকে নামিয়ে নিয়ে তার কোমরে হাত দিয়ে এগিয়ে চলল। সোনি এবার বেপরোয়া হয়ে বলল, মিঃ শেফার্ড, আমাকে ক্ষমা

এই সময়ে লিলিয়ান বলল, সোহিনী তুমি আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে ?

আজ তো হবে না লিলিয়ান, কারণ আমি আজ নিমন্ত্রিত।

মেলভিন শেফার্ড বলল, তাহলে খুব ভাল হত। আচ্ছা সোহিনী, ঐ স্ট্যাচুটার খবর আর কে জানে ?

আমি শুধু একজনেরই নাম করতে পারি, সে হল মারচেল জুলিয়ান। আর কেউ জানে কি না আমি জানি না। মারচেল এখন এই কায়রোতে নাইলভিউ হোটেলে আছে তবে সে স্ট্যাচুটা দেখে নি। মারচেল আমাকে বলেছে যে মৃত রসিদ আলি আমিন কোনো দুষ্প্রাপ্য অ্যান্টিক পেলে ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় তার মক্কেলদের জানাত।

মেলভিন শেফার্ড রসিদ আলি আমিনের নামটা তার নোটবুকে লিখে নিল। সেদিন কথাবার্তা ঐখানেই শেষ হল। সোনি যেন বাঁচল। এখন সে তার ঘরে যেয়ে এই বিচ্ছিরি পোশাক ছুঁড়ে ফেলে, গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে স্নান করবে। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। শেফার্ডের সঙ্গে ভদকা ও টনিক খাওয়ার ফলে শরীরে একটু জোর পাচ্ছে, নইলে বোধহয় উঠে দাঁড়াতে পারত না।

সোনি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মেলভিন শেফার্ডের দেওয়া ছবির খামখানা সযত্নে তুলে রেখে সে তার পরনের নোংরা পোশাকগুলো খুলে একটা পুঁটলি বেঁধে রাখল। ওগুলো সে কাল ফেলে দেবে। ও পোশাক অ্যামেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না। এরপর সে বাথরুমে ঢুকে বেশ করে স্নান করল।

সন্ধ্যার পর মারচেল সোনির হোটেলে এসে ওকে তুলে নিয়ে চা-নাইলের ধারে বেড়াতে নিয়ে গেল। নদীর ধারে বেড়িয়ে ও শীতল হাওয়ায় সোনির মন প্রফুল্ল হল। বিকেলে স্নান করে সোনি দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছিল। এখন সে তার পূর্ব শক্তি ফিরে পেয়েছে। নিজেকে তাজা ও সুস্থ মনে হচ্ছে।

সঙ্গী হিসেবে মারচেল আদর্শ, এমন কি ডিকের চেয়েও ভাল। মেয়েদের সঙ্গে সে কথা বলতে জানে, মিশতে জানে এবং মেয়েদের মেজাজে রাখার কৌশলও সে জানে। মারচেল হল আদর্শ লেডিজ ম্যান।

মারচেল আজ সোনিকে অন্য একটা রেস্তরাঁয় নিয়ে গেল। এটা নীল নদের ধারে। রেস্তরাঁয় বসে সোনি নীল নদের জেলেদের দেখতে পাচ্ছে। সুঠাম, দীর্ঘ, পেশীবহুল তেল চুকচুকে চেহারা। এত দূর থেকে ওদের নগ্ন মনে হচ্ছে, হয়ত তাই কিংবা সংক্ষিপ্ত কৌপিন সম্বল। কেউ জাল গুচোচ্ছে, কেউ নৌকো ঠিক করছে, কেউ অন্য কোনো কাজ করছে।

ডিনারে অন্য পদের মধ্যে ছিল রেড সি-র বাগদা চিংড়ি, অনেক তবিরত করে রান্না করা। এমন সুস্বাদু চিংড়ি সোনি কখনও খায় নি। অ্যামেরিকায় সে যে ইণ্ডিয়ান প্রন খেয়েছে তা দীর্ঘদিন ডিপ ফ্রিজে থাকার ফলে স্বাদ ও গন্ধ অন্তর্হিত।

মারচেলকে সোনি প্রশ্ন করল, রসিদের মার্ডারের কোনো খবর পেলে ?

না, পুলিস যে খুব আগ্রহী তা মনে হচ্ছে না। ওদের ধারণা কোনো বিদেশী রসিদকে খুন করেছে।

সোনি বলল, আজ আমার ভীষণ ধকল গেছে।

কি হয়েছে ?

সোনি সাকারার ঘটনা এবং থানায় তার অভিজ্ঞতা বলল। এসব তো মারচেল জানে। মুস্তাফা তো তাকে সব খবর দিয়েছে। তবুও সে না জানার ভান করে সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, তোমার উচিত ছিল আমাকে সঙ্গে নেওয়া। তাহলে তোমার এত বিপদ ঘটত না।

কে জানে হয়ত বেশি বিপদ ঘটত, সোনি হাসতে হাসতে বলে।

লোকটাকে কে খুন করল তুমি তাকে কি দেখতে পেয়েছিলে. তাকে চিনতে পারবে ?

না, আমি কাউকে দেখিনি। আর মজা কি জান, রসিদ খুন হল, সে একজন অ্যান্টিক ডিলার। আর এ লোকটা যে খুন হল সেও অ্যান্টিকের সঙ্গে জড়িত। মানে ইজিপ্ট গভর্নমেন্টের অ্যান্টিক ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মী। আর দুটো খুন হল আমার সামনে এবং দুই ক্ষেত্রেই আমি খুনীকে দেখতে পেলুম না।

যাইহোক তোমাকে পুলিস আটকে রাখে নি।

সাজ্জাদ জাহিরকে ধন্যবাদ, সে আমাকে সাহায্য না করলে পুলিস আমাকে বোধহয় ছাড়ত না।

তুমি সাজ্জাদ জাহিরকে চেন? মারচেল জিজ্ঞাসা করে।

চিনি মানে জাহির নিজেই আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল। কাল রাত্রে তুমি আমাকে আমার হোটেলে ছেড়ে দিয়ে যাবার পর আমি আমার ঘরে ঢুকে দেখি একজন অপরিচিত ব্যক্তি বসে রয়েছে। তখন পরিচয় হল। সাজ্জাদ তো আমাকে তোমার কথাই বেশি জিজ্ঞাসা করছিল।

তা জিজ্ঞাসা করতে পারে, মারচেল বলে।

আজ সাকারা থানা থেকে সাজ্জাদের অফিসে গিয়েছিলুম, তাকে আমি রসিদের খুনের কথা বলেছি। খুনের খবর অবশ্য ও পেয়েছে তবে আমি যে পাশের ঘরে ছিলুম তা তো জানত না, তবে নেফারতিতি স্ট্যাচুর কথা ওকে বলিনি। স্ট্যাচুটার অস্তিত্ব সাজ্জাদ বোধহয় জানে না। জানলে আমাকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করত।

তুমি দেখছি কাজের মেয়ে, আমি এতবার কায়রো আসা-যাওয়া করছি কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সাজ্জাদের সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে নি, আর তুমি আসতে না আসতেই সে তোমার সঙ্গে যেচে আলাপ করল। আমার বিষয় কি কিছু জিজ্ঞাসা করছিল?

জিজ্ঞাসা করছিল তুমি কায়রোতে কি করছ? আমি উত্তরে বললুম, সবে তার সঙ্গে বাজারে আলাপ হয়েছে। আমি তার বিষয়ে কিছুই জানি না। রসিদের দোকানে যে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল সে কথা বলিনি।

সোনি তুমি অতুলনীয়, বলেই মারচেল সহসা দু হাত দিয়ে সোনির মুখ ধরে দুই গালে চুম্বন করল। ততক্ষণে তাদের আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা কফির জন্যে অপেক্ষা করছিল। সোনি প্রতিবাদ করল না কিন্তু তার দুই কান লাল হয়ে গেল।

কফি এসে গেল। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সোনি বলল, আজ সন্ধ্যায় হোটেলে আমার ঘরে ঢুকে মনে হল কেউ যেন আমার ঘর সার্চ করেছে।

করে থাকতে পারে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আচ্ছা মারচেল, তোমার বিষয়ে সাজ্জাদ এত আগ্রহী কেন? আর তোমার বিষয়ে আমাকে এত প্রশ্ন করার কারণ কি? তোমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো পারত।

ওর ধারণা আমি মিশরের অ্যান্টিক নিয়ে কালোবাজারী করি অথচ পরোক্ষভাবে মিশর সরকারের কিছু কর্মচারী কালোবাজারীটাকে জিইয়ে রেখেছে, আর তোমাকে আমার বিষয় প্রশ্ন করার অর্থ যদি নতুন কিছু জানতে পারে। এই আর কি। চল গাড়িটা এখানে থাক, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।

সোনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়। বেশ হাওয়া দিচ্ছে। পুরুষ সান্নিধ্য তার ভাল লাগছে। দুটো পুরো দিন যেভাবে কাটল তারপর মারচেলের মতো পুরুষের সঙ্গে বেড়ানো মানে মনটাকে হালকা করা।

বেড়াতে বেড়াতে ওরা প্রধানতঃ মিশরের পুরাকীর্তি নিয়ে গল্প করে। মারচেল বলে সাকারা ও লুকসরে মাটির নিচে এখনও অনেক অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে আছে। তা নইলে যাদের বিষয় কোনো বই বা ক্যাটলগে উল্লেখ নেই সেইসব মূর্তি হঠাৎ কোথা থেকে আবিষ্কৃত হচ্ছে। কিছু লোক মিশর সরকারের অজ্ঞাতসারে প্রাচীন পিরামিড বা মাটির নিচে কবর খুঁড়ে কিছু কিছু পুরাকীর্তি আবিষ্কার করছে ও চোরাপথে সেগুলি পাচার করছে। যাইহোক তোমার কাছে আমার একটা স্বীকারোক্তি করার আছে।

কি স্বীকারোক্তি? চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে সোনি প্রশ্ন করে।

অবকাশ পায় নি। স্ট্যাচুটার রূপ ও গঠন এখনও তার মনে আছে। অতএব একটা ছবি একে রাখা যাক। সোনি ভাল ছবি আঁকে। প্রাইভেট আর্ট স্কুলে ছবি আঁকার পাঠ নিয়েছে সে।

ছবি আঁকা শেষ করে এবং কাল মিউজিয়মে কি কি প্রশ্ন ও কাজ করতে হবে সেগুলি নোট করে কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে রেখে নাইটি পরে একটা শোফায় গুটিয়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে সোনির ঘুম ভাঙার আগেই ডিক উঠে পড়েছিল। সোনি ঘুম থেকে উঠে দেখে ডিকের দাড়ি কামানো স্নান সারা, এখন ব্রেকফাস্ট খেলেই হয়।

সোনি ঘড়ি দেখল। বেশি বেলা হয় নি। মিউজিয়মে যাবার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে হবে না। যথেষ্ট সময় আছে।

বিছানা ছেড়ে বাথরুম থেকে দাঁত মেজে হাতমুখ ধুয়ে এসে আগে মিউজিয়মে যাবার জন্যে কাগজপত্র, মিউজিয়মের কিউরেটরের নামে একটা পরিচয়-পত্র এবং অন্যান্য সামগ্রী সে তার ঝোলা ব্যাগে ভরে নিল। তারপর বাইরে বেরোবার পোশাক পরে সোনি রেডি।

ইতিমধ্যে সে মনে মনে ভাবছে নেফারতিতি স্ট্যাচু এখনও কায়রোতেই কোথাও আছে। সেই স্ট্যাচুর সম্ভাব্য তিনজন ক্রেতা মেলভিন শেফার্ড, জর্জেস ভাসিরিস এবং মারচেল জুলিয়ান এখন এই শহরেই রয়েছে। ওরা তিনজনেই সেই স্বর্ণমূর্তি খুঁজে পাবার জন্য শহর তোলপাড় করবে। এই তিনজনের মধ্যে সাজ্জাদ জাহিরের সঙ্গেই একমাত্র তার যোগাযোগ আছে। এজন্যে ওরা তিনজনেই হয়তো ওকে কাজে লাগাতে পারে। সে কিন্তু ঐ ত্রিমূর্তির দলে ভিড়বে না। সে একাই কাজ করবে এবং স্ট্যাচুটা সে খুঁজে বার করবেই তার আগে সে ইজিপ্ট ছেড়ে যাবে না।

ব্রেকফাস্ট ঘরে দেবার জন্যে ডিক ইতিমধ্যে রুমসারভিসকে ফোন করেছিল। ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। ওরা দুজনে বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট করছে।

সোনি বলল, ডিক পেট ভরে খেয়ে নাও কারণ কখন লাঞ্চ হবে

বলতে পারি না। এগ, বেকন, রুটি, পেঁপে, কফি সব চেটেপুটে খেয়ে নাও।

হ্যাঁ, সব খেয়ে নোব কিন্তু আমি বলছিলুম কি সোনি মিউজিয়ম যাবার পথে আমাদের এমব্যাসিতে যেয়ে ঘটনাগুলো জানিয়ে গেলে হত না?

সোনি বিরক্ত হয়ে বলল, আবার সেই এমব্যাসি, আরে এমব্যাসি কি করবে? যেসব ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে তো আমাদের দেশের কোনো সম্পর্ক নেই, এসবই স্থানীয় প্রশাসনের ব্যাপার। এমব্যাসিতে গেলে তারা হয়তো বলবে মিস সোনি আমরা খোঁজ নিচ্ছি ততদিন তুমি তোমার হোটেলে বসে থাক, বাইরে বেরিয়ো না। তখন আমার সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। না, আমি এমব্যাসিতে যাব না।

বেশ তাই হবে, তোমার কথাই থাক, তাহলে চল আমরা আগে পিরামিড দেখে আসি।

আরে না, আমাকে আগে মিউজিয়মে যেতেই হবে, নেফারতিতি সম্বন্ধে আমাকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতেই হবে তারপর বিকেলে একবার অ্যান্টিকা রসিদ-এ যেতে হবে। তোমাকে আমি পিরামিড স্ফিংক্স সব দেখিয়ে দোব। আগে মিউজিয়মটা দেখে নাও। আমি ওখানে বসে কাজ করব সেই অবসরে তুমি মিউজিয়মটা ঘুরে দেখবে, সঙ্গে ভাল গাইড পাবে।

ডিক আর কিছু বলল না। সোনি আশঙ্কা করছে ওরা হোটেল ছাড়বার আগে মারচেল যেন তাকে ফোন না করে।

ভাবতে না ভাবতেই টেলিফোন বেজে উঠল। আমি দেখছি বলে সোনি উঠে ঘরের মধ্যে গেল ফোন ধরতে। ফোন ধরা মাত্রই মারচেল বলল, সোনি তুমি ভাল আছ তো?

সোনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভালই আছি। সে চায় ফোন তাড়াতাড়ি ছাড়তে। মারচেল নাছোড়বান্দা। সে বলল, তোমার উত্তর দেওয়ার ধরন শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে, তাই যদি হয় আমাকে বলতে দ্বিধা কোরো না।

কাল যা ঠিক হয়েছে মনে আছে তো? আমি তোমাকে একজন প্রাইভেট কলেক্টরের কাছে নিয়ে যাব।

থ্যাংক ইউ, কিন্তু আজ তো যাওয়া হবে না। কাল অ্যামেরিকা থেকে হঠাৎ আমার বয়ফ্রেণ্ড এসেছে।

বেশ তো তাকে সঙ্গে নিয়েই যাব। মারচেল বলে।

আরে না না তা হয় না, আমি তোমাকে পরে ফোন করব। সোনি ফোন ছেড়ে দিল।

ওদিকে বেশ বিরক্ত হয়ে মারচেল রিসিভারটা সশব্দে নামিয়ে রেখে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, একেই বলে মেয়েমানুষ।

পাশেই ছিল রেমি, সে খবরের কাগজ পড়ছিল, কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল, মার্কিন মেয়েটা গোলমাল করছে বুঝি?

চুপ কর তো। তারপর নিজের মনে মনে বলল, একটা বয়ফ্রেণ্ড জুটিয়েছ। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, মুস্তাফা কোথায় রেমি? তাকে বল সোহিনী কার্টারকে যেমন অনুসরণ করছিল তেমন যেন করে, তবে যেন অযথা খুন জখম না করে। যে লোকটাকে মেরেছে সে লোকটা সরকারী কর্মচারী, অ্যান্টিকুইটি ডিপার্টমেণ্টই কাজ করত। আজ সেই গ্রীকটা, জর্জেস সোহিনীর সঙ্গে দেখা করবে। মুস্তাফা যেন নজর রাখে, তবে আমি আর কোনো গোলমাল চাই না। কথাটা মুস্তাফাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ো।

মিউজিয়মের ডিরেক্টর তথা কিউরেটর ডঃ মহম্মদ ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, বোস্টন মিউজিয়ম অফ ফাইন আর্টস থেকে যারাই আসবে তারা সকলেই এখানে স্বাগত। চিঠি পড়ে জানতে পারলুম মিস কার্টার যে তুমি, নিউ কিংডমে খোদিত কিছু চিত্রলিপি তুমি অনুবাদ করতে চাও, বেশ তার ব্যবস্থা করে দোব।

ধন্যবাদ ডঃ ইব্রাহিম, তবে আপাততঃ এখন আমি নেফারতিতি সম্বন্ধে কিছু তথ্য চাই। কয়েকটা ব্যাপার আমার কাছে অস্পষ্ট রয়েছে সেগুলো আমি পরিষ্কার করে নিতে চাই।

বেশ আমি এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। একজন লোক দিচ্ছি, সে তোমাকে বই, কিছু হাইরোগ্লিফিকের ফটোকপি এবং তোমার যা দরকার সবই সে তোমাকে দেখাবে।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ ওয়েলস, মিঃ ডিক ওয়েলস মিউজিয়মটা দেখবেন, সঙ্গে যদি একজন ভাল গাইড দেন।

ডঃ ইব্রাহিম সব ব্যবস্থাই করে দিল। সোনি একটা টেবিলে বসে কাজ করতে লাগল। ডিক গেল মিউজিয়ম দেখতে। মিউজিয়মের শো-কেসগুলি দেখবার ছল করে একজন কিন্তু সোনির ওপর নজর রাখছে। তার নাম মুস্তাফা, মারচেলের চর।

কাজ শেষ করতে সোনির বেশ দেরি হল। ইতিমধ্যে মিউজিয়ম দেখে ডিক ফিরে এসে সোনির জন্যে অপেক্ষা করছে। সোনির কাজ শেষ হয়েছিল। সে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ডিককে বলল, চল হোটেলে ফিরে যাই, লাঞ্চের সময় হয়েছে।

যাবার আগে ওরা ডঃ মহম্মদ ইব্রাহিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। সোনির একটা প্রশ্ন ছিল। সে ডঃ ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করল রাণী নেফারতিতির কোনো পূর্ণাবয়ব স্ট্যাচু আছে কি না আপনি জানেন?

পূর্ণাবয়ব স্ট্যাচু? না শুনিনি তবে একটা এবং ঐ একটা মাত্রই, নেফারতিতির একটা বাস্ট আছে তা তো তুমি জান।

কায়রো মিউজিয়মের ডিরেক্টরও তাহলে নেফারতিতির ঐ গোলডেন ন্যুড স্ট্যাচুর কথা জানে না। বাস্তবিক ঐ স্ট্যাচু কোথা থেকে এল? এ তো এক বিরাট রহস্য। রসিদ খুন না হলে হয়তো জানা যেত। এই স্ট্যাচু কোথা থেকে পাওয়া গেল এবং স্ট্যাচুটা গেলই বা কোথায় তা না জেনে সোনি মিশর ত্যাগ করবে না।

হোটেলে ফিরে চাবি নেবার সময় রিসেপশনিস্ট তার হাতে একটা মেসেজ ধরিয়ে দিল। লেখা আছে আপনি হোটেলে ফিরে আমাকে টেলিফোন করলে বাধিত হব। একটা ফোন নম্বর দেওয়া আছে এবং নিচে নাম লেখা আছে জর্জেস ভাসিরিস।

ও, এ তাহলে সেই গ্রীক কিউরিও ডিলার যার কথা মারচেল

তাকে বলেছিল। সোনি মনে মনে বিরক্ত হয়। তাকে কেন? ইজিপ্টে তো কত বাঘা বাঘা লোক আছে, কত অ্যান্টিক ডিলার আছে, কত ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার ও স্মাগলার আছে, তাদের কাছে যাও না বাপু!

তবুও তার একটা আগ্রহ। এই গ্রীকটার কাছ থেকে যদি নেফারতিতি স্ট্যাচু সম্বন্ধে জানা যায় কিছু।

লাউঞ্জে গোটা কয়েক টেলিফোন বুথ আছে। খালি দেখে একটা বুথে ও ঢুকে পড়ল। কিন্তু কনেকশন পাওয়া গেল না। বিরক্ত হয়ে বুথ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, চল ঘরে যাই। ওখান থেকেই গ্রীকটাকে ফোন করব।

তার আগে লাঞ্চটা সেরে নিলে হয় না? ডিক বলে।

নিশ্চয় নিশ্চয়, প্রচণ্ড খিধে পেয়েছে।

ডাইনিং হলে তখন সকলে লাঞ্চের জন্যে বসেছে। লাঞ্চ টাইম, মিউজিক আরম্ভ হয়ে গেছে। স্পেনিশ অর্কেস্ট্রা আরম্ভ হয়ে গেছে, ভালই লাগছে, তার ওপর হলটা শীতল।

লাঞ্চ সেরে সোনি একবার রিসেপশনে গেল, যদি ডিকের জন্যে একটা ঘর পাওয়া যায়। হ্যাঁ, একটা ঘর পাওয়া গেল। ভালই হল। এখনও তো দুজনের বিয়ে হয় নি, আলাদা ঘরে থাকা ভাল।

নিজের ঘরে ঢুকে সোনি আগে বাইরের পোশাক ছেড়ে একটা হাল্কা পোশাক পরে জর্জেসের দেওয়া নম্বরে টেলিফোন করল। প্রথম চান্সেই কনেকশন পাওয়া গেল। সে বলল, আমি সোহিনী কাটার কথা বলছি।

ধন্যবাদ, আপনার সঙ্গে কোথায় কখন দেখা হবে। মারচেল জুলিয়ানের কাছে আপনার পরিচয় পেয়েছি। আজ দুপুর আড়াইটের সময় কি আপনার সময় হবে?

কোথায়?

আপনার হোটেলে যদি যাই?

হোটেলে? না। আমি তখন হোটেলে থাকব না। ঐ সময়ে আমি খান অল খালিলি বাজারে যাব, সেখানে কোথাও দেখা হতে পারে?

এক মিনিট।

সোনির মনে হল জর্জেস মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে কারও সা কথা বলছে। সে লাইন ধরে রইল। এক মিনিট পরে, সা., আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, ঐ বাজারের পাশেই আল আজহার মসজিদ আছে, আমি ঐ মসজিদের গেটে আপনার জন্যে অপেক্ষা করব। আমার মাথায় নীল টুপি ও কোটের বাটনহোলে হলদে গোলাপ থাকবে, আড়াইটের সময়, ঠিক আছে? মারচেল আপনার খুব প্রশংসা করছিল।

থ্যাংক ইউ, তাহলে আল আজহার মসজিদের সামনে দেখা হচ্ছে, টু থার্টি।

সোনি রিসিভার নামিয়ে রাখল।

লুকসরে সাজ্জাদ জাহিরের একটা ছোট বাংলো আছে, ইঁটের তৈরি কিন্তু কাদার গাঁথনি, টালির ছাদ, বেশ ছিমছাম। ছুটি পেলেই সাজ্জাদ এখানে চলে আসে। এখানে তার একটা কালো আরবী ঘোড়াও আছে। ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায়। একজন লোক আছে, তৌফিক, সেই সব দেখাশোনা করে, ঘোড়ার পরিচর্যা করে, সাজ্জাদ যখন যায় তখন গোসলখানায় জল তুলে দেয়, রান্না করে।

আগের দিন রাত্রে সাজ্জাদ তার লুকসরের বাংলোয় এসেছে। সকালে সে বেরোবার জন্যে তৈরি। তৌফিক রুটি গোস্ত আর কফি এনে দিল। সাজ্জাদ বলল, ঘোড়া রেডি কর, আমি বেরোব।

টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দিয়ে তৌফিক ঘোড়া রেডি করতে গেল। ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে সাজ্জাদ তার বৃদ্ধ বাপ-মার কথা ভাবতে লাগল। তাঁরা আলাদা থাকেন। মিশরে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে তার মা অন্যতমা। ছাপ্পান্ন সালের যুদ্ধে সাজ্জাদের বড় ভাই নিহত হওয়ার পর থেকে তার বাবা-মা আলাদা থাকেন। সাজ্জাদ এখনও বিয়ে করে নি।

প্রাচীন লুকসর সাজ্জাদের খুব ভাল লাগে। তার বিভাগের কর্মী

ইউসুফের শোচনীয় মৃত্যুতে সে খুব আঘাত পেয়েছে। বেচারা কিছুদিন আগে বিয়ে করেছিল, একটা বাচ্চা আছে। ইউসুফের বৌকে সে বলেছে যে, রাজি হলে তার একটা চাকরি করে দিতে পারে।

ইউসুফকে কে মারল, কেন মারল তার কোনো কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না। কেউ কি ভুল করে তাকে মেরেছে?

বুড়ো রসিদটাও কত আশা নিয়ে কায়রোতে দোকান খুলেছিল, সেও খুন হল। লুকসরে তার ছেলে মোবারকের অ্যান্টিক শপ আছে। তার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার, এইজন্যেই সে ঘোড়া রেডি করতে বলেছে। মোবারকের সঙ্গে দেখা করে আজ সন্ধ্যাতেই সে কায়রো ফিরবে। কায়রোতে এখন মারচেল জুলিয়ান কি মতলবে ঘুরছে কে জানে। আসবার ঠিক আগে শুনে এসেছে গ্রীসের সেই ধুরন্ধর স্মাগলার জর্জেস কায়রোতে এসেছে। তারই বা কি মতলব। নেফারতিতির স্ট্যাচুর লোভে এসেছে? ওদের কি বুড়ো রসিদ চিঠি দিয়েছিল।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে সাজ্জাদ তার ঘোড়ায় উঠে মোবারকের দোকানের সন্ধানে চলল। লুকসরের প্রাচীনতম মন্দিরের পিছনে মোবারকের দোকান। কাছে কয়েকটা হোটেল এবং আরও কয়েকটা অ্যান্টিক শপ আছে, তবে মোবারকের দোকানেই নাকি আসল অ্যান্টিক পাওয়া যায়। মোবারকের তৈরি 'আসল অ্যান্টিক' তো সোনি বুড়ো রসিদের দোকানে দেখেছে। মোবারকের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রশংসা করতে হয়।

মোবারকের দোকানের সামনে এসে সাজ্জাদ দেখল দোকান বন্ধ। পাশের দোকানে খোঁজ করতে জানা গেল দোকান দু'দিন বন্ধ। এই দু'দিন মোবারককেও তারা দেখে নি। কি কারণে দোকান বন্ধ তা তারা বলতে পারছে না। হয়তো বুড়ো বাপের অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ কায়রো চলে গেছে। তাদের বলে যাবার সময় পায় নি।

সাজ্জাদ বলল, মোবারকের বাবা তো খুন হয়েছে তিনদিন আগে, মোবারক তো কায়রো যায় নি, তাহলে গেল কোথায়?

খবর শুনে অন্যান্য দোকানদাররাও চিন্তিত হল, মোবারক তাদের না জানিয়ে তাহলে গেল কোথায় ? আশ্চর্য ব্যাপার তো !

সাজ্জাদ একজনকে জিজ্ঞাসা করল, মোবারক থাকে কোথায় ?

মোবারক তো দোকানের পিছনে একটা ঘরে একাই থাকে। এই বিল্ডিং-এর পেছনে গেট আছে, আপনি এই দিক দিয়ে ঘুরে যান।

সাজ্জাদ তখনও ঘোড়া থেকে নামে নি। সে ঘোড়া চালিয়েই বিলডিং-এর পিছন দিকে গেল। পিছনে একটা কাঠের নিচু গেট, খোলা, জনপ্রাণীর দেখা নেই। গেটের পর কাঁচা উঠোন। উঠোনে কয়েকটা মুরগী চরছে।

গেট পার হয়ে সাজ্জাদ ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে রেখে অনুমান করে একটা ঘরের সামনে দাঁড়াল। দরজায় মোবারকের নাম লেখা রয়েছে।

মোবারক দরজায় ধাক্কা দিল। কোনো সাড়া নেই কিন্তু মনে হল দরজা খোলা। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। মোবারক, মোবারক বলে সাজ্জাদ বার দুই ডাকল। কোনো সাড়া নেই। তখন সাজ্জাদ ঘরের ভেতর ঢুকল। এ কি ? ঘরের জিনিসপত্তর বিপর্যস্ত। আলমারির দরজা ভাঙা, জিনিসপত্তর টেনে বার করা হয়েছে, ডাকাতি হয়েছে নাকি ? ডাকাতরা কি মোবারককে ধরে নিয়ে গেল নাকি।

এই তো দোকানে ঢোকবার দরজা। সাজ্জাদ দরজা খুলতেই একটা পচা গন্ধ তার নাকে ধাক্কা দিল।

দরজার এপারে দাঁড়িয়েই দেখল জিনিসপত্তর ভেঙে তছনছ করা হয়েছে এবং কাউন্টারের ওপর মোবারকের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। দেহে চার-পাঁচ জায়গায় ছোরার আঘাতের চিহ্ন, রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। মুখের ভেতর কাপড় গোঁজা, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। খুবই যন্ত্রণা দিয়ে মোবারককে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু কেন ? কারা ?

সাজ্জাদ জাহির চেঁচামেচি করল না। সে দরজা বন্ধ করে ঘোড়ায় চেপে থানায় গেল।

জাহির ভাবে এই খুনের পর খুন কি চলতেই থাকবে। মারচেল জুলিয়ান লোকটা এলে একটা না একটা খুন হবেই হবে। তবে আগে কখনও এত কম সময়ের ব্যবধানে তিনটে খুন হয় নি।

চল ডিক, তোমাকে অ্যান্টিকা রসিদ দোকানটা দেখিয়ে আনি যেখানে আমার চোখের সামনে রসিদ খুন হয়েছে, সোনি বললো।

দোকানে ওরা পৌঁছে দেখলো দোকান বন্ধ, একজন কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছে। দরজার পাশে একটা জানলা রয়েছে। সেখানে একটা শো-কেস ছিল। শো-কেস অদৃশ্য। শো-কেস রাখবার জন্যেই বোধহয় জানলার পাল্লা খুলে ফেলা হয়েছিল তাই সেখানটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

সেই ফাঁক দিয়েই ওরা দোকানের ভেতরটা দেখল। দোকানে বলতে গেলে কারা তছনছ করে গেছে। খুনের দিন মারচেল ও তার সঙ্গী রেমি চলে যাবার পর এবং পুলিস আসবার আগে আশপাশের দোকানদাররা অথবা রাস্তার ছোঁড়াগুলো দোকান লুঠ করেছে। যা পেরেছে সঙ্গে নিয়েছে, যা নেয় নি বা নিতে পারে নি সেগুলি ভেঙে তছনছ করে দিয়ে গেছে।

কাউন্টারটা পাশে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে। সোনি বললো, ঐ কাউন্টারের ওপর বুড়ো রসিদকে চিৎ করে ফেলে লোকটা বুড়োকে জবাই করেছিল আর ঐ পাশের ঘরে পর্দার আড়াল থেকে আমি দেখেছিলুম। চল, এখানে দাঁড়াতে ভাল লাগছে না। দুটো বেজে গেছে এখন আল আজহার মসজিদের সামনে দাঁড়াতে হবে।

রসিদের দোকান থেকে ওরা মসজিদের দিকে চলল আর দূর থেকে মুস্তাফা ওদের অনুসরণ করতে লাগল। মারচেল মুস্তাফাকে বলে দিয়েছিল জর্জেস আল আজহার মসজিদের মেন গেটের সামনে বেলা আড়াইটের সময় সোনির জন্য অপেক্ষা করবে। মুস্তাফাকে মারচেল সতর্ক করে দিয়েছিল, বলেছিল, লোকটা একটা শয়তান। তুই সব সময়েই রেডি থাকবি। মুস্তাফা সব সময়েই রেডি থাকে।

একটা রিভলভার আর ক্ষুরের মতো ধারালো একটা সরু ছোরা সর্বদা সঙ্গে থাকে।

আল আজহার মসজিদের কাছে এসে ডিক অবাক। সোনিও কম অবাক হয় নি, মসজিদটি সোনি আগে একবার মাত্র দেখেছিল কিন্তু সেদিন এর বিশালত্ব অনুভব করে নি। মেন গেটের কাছে পৌঁছতে বেশ খানিকটা সময় লাগল।

বোধহয় নামাজের সময় ছিল। মসজিদের ভেতরে ও বাইরে বেশ ভিড়। বাইরের কয়েকটি ইস্কুলের ছাত্রের কয়েকটি দল তাদের শিক্ষকের সঙ্গে এই মসজিদ দেখতে এসেছিল এজন্যেও ভিড় হয়েছে।

প্রধান গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জর্জেস অপেক্ষা করছিল। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রেমি তার ওপর নজর রাখছিল। জর্জেস তার সমব্যবসায়ী মারচেল জুলিয়ানকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু মারচেল যদি তার কিছু ক্ষতি করতে চায় বা করে তাহলে সে আক্রমণ কোথা থেকে বা কি ভাবে আসবে সে বিষয়ে তার ধারণা নেই এবং মারচেলের নীরব ঘাতক মুস্তাফাটি যে কি সাংঘাতিক লোক তাও সে এখনও জানে না।

সোহিনী কার্টারের চেহারার যে বর্ণনা জর্জেস শুনেছিল সেইরকম চেহারার একজন অ্যামেরিকান মহিলা তার দিকে আসছে কিন্তু সঙ্গে একজন যুবক আসবার কথা ছিল না। সোনি কিন্তু জর্জেসকে চিনতে পেরেছিল মাথায় নীল টুপি আর কোটে হলদে গোলাপ দেখে।

এই ডিকি এদিকে এস, ঐ যে নীল টুপি হলদে গোলাপ গ্রাকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। জর্জেসের কাছে যেতেই জর্জেস এগিয়ে এসে বলল, কে সোহিনী, মানে সোহিনী কার্টার নাকি ?

হ্যাঁ, আমারই নাম সোহিনী কার্টার।

সে আমি চিনতে পেরেছি। হাজার মেয়ের মধ্যেও তোমার মতো অসাধারণ সুন্দরীকে আমি ঠিক চিনে বার করব, মারচেল আমাকে যা বলেছিল তুমি তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী।

আপনি কি জর্জেস ভাসিরিস ?

করেক্ট।

ইনি হলেন ডাঃ ডিক ওয়েলস।

সোহিনী আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।

না, ডিক আমার সঙ্গে থাকবে। সোনি যদিও বা একা কথা বলতে রাজি হতো কিন্তু জর্জেসের কথা বলার ধরন দেখে ও বিরক্ত হল। যাই হোক জর্জেস রাজি হল।

ডিক বলল, সোনি কথাবার্তা তাড়াতাড়ি সেরে নাও, ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। আমাদের পাশেও কৌতূহলী দর্শকদের ভিড় জমছে।

জর্জেসকে সোনি বলল, আপনি আমার কাছ থেকে কি জানতে চান মিঃ ভাসিরিস?

রসিদ আলি আমিন, তাকে মনে আছে তো? তার সঙ্গে তোমার কি কথা হয়েছিল? সে কি বলেছিল? তোমাকে কোনো বই, চিঠি, কাগজ বা জিনিস দিয়েছে কি?

আমি আপনাকে বলব কেন?

তাহলে আমরা উভয়কে হয়তো সাহায্য করতে পারি। তুমি কি অ্যান্টিকুইটিতে আগ্রহী?

হ্যাঁ।

তাহলে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি, তোমার কি চাই?

রানী নেফারতিতির একটি গোল্ডেন স্যুড স্ট্যাচু।

ওরে বাবা! তুমি তো চাঁদ চাইছ, কত দাম জান? ধারণা আছে?

অমূল্য।

রসিদ কি তোমাকে এমন একটা স্ট্যাচুর কথা বলেছিল?

হ্যাঁ, বলেছিল।

বলেছিল? সে স্ট্যাচু কি তার কাছে ছিল? কোথায় পেল? কেউ সেটা কিনতে চেয়েছিল কি? সেটা কি কায়রোতে আছে, নাকি বাইরে কোথাও গেছে?

তোমার ওসব কথার জবাব আমি দিতে পারব না। তুমি বল তোমার সন্ধানে এমন একটা স্ট্যাচু···। কথা শেষ হল না।

একটা বেশ লম্বা চওড়া মানুষ কোথা থেকে এসে উদয় হল। লোকটা বিদেশী, মাথাভর্তি চকচকে টাক। তার সেই টাক থেকে কপাল পর্যন্ত কাটা, কাটা থেকে রক্ত ঝরছে। তার চোখ মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, লোকটা যন্ত্রণায় কাতর।

তাকে দেখেই জর্জেস বলল, এ কি সাটিরিওস? তোমার এমন অবস্থা কে করল?

মুস্তাফা?

মুস্তাফা? কোথায় সেই শয়তান?

এই ভিড়ে কোথায় ঢুকে পড়েছে, কোথা থেকে আচমকা ছুটে এসে ধরালো ছোরা দিয়ে আমাকে জখম করে ভিড়ে ঢুকে পড়ল। আমি কিছু করবার অবকাশ পেলুম না।

জর্জেস ততক্ষণে তার কোটের পকেট থেকে একটা ছোট কিন্তু সাংঘাতিক অটোম্যাটিক রিভলভার বার করে ফেলেছে। রিভলভার দেখেই ডিক সোনির হাত ধরে টেনে ছুটতে লাগল। ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ কাউকে গুলি করল, রাস্তা থেকে সেই গুলির প্রত্যুত্তর শোনা গেল। বোধহয় মুস্তাফা আর জর্জেস গুলি বিনিময় করছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হট্টগোল ও ছোটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেল।

বেশ খানিকটা ছুটে যেয়ে রাস্তার ধারে একটা ফাঁকা জায়গায় ওরা দাঁড়াল। ডিক বলল, লোক দুটো তো সাংঘাতিক। তুমি ঐ গ্রীকটাকে আগে চিনতে? ওর কাছে রিভলভার থাকতে পারে তা কি তুমি জানতে?

আরে না, এই তো আমি ওকে প্রথম দেখলুম। লোকটা শুনেছি অ্যান্টিক ডিলার তবে চোরাচালানকারী। একজন ফরাসী ভদ্রলোক, মারচেল জুলিয়ান ওর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলে।

তুমি তো ইজিপ্টে মাত্র তিন চার দিন এসেছ আর এর মধ্যেই তোমার দু'জন বদমাইশের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল? বাঃ, বেশ চমৎকার। এই ট্যাকসি।

একটা ট্যাকসি যাচ্ছিল, ডিক তাকে থামাল। ট্যাকসিতে উঠে

সোনিকে ডিক বলল, আমরা এখন অ্যামেরিকান এমব্যাসিতে যাব, সেখানে সবকিছু রিপোর্ট করে আমি তোমাকে প্রথম সুযোগেই বোস্টনে ফিরিয়ে নিয়ে যাব, যদি দরকার হয় তোমার মাথার চুল ধরে টেনে নিয়ে যাব, ড্রাইভার তুমি ইংরেজি বোঝ ?

এ লিটিল, কোথায় যাব ?

অ্যামেরিকান এমব্যাসি চেন ? সেখানে চল।

সোনি সজোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললো, ডিক আমি কিছুতেই অ্যামেরিকান এমব্যাসিতে যাব না, আমার অন্য কাজ আছে। আমি আজই বিকেলে লুকসর যাব।

তোমার তো ভীষণ জেদ দেখছি। ঠিক আছে, আমি বোস্টন ফিরে যাব তারপর যা ঘটবে তার জন্যে আমি দায়ী হব না।

ডিক তুমি বাড়াবাড়ি করছ। আমার এত পয়সা নেই যে আমি বারাবর ইজিপ্টে আসতে পারব, একবার যখন আসবার সুযোগ পেয়েছি তখন কাজ শেষ করে যাব। তোমার যা ইচ্ছে করতে পার।

সোনি জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু সরে বসে ড্রাইভারকে বলল, হিলটন হোটেল।

ডিক মুখ গোঁজ করে বসে রইল, কোনো জবাব দিল না। হিলটন হোটেলে নেমে নিজের ঘরে যাবার জন্যে সোনি লিফটে উঠল, আর ডিক গেল হোটেলের ট্র্যাভেল ডিপার্টমেন্টে। সেদিন লণ্ডন বা প্যারিস যাবার কোনো প্লেন আছে কি না এবং একটা সিট পাওয়া যাবে কি না, সেখান থেকে ও বোস্টনের প্লেন ধরবে।

সোনি ঠিক করেছে যে টেম্পল অফ কারনাক, ভ্যালি অফ দি কিংস, আবু সিম্বেল, ডেনডেরা এবং আরও কয়েকটা ঐতিহাসিক নিদর্শন না দেখে সে অ্যামেরিকায় ফিরবে না।

ডিকের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে ঠিকই কিন্তু ডিকের মন সে জানে, ও সব ভুলে যাবে, দুজনে আবার ভাব হবে কিন্তু বাবুর এত রাগ যে যাবার আগে একবার দেখা করে গেল না।

সোনি স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরি, এবার বেরোবে। স্যুটকেসে সে জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়েছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে গাইড বই, ক্যামেরা, লেন্স, জোরালো একটা টর্চ এবং আরও কিছু টুকিটাকি সামগ্রী গুছিয়ে নিয়েছে।

লুকসরে রসিদের ছেলের দোকানে যেয়ে দেখা করতে হবে। সেখানে ক'দিন দেরি হবে বলতে পারছে না, তাই হিল্টন হোটেলের সে ঘর ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে। মিছেমিছি মোটা ভাড়া গুনে লাভ নেই, ওর হাতে অত পয়সা নেই।

বেরোবার আগে মুখে পাউডার বুলোচ্ছিল এমন সময় ফোন বেজে উঠল। সে যা অনুমান করেছিল ঠিক তাই, মারচেল ফোন করছে। তাকে বেশ প্রফুল্ল মনে হল। জিজ্ঞাসা করল, জর্জেসের সঙ্গে দেখা হল ?

দেখা হয়েছে, সোনি গম্ভীর।

কি বলল ?

আমাকে কয়েকটা বাজে প্রশ্ন করল আর তারপরই তো গণ্ডগোল। ওর বুঝি একজন সঙ্গী ছিল, সাটিরিওস না কে যেন। তাকে নাকি মুস্তাফা মাথায় ছোরা মেরেছে তাই দেখে জর্জেস রিভলভার বার করল তারপর গুলি চলল। আমরা তখনি সেখানে থেকে চলে এলুম।

সোনি তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।

না, এসে দরকার নেই। আমি এখনি বেরোচ্ছি মানে কায়রোর বাইরে যাচ্ছি তবে ইজিপ্ট ছেড়ে যাচ্ছি না। একাই যাচ্ছি, কারণ ডিক স্টেটসে ফিরে গেছে। সাজ্জাদ জাহিরকে জানিয়েই আমি যাচ্ছি।

সোনি তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি এখনি যাচ্ছি। আজ না হয় নাই গেলে। আমার একটা প্লেন আছে, কাল ভোরে তোমাকে তোমার গন্তব্য স্থলে পৌঁছে দোব।

তা হয় না, ধন্যবাদ। সোনি রিসিভার নামিয়ে রাখল।

নানা কারণে সোনির মেজাজ ভাল ছিল না। জর্জেসের ব্যবহার তার মোটেই ভাল লাগে নি। লোকটা যেন তার গার্জেন, এই রকম

ভাব। তারপর মারচেল কেন তাকে জর্জেসের সঙ্গে দেখা করতে বলল তাও সে বুঝছে না। মারচেল ভেবেছিল যে নেফারতিতি স্ট্যাচুর খবর জর্জেস জানে এবং সে স্ট্যাচু কোথায় আছে তা জর্জেস সোনির সুন্দর মুখ দেখে বলে দেবে অর্থাৎ মারচেল তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

আবার ফোন বেজে উঠল। নিশ্চয় মারচেল আবার ফোন করছে। সোনি ফোন তুলল না।

সোনি একটা ট্যাকসি নিয়ে কায়রো সেণ্ট্রাল স্টেশনে গেল। পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগল। বিশ্রী ভ্যাপসা গরম। সোনির শার্ট ঘামে ভিজে গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে। স্টেশনে নানা দেশের নানা পেশার ও নানা বেশভূষার মানুষের ভিড়। বাজারের মতো স্টেশনের ভিড়ে সোনির দিকে কেউ বিশেষভাবে নজর দিল না। সকলেই ব্যস্ত।

স্টেশনে যত ভিড়, টিকিট কাটবার কাউণ্টারে অত ভিড় নেই। স্লিপিংকারে বার্থ পেতে তার অসুবিধে হল না। পথে সে বালিয়ানে স্টেশনে ব্রেকজার্নি করবে। গ্রামটা একটু ঘুরে দেখবে, শুনেছে এখানে কিছু পুরাকীর্তি আছে। ট্রেনে ওঠবার আগে সোনি রেলওয়ে বুক স্টল থেকে হাওয়ার্ড কার্টার এবং এ. সি মেস-এর লেখা দি ডিসকভারি অফ দি টুম্ব অফ টুটানখামেন বইখানা কিনল, আর কিনল কয়েকখানা ম্যাগাজিন। হাওয়ার্ড কার্টারের বই সে আগে কয়েকবার পড়েছে কিন্তু এই বই তার নিজের ছিল না।

ট্রেনে উঠে বেশ গুছিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে সে ম্যাগাজিনগুলো দেখতে লাগল। ট্রেন ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। হঠাৎ তার কানে এল পরিচিত কণ্ঠস্বর, হ্যালো, যাক ঠিকই অনুমান করেছি। কোথায় যাবে লুকসর ছাড়া।

মারচেল! এখানে কেন?

শোনো সোনি, যা ঘটেছে তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি। শুনলুম জর্জেসের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকারটা মোটেই সুখপ্রদ হয় নি। রাস্তায় ওর সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে বলা আমার ঠিক হয় নি

কিন্তু লোকটা সুবিধের নয়, মেয়েমানুষকে একা পেলেই সে তার সুযোগ নেবেই নেবে।

না, বিশেষ কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নি, সোনি উত্তর দিয়ে ম্যাগাজিনের পাতায় আবার মন দিল। এই সময় ট্রেনে বোধহয় এঞ্জিন জুড়ল। ট্রেন একটু নড়ে উঠল।

সোনি শোনো, তোমার একটা ডিনার পাওনা আছে তারপর রসিদ হত্যার আমি কিছু খবর পেয়েছি, রসিদকে যারা খুন করেছে তারা কায়রোর লোক নয়, কয়েকটা ফটোগ্রাফও পেয়েছি তুমি নেমে এস প্লিজ।

ছবিগুলো এনেছ?

সময় পেলুম কোথায়? ছবিগুলো আমার হোটেলেই আছে।

ট্রেন এখনি ছাড়বে তুমি নেমে পড় মারচেল, আমাকে লুকসর যেতেই হবে।

গার্ডের হুইসল বেজে উঠল। হতাশ হয়ে মারচেল বলল, তাহলে তুমি নামবে না। ঠিক আছে, লুকসরে যেয়ে আমাকে টেলিফোন করো, আমিও না হয় লুকসরে যাব।

ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছিল, মারচেল নেমে পড়ল। ট্রেন গতি বৃদ্ধি করে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে গেল। মারচেল রুমাল দিয়ে মুখ মুছে চোখে সানগ্লাস পরতে গিয়ে দেখল সামনে মুস্তাফা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে মারচেল জিজ্ঞাসা করল, এ কি, তুমি ট্রেনে উঠলে না?

কেন উঠব? মেয়েটাকে তো শুধু কায়রোতে ফলো করার কথা।

তাই নাকি? তোমার সঙ্গে চুক্তি তুমি মেয়েটাকে ফলো করবে তা সে কায়রোতেই হোক আর অ্যালেকজাণ্ড্রাতেই হোক, এস আমার সঙ্গে।

স্টেশনের বাইরের রেমি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। মুস্তাফাকে নিয়ে মারচেল গাড়িতে উঠে তাকে জিজ্ঞাসা করল, আল আজহার মসজিদের সামনে কি হয়েছিল?

জর্জেস তো একা যায় নি? সঙ্গে সে একটা বডিগার্ড নিয়েছিল।

সেই গার্ড মেয়েটার দিকে যেভাবে চাইছিল তাতে আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলুম বডিগার্ডের কোনো কুমতলব আছে। তাই মেয়েটার প্রাণ বাঁচাবার জন্য বডিগার্ডকে একটু শিক্ষা দিয়েছি। তার টাক মাথাটা একটু চিরে দিয়েছি যদি সেই ফাঁক দিয়ে চুল বেরিয়ে ওর টাকমাথা ঢেকে যায়। তুমি খুন করতে নিষেধ করেছিলে তাই খুন করিনি।

যাক যা হবার হয়েছে। মেয়েটা লুকসরে গেল, তুমি আজই প্লেনে লুকসর চলে যাও। ওখানে মেয়েটাকে চোখের আড়াল করবে না।

ভোর ছ'টায় ট্রেন বালিয়ানে স্টেশনে থামল। সোনি দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে চুল আঁচড়ে নামবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। এখান থেকে সে যাবে অ্যাবিডস গ্রামে, সেখানে ফারাও প্রথম সেটি একটা উপাসনা মন্দির তৈরি করেছিল কিন্তু শেষ করে যেতে পারে নি। মন্দিরের নির্মাণ কার্য শেষ করেছিল তার পুত্র দ্বিতীয় রামেসিস। এই মন্দিরের বিষয় সে আগে ভাল করেই পড়েছে, মন্দিরের নক্সাও দেখেছে। দেওয়ালে যে চিত্রলিপি আছে তার অনুবাদ সে পড়েছে কিন্তু আসলের সঙ্গে অনুবাদটা মিলিয়ে নেওয়া দরকার। মন্দিরে কি আছে না আছে তা সে জানে। মন্দিরটাই শুধু দেখা হয় নি।

স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি ছিল। স্যুটকেস হাতে নিয়ে সোনি ট্যাক্সিতে উঠল। গাড়ি চলল। পথের ধারে গ্রাম, আখের ক্ষেত, খেজুর বাগান। একটা গ্রাম পার হয়ে ট্যাক্সি থামল। ড্রাইভার আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ যে সেটি টেম্পল, গাড়ি আর যাবে না। রাস্তা নেই।

ট্যাক্সি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলে সোনিকে ছেঁকে ধরল। কেউ চায় ভিক্ষে কেউ চায় পুতুল বেচতে। তাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সোনি দর্শনী দিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেল।

এদিকে মুস্তাফা প্লেনে আসার ফলে সোনির আগেই লুকসরে পৌঁছে গেছে। সকালে স্টেশনে যেয়ে সে সোনির ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে সোনি যে বালিয়ানে স্টেশনে নেমে

পড়েছে তা তো সে জানে না, মারচেলও জানত না। অতএব ট্রেন এল কিন্তু সে ট্রেন থেকে সোনি নামল না। প্ল্যাটফর্ম থেকে শেষ যাত্রীটি বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত মুস্তাফা অপেক্ষা করল। সোহিনী কার্টার এল না কেন? তাকে তো কায়রো স্টেশনে এই ট্রেনেই বসে থাকতে দেখেছে তবে সে গেল কোথায়? নিশ্চয় কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। মারচেলকে টেলিফোন করা যাক। টেলিফোন করবার উদ্দেশ্যে স্টেশন থেকে বেরিয়ে মুস্তাফা লুকসরের সেন্ট্রাল পোস্ট অফিসের দিকে পা বাড়াল। অ্যামেরিকান মেয়েটা তো মারচেলকে খুব ঘোল খাওয়াচ্ছে। মেয়েটাকে মারচেলের মতো রসবাজও এখনও কব্জা করতে পারল না।

সেটি টেম্পলের ভেতরে ঢুকে সোনি অবাক। বিরাট বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। এই উপাসনা মন্দিরটি সম্বন্ধে সে বোস্টন মিউজিয়মে একখানা সচিত্র ও তথ্যমূলক বই পড়েছিল কিন্তু এই সে প্রথম বুঝল যে বই পড়া এক জিনিস এবং পঠিত বিষয় নিজের চোখে দেখা আর এক জিনিস।

উপাসনা মন্দিরটি প্রত্যক্ষ করে সে উপলব্ধি করল যে এর যা সম্পদ তার ভগ্নাংশও ঐ বইতে নেই, বইখানি যদিও একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতের লেখা। সে যা দেখল তা খুঁটিয়ে লিখতে গেলে আরও কয়েক খণ্ড বই লিখতে হবে। তিন চার ঘণ্টায় সে কতটুকু আর দেখবে, সে আবার মিশরে ফিরে আসবে এবং শুধু সেটির টেম্পল নিয়েই গবেষণা করবে ও বই লিখবে।

অ্যামেরিকায় ফিরে যেয়ে সে এই টেম্পল সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখে অ্যামেরিকার বিখ্যাত স্মিথ সোনিয়ান ইনস্টিটিউটে পেশ করে আর্থিক সাহায্য দাবি করবে যাতে সে এই মন্দির সম্বন্ধে বই লিখতে পারে। মিশর সরকারেরও সহায়তা চাইবে।

দেওয়ালে দেওয়ালে প্রচুর চিত্রলিপি রয়েছে যার সন্ধান সে আজও পায় নি। বহু মূর্তি ও নিদর্শন অপহৃত হলেও এখনও যা রয়েছে তার তুলনা নেই। তার প্রধান কাজ হবে চিত্রলিপিগুলির ব্যাখ্যা করা তবে

কায়রো মিউজিয়মে খোঁজ করতে হবে ওরা এ বিষয়ে কিছু কাজ করেছেন কি না।

যেহেতু এই মন্দিরটি ফারাও প্রথম সেটি নির্মাণ করেছিল সেইজন্যেই সোনি খুঁজতে লাগল সেটি তার ঠাকুমা নেফারতিতি সম্বন্ধে কোনো তথ্য, ছবি বা মূ্ত পাওয়া যায় কি না। কিন্তু না, নেফারতিতির নাম কোথাও নেই। এই মন্দিরে কোনো ফারাও কোনো ব্যক্তির নিজস্ব নাম উল্লেখিত হয় নি, পদ ও পেশার নাম ব্যবহৃত হয়েছে শুধু একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল। সে একটা নাম পেল, নেনেফতা। সে কে? এ নাম তো সোনি কোথাও পায় নি।

দেখতে দেখতে কত সময় পার হয়েছে সোনির খেয়াল নেই। খিধে তৃষ্ণা ভুলে আত্মহারা হয়ে সে সবকিছু দেখছে। ভেতরে আলোর ভাল ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে তাকে টর্চ জ্বালতে হচ্ছিল।

একটা ছোট দরজার মাথায় ইংরেজী, ফরাসী ও আরবী ভাষায় লেখা রয়েছে উপাসনা প্রকোষ্ঠ। দরজাটি এত নিচু যে মাথা নামিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। ভেতরটা ভীষণ অন্ধকার, কোনো জানলা নেই।

সোনি টর্চ জ্বেলে ভেতরে ঢুকে দেখল ছাদ বেশ উঁচুতে। সেই ছাদ ধরে আছে পাথরের বেশ মোটা চারটি থাম। থামে অজস্র চিত্রলিপি। মাঝখানে একটি বেদি। মেঝে ভেঙে গেছে এবং পাথরও অদৃশ্য।

সোনি ঠিক করল থামগুলোর ছবি তুলবে। কাঁধ থেকে ব্যাগটা বেদির ওপর নামিয়ে ক্যামেরা বার করবার জন্যে যেই সে টর্চ জ্বেলেছে অমনি ভয়ে তার সারা দেহ শীতল হয়ে গেল।

সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে সাত আট ফুট দূরে কালো কুচকুচে একটা গোখরা সাপ ফণা তুলে তাকে দেখছে। কি হিংস্র তার হলদে চোখ দুটো, মাঝে মাঝে সরু জিভ বার করছে।

সোনির হাত পা অবশ হয়ে গেল। সে কি করবে? তার সব চিন্তাশক্তি অবলুপ্ত। সাপের দিকে সে তার টর্চ ধরে রইল। কিন্তু

মিশরের প্রাচীন দেবদেবীরা বোধহয় তার সহায়। মিনিটখানেক পরে সাপটা মাথা নিচু করে বেদির পাশ দিয়ে অন্ধকারে কোথায় চলে গেল। আর এক সেকেণ্ডও দেরি নয়। সোনি তখনি উপাসনা প্রকোষ্ঠ থেকে ছুটে এবং মন্দির থেকেই বাইরে বেরিয়ে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে হাঁপাতে লাগল। তার হাত পা কাঁপছে।

তার এই অবস্থা দেখে যে লোকটি টিকিট বিক্রি করছিল সে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করল কি হয়েছে। সোনি গোখরো সাপের কথা বলতে লোকটি বলল, তাহলে সাপটা তুমি দেখেছ? আমরা ঐ সাপটা মারবার জন্যে অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছি। সাপ যে আছে আমরা প্রত্যেক দর্শককে বলে দিই কিন্তু তুমি এত তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেলে যে আমি তোমাকে সতর্ক করার সুযোগ পেলুম না।

সোনি ভাবল তাহলে বুঝি সাপের ভয়ে এই মন্দিরে কেউ ঢোকে না। ব্যাপারটা সাজ্জাদ জাহিরকে জানান দরকার।

সোনি নিজেকে সংযত করে ঘড়ি দেখল বেলা তিনটে বেজে গেছে এবং অনুভব করল তার ভীষণ খিধে পেয়েছে অথচ এখানে কোনো রেস্তরাঁ নেই। ওর ব্যাগে একটা চকোলেট ছিল সেইটা খেয়ে আপাততঃ ক্ষুন্নিবৃত্তি করল। তাকে চকোলেট খেতে দেখে একটি বালক এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, কোকাকোলা ম্যাডাম?

আশ্চর্য! এখানেও কোকাকোলা পাওয়া যায়? কোকাকোলা পান করে তেষ্টা মিটিয়ে সোনি স্টেশনে ফিরে এল। তার ভাগ্য ভাল যে লুকসর যাবার ট্রেন লেট করেছে। পনেরো মিনিট পরে ট্রেন এল।

ট্রেনে উঠে সে ভাবতে লাগল নেনেফটা কে? ফারাও সেটির কোনো মন্ত্রী? পুরোহিত?

একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন থামল। কি নাম? নাগ হাম্মাদি। এখানে নীল নদের ওপর ব্রিজ, ট্রেন নীল নদের পশ্চিম তীর থেকে পুব তীরে যাবে। ট্রেনে যেতে যেতে সোনি হাওয়ার্ড কার্টারের

বইখানা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। বইতে হ্যারি বার্টনের তোলা অনেক ফটোগ্রাফ আছে। বইখানা আবার ভাল করে পড়তে হবে।

তার যতদূর মনে পড়ছে টুটানখামেনের মা নেফারতিতির স্ট্যাচু পাওয়া গেছে এমন কথা হাওয়ার্ড কার্টার বা পরবর্তী কোনো লেখক এ বিষয়ে লিখেছেন। তবে হাওয়ার্ড কার্টারের বিশ্বাস যে তারা টুটানখামেনের কবরে ঢোকবার আগে দস্যুরা অন্য পথ দিয়ে কবরের ভেতরে ঢুকে লুটপাট করেছে, বেশ কিছু সামগ্রী যথাস্থানে ছিল না। হয়তো ঐ দস্যুরাই নেফারতিতির স্ট্যাচুটা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল। এই রহস্য ভেদ করতে হবে। কে জানে রসিদের ছেলে হয়তো কিছু বলতে পারবে।

ট্রেন থেকে লুকসরে নেমেই সোনির সারা দেহ যেন কি এক উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠল। কতদিন থেকে সে স্বপ্ন দেখছিল কবে সে লুকসরে আসবে। সে যেন ধন্য হয়ে গেল।

স্টেশনের বাইরে কোনো ট্যাক্সি নেই তবে একটা ঘোড়ার গাড়ি ছিল। অগত্যা সেই ঘোড়ার গাড়িতেই চেপে বসল। ঘোড়ার গাড়ির চালক তাকে একটি হোটেলের সামনে নামিয়ে দিল। হোটেলের নাম হোটেল লাকসারি, বোধহয় লুকসরের সঙ্গে মিলিয়ে নাম রাখা হয়েছে। বিলাসবহুল না হলেও হোটেলটা মোটামুটি ভাল। ওকে যে ঘর দেওয়া হল সেই ঘরের লাগোয়া বাথরুম আছে। বাথরুমে বাথটব আছে এবং বাথটব ভর্তি করার জন্যে যথেষ্ট জলও পাওয়া যায়। একটা বারান্দাও আছে। বারান্দা থেকে নীল নদ, আখের ক্ষেত আর খেজুর গাছের বাগান দেখা যায়। দল বেঁধে বোরখা পরা মিশরী রমণীদের দেখা যায় মাথায় জলপাত্র নিয়ে জল আনতে যাচ্ছে বা জল নিয়ে ফিরছে। সোনির ভালই লাগল।

সে জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে বাথটব জলে ভর্তি করবার জন্যে কল খুলে ঘরে এসে সমস্ত পোশাক ছেড়ে রেখে নগ্ন হয়ে বাথরুমে যাবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে অমনি টেলিফোন বেজে উঠল।

সোনি অবাক। সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, ঘরে একটা

টেলিফোনও আছে। রিসিভার তুলে কানে ঠেকিয়ে, হ্যালো বলতেই ওপার থেকে সাড়া পাওয়া গেল : ওয়েলকাম টু লুকসর মিস কার্টার।

না, মারচেল নয়, সাজ্জাদ জাহির। কণ্ঠস্বরে আন্তরিকতার সুর। সোনি বলল, থ্যাংক ইউ, আমি কায়রো ছেড়ে আসবার আগে তোমার অফিসকে জানিয়ে এসেছি কিন্তু।

ঠিক আছে, সে খবর আমি পেয়েছি। লুকসরে আমার একটা বাংলো আছে, আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি। যা বলছিলুম, আজ রাত্রে আমি আপনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করছি, আপনি আসবেন? আরও একটা কথা, আপনার কি ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস আছে? তাহলে আপনাকে আমি এখনি মানে এই সকালে আপনাকে লুকসর ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।

সোনি খুব খুশি হল। সজ্জাদ জাহিরের মতো জানাশোনা একজন লোক তাকে যদি লুকসরের স্মৃতিচিহ্নগুলো দেখায়, তাহলে তার চেয়ে আর ভাল কি হতে পারে। সাজ্জাদ সঙ্গে থাকলে অতিরিক্ত সুযোগও পাওয়া যেতে পারে। সোনি বলল :

ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস নেই কারণ অ্যামেরিকায় তো ঘোড়ায় চড়ার দরকার হয় না, তবে এককালে রাইডিং করেছি। ঠিক আছে মিঃ জাহির, তোমার উভয় নিমন্ত্রণই আমি সানন্দে গ্রহণ করলুম। থ্যাংক ইউ।

সকালে বেশিক্ষণ ঘোরা হল না কিন্তু ওরা আবার বিকেলের দিকে বেরোল। সাজ্জাদ জাহির ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সোনিকে অনেক কিছুই দেখাল। টেম্পল অব কারনাক দেখাল। কারনাক সোনির অজানা নয় তথাপি বেশ কিছু প্রচলিত কাহিনী তার জানা ছিল না। লুকসরের বিষয়েও কিছু নতুন তথ্য জানা গেল।

সন্ধ্যার মুখে ওরা দুজনে জাহিরের বাংলোয় ফিরে এল। জাহিরের বাংলোর কাজের লোকটি প্রথমে ওদের শীতল পানীয় দিয়ে আপ্যায়িত করল তারপর কিছু পরে কিছু খাদ্য ও কফি পরিবেশন করল।

এখন দুজনেরই ক্লান্তি দূর হয়েছে। বারান্দায় বসে ওরা জমিয়ে গল্প আরম্ভ করল। ডিনারের এখনও দেরি আছে, সোনি ডিনার খেয়ে হোটেলে ফিরবে।

জাহির তার ব্যক্তিগত কাহিনী বলতে আরম্ভ করল। সে অ্যামেরিকায় কতদিন ছিল, কোথায় কোথায় কি কি পড়েছে। অ্যামেরিকায় একটি মেয়েব সঙ্গে তার প্রেম হয়েছিল। বিয়েও হয়তো হতো কিন্তু মেয়েটি কিছুতেই ইজিপ্টে আসতে বাজি হয় নি এবং জাহিরের পক্ষে অ্যামেরিকায় বসবাস করা সম্ভব নয়, কারণ তাকে ইজিপ্ট সরকার শর্ত-সাপেক্ষে অ্যামেরিকায় পাঠিয়েছে। তাকে দেশে ফিরে চাকরি করতে হবে। অতএব দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় এবং আর দেখা হয় নি।

জাহিরের বাংলোয় কিছু পুরাকীর্তির নিদর্শন ছিল। সেগুলি সে সোনিকে দেখাল। এই ধরনের পুরাকীর্তি বিরল এবং সোনি পূর্বেও দেখে নি। সোনি জিজ্ঞাসা করে ফারাও প্রথম সেটির মূর্তি এখন অ্যামেরিকায়। এমন সুন্দর একটি মূর্তি তাদের চোখ এড়িয়ে অ্যামেরিকায় কি করে চলে গেল? এই চোরাকারবার ওরা বন্ধ করতে পারে না?

জাহির স্বীকার করল কিছু অসাধু সরকারী কর্মী ও শুল্ক বিভাগের কর্মী এই চোরাকারবারীদের সাহায্য করছে এইজন্যই এই ব্যবসা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

সোনি বলল, সে বিদেশী এবং দুষ্প্রাপ্য অ্যান্টিক কেনবার ছল করে সে এই চোরাকারবারীদের নাম জানবার চেষ্টা করবে।

জাহির সঙ্গে সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দেয়, খবরদার, ও লাইনে যেয়ো না। তোমারই দেশের একটি সাহসী যুবক চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে যে কোথায় বেপাত্তা হয়ে গেল তার কোনো সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। অ্যামেরিকা থেকে এফ. বি. আই-এর লোক এসেও তার কোনো হদিশ করতে পারে নি। এক শক্তিশালী চক্র এই ব্যবসা চালাচ্ছে।

আমার ঐ চক্রের ভেতরে ঢোকবার মতলব নেই তবুও যদি কিছু করতে পারি তোমাদের জন্যে। আচ্ছা রসিদ আলি আমিনের ছেলের এখানে একটা দোকান আছে শুনেছি। তুমি ছেলের ঠিকানা জান?

খুবই দুঃখিত মিস কার্টার। রসিদের ছেলে তৌফিককে দু'তিন দিনের মধ্যে কেউ খুন করেছে। অনুসন্ধান চলছে।

সোনি হতাশ হল। নেফারতিতি গোল্ডেন স্ট্যাচুর বিষয় কিছু জানবার শেষ সূত্রটুকুও তিরোহিত।

আশ্চর্য! দু'দিনের মধ্যে তিনটে খুন! এই সব খুন কারা করছে? কিছু সন্ধান পাচ্ছ? পুলিস কিছু করছে?

পুলিস কি করছে তা আমি জানি না তবে মিশরের অমূল্য সম্পদ আবিষ্কৃত হয়ে পর্যন্ত এই খুন চলে আসছে, চলছে এবং চলবে।

আমি আবিডসে ফারাও প্রথম সেটির উপাসনা মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। আমি ফারও-এর উপাসনা কক্ষে প্রবেশ করেছিলুম, সেখানে মস্তবড় এক গোখরো সাপ! ভাগ্যক্রমে আমাকে কামড়ায় নি, কিন্তু মন্দিরটা আমার ভাল করে দেখা হল না।

আমাদের এ এক সমস্যা, আসোযান, হাতোর, ডেনডেরা, আবিডস, সাকারা এবং এখানে এই লুকসরেও সাপের বেশ উৎপাত আছে, তবে কায়রোয় সাপের উৎপাত নেই। ওখানে ঘন ঘন মানুষ যায়, মানুষের ভিড়ও খুব।

তা তোমরা এই সাপগুলো মারবার চেষ্টা কর না? কিছু না পার তো মাঝে মাঝে কারবলিক অ্যাসিড ছড়ালেও তো পার।

অন্যমনস্ক হয়ে জাহির জবাব দেয়, সাপ মারা আমার কাজ নয়। কোথাও সাপ দেখা দিলে আমি সংশ্লিষ্ট বিভাগে রিপোর্ট পাঠাই তারপর তারা কি করে আমি জানি না।

তা এই সাপ তো তোমাকেও একদিন কামড়াতে পারে।

তা পারে, কি করব?

জাহিরের নিস্পৃহতা লক্ষ্য করে সোনি অবাক। সে সাপ কেন আর কোনো প্রসঙ্গই তুলল না। শুধু বলল, রাত্রি অনেক হল।

ও হ্যাঁ, চল তোমাকে তোমার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হোটেলে ফেরার পথে সোনির বারবার ডিকের কথা মনে পড়তে লাগল। সে যেরকম রেগে দেশে ফিরেছে তাতে দুজনের সম্পর্কে চিড় না খায়। কালই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একখানা চিঠি লিখতেই হবে। কিন্তু হায় পরদিন সোনি সে চিঠি লেখার সুযোগ পায় নি।

সোনির মন বেশ বিক্ষিপ্ত। একে ত নিজের কাজ নিয়ে সে বিব্রত। যে কাজ করব ভেবে সে মিশরে এসেছে তার প্রায় কিছুই হয় নি। তবে এজন্যে সে নিজে দায়ী নয়। এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল যে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। তারপর সে মনে মনে স্বীকার করে যে সে মারচেল এবং সাজ্জাদ জাহিরের মতো দুই যুবকের প্রভাব তার মনের ওপর বিস্তার করেছে। অস্বীকার করে লাভ নেই, সে এই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট। ডিককে সে ভালবাসে ঠিকই কিন্তু ডিক প্রেম করতে জানে না। সে তাকে ভালবাসে ঠিকই কিন্তু সর্বদা সে নিজের দাবি নিয়ে হাজির হয়, তার নিজেরও যে একটা দাবি থাকতে পারে তা ডিক বোঝে না। আর মারচেল, সে তো সবসময়ে সোনিকে বড় করে দেখে, সোনির চাহিদাই যেন সব। তার কোনো দাবি পূরণ করতে পারলে মারচেল যেন কৃতার্থ হয়ে যায়।

আর সাজ্জাদ জাহির। তার তুলনা হয় না। সুপুরুষ ও বিদ্বান, রুচিশীল, নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন। নিজেকে হালকা করতে চায় না। তার অনেক গুণ।

লুকসর জায়গাটা সোনির খুব পছন্দ হয়েছে। যতদিন না তার কাজ শেষ হয় ততদিন সে লুকসরেই থাকবে। হোটেলটা ছোট হলেও পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম, খাওয়া-দাওয়া ও কাজের ব্যবস্থা বেশ ভাল। হোটেল না বলে ট্যুরিস্ট লজ বলাই ভাল।

পরদিন সে সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়ল। হালকা ও হ্রস্ব

পোশাক পরে বাগানে একটু পায়চারি করল। তারপর ঘরে ফিরে স্নান করল।

ব্রেকফাস্টের সঙ্গে একটা টেলিগ্রাম এসেছে: আজ লুকসর যাচ্ছি, আজ রাত্রে হোটেল লাকসারিতে তোমার সঙ্গে দেখা করব. মারচেল।

টেলিগ্রাম খোলবার আগে খাম দেখে সে ভেবেছিল এ টেলিগ্রাম বোধ হয় ডিক করেছে। পরমুহূর্তে অবশ্য মনে পড়েছিল ডিক তো তার লুকসরের ঠিকানা জানে না। বেশ আসুক, ভালই হবে।

নেনেফটা! আবার সেই নামটা তার মনকে ধাক্কা দিল, অথচ সে জানে না তার নিজের কাছেই এমন কিছু কাগজপত্তর আছে যার মধ্যে নেনেফটার পরিচয় আছে।

একবার কায়রো যাওয়া দরকার। রসিদের সঙ্গে তার সম্পর্কের একটা ক্ষীণ সূত্র এখনও রয়েছে। যে বেডেকার বইখানা রসিদ তাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিল সেই বইখানা তার মালিককে ফেরত দিতে হবে। ঠিকানা ঐ বইতেই লেখা আছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বইখানা বার করল। বইখানা পুরনো, মলাট আলগা হয়ে গেল। মলাট ওলটাতেই বই মালিকের নাম ঠিকানা পাওয়া গেল। স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা আছে: আবুতালেব, ১৮০ শারি এল তাহরির, কায়রো। সোনি লক্ষ্য করল বইখানার ভেতরে কয়েকখানা পাতলা কাগজ রয়েছে। কাগজে বেশ কিছু নোট করা রয়েছে তবে আরবী ভাষায়। হস্তাক্ষর ছোট হলেও বেশ স্পষ্ট। এ ভাষা সোনি জানে। পরে পড়া যাবে।

কাছে শারি লুকাণ্ডা রাস্তায় কয়েকটা অ্যান্টিক শপ আছে। সোনি স্থির করল সে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য বেশ বড় এক অ্যান্টিক ক্রেতার প্রতিনিধি হিসেবে সে বেশ দামী ও বিরল অ্যান্টিক খুঁজছে।

ব্রেকফাস্ট করেই সে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। পরপর কয়েকটা দোকান ঘুরল। বেশির ভাগ দোকানেই সবই প্রায় নকল

মাল, আসল মাত্র কয়েকটা আছে। সব দোকানেই সে খোঁজ করে আসল এবং অজানা কোনো অ্যান্টিক। যদি এখন না থাকে, আমার নাম ঠিকানা রেখে দাও, সন্ধান পেলেই আমাকে জানাবে। কেউ কেউ বলে জানাবে। সোনি ভাবে এইভাবে হয়তো নেফারতিতির স্ট্যাচুর সন্ধান পাওয়া যাবে।

সোনি প্রায় নিরাশ হল। শুধু একটা দোকানের মালিক ওসামা আনসারি বলল, তার সন্ধানে একটা স্ট্যাচু আছে বোধ হয় রানী হাতশেপসুতের। সে একটু পরে সেখানে যাবে, যদি না বিক্রি হয়ে থাকে তাহলে সে লেডীকে জানাবে তবে দশ হাজার ডলার দাম হাঁকবে।

দামের জন্যে চিন্তা নেই বলে সোনি অ্যান্টিক শপ পাড়া থেকে চলে গেল। সে ফেরি বোটে নদী পার হয়ে ওপারে ওয়েস্ট ব্যাংকে গেল। ওপারে পৌঁছে বাসে উঠল। বাসটা ট্যুরিস্টে ভর্তি, যাচ্ছে রাজা টুটানখামেনের মূর্তি দেখতে। সোনিও সেই দলে ভিড়ে গেল।

টুটানখামেনের কবর সম্বন্ধে সোনি এত বেশি পড়াশোনা করেছে, অজস্র ছবি দেখেছে, কবরের নকশা দেখেছে বারবার যে কবরে প্রবেশ করে তার জায়গাটা অপরিচিত মনে হল না। তার মনে হল সে এখানে আগে এসেছে।

বেডেকারের গাইড বুকে এবং অন্যত্র সে পড়েছিল যে হাওয়ার্ড কার্টার টুটানখামেনের কবরে প্রবেশ করার আগে দস্যুরা অন্ততঃ বার দুই কবরে ঢুকেছিল। কবরে প্রবেশ করে কার্টার লক্ষ্য করেছিল কিছু সামগ্রী এ দিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে এবং কয়েকটি সামগ্রী যথাস্থানে নেই।

অন্ততঃ বার দুই যে দস্যুরা কবরে প্রবেশ করেছিল সে বিষয়ে খোঁজ নিতে হবে। দেখা যাক কায়রো মিউজিয়মের ডিরেক্টর কিছু বলতে পারে কি না।

ঘুরতে ঘুরতে খিদে পেয়ে গেল। লাঞ্চ করবার জন্যে সোনি যখন একটা রেস্তরাঁয় ঢুকছে সেই সময়ে একটা লোকের দিকে তার

চোখ আটকে গেল। এ তো সেই লোকটা, যাকে ও কায়রো মিউজিয়মে, সাকারাতে, কায়রোর রাস্তায় দেখেছে। লোকটা কে? তাকে কি অনুসরণ করছে? কেন? ওকে কে পাঠিয়েছে? পুলিস, সরকারের সিকিউরিটি বিভাগ, সাজ্জাদ জাহির, মারচেল অথবা জর্জেস? সোনি খেতে খেতে অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগল।

খাওয়া শেষ করে ঝোলা ব্যাগ থেকে সোনি তার নোট বুকে কয়েকটা পয়েন্ট নোট করল। এইগুলো সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হবে: নেনেফটা, টুটানের কবরে দু'বার দস্যুতা হয়েছিল এ বিষয়ে তথ্য, হাওয়ার্ড কার্টারের সঙ্গে যে মিশরীয় গাইড কবরে প্রবেশ করেছিল তার নাম সার্বাত রামান, সে বেঁচে আছে কি না, লর্ড কারনারেভন ও হাওয়ার্ড কার্টারের বংশের কেউ বেঁচে থাকলে তাদের সঙ্গে অ্যামেরিকা ফেরার পথে ইংল্যাণ্ডে দেখা করতে হবে।

নোট বই ঝোলায় ভরে রেখে গাইড বই বার করে দেখল এখানে আর দর্শনীয় স্থান কি আছে? তারপর বিল মিটিয়ে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সোনি যখন লুকসরে হোটেলে ফিরল তখন সবে সন্ধ্যা পার হয়েছে। হোটেলের বাগানে আলো জ্বলছে। যুবক যুবতীদের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। একদল মার্কিন যুবক-যুবতী সুইমিংপুলে নেমে পড়েছে। সোনিরও লোভ হল। সুইমিংপুলে নেমে পড়লে হয় কিন্তু হায় সে তো বিকিনি আনেনি! হোটেলে কি বিকিনি পাওয়া যায়?

আগে ঘরে ঢোকা যাক। সারাদিন ত ছিল না।

ঘরে ঢুকে দেখল দুখানা আমন্ত্রণ পত্র। হোটেলের লোকেরা দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ফেলে দিয়েছে। একখানা চিঠি মারচেলের, অপরখানা সাজ্জাদ জাহিরের। দুটো চিঠিই ডিনার খাবার আমন্ত্রণ তা মারচেল তো আগেই টেলিগ্রাম করে জানিয়েছে যে সে আজ আসছে, লাকসারি হোটেলেই ডিনার খাওয়াবে। জাহির কোনো তারিখ দেয় নি, তারিখটা সোনিকেই ঠিক করতে বলেছে।

সোনি রুম সারভিসকে ফোন করল, হোটেলে বিকিনি কিনতে পাওয়া যায়? ওরা উত্তর দিল পাওয়া যায় না, তবে অর্ডার দিলে কালই তারা কায়রো থেকে আনিয়ে দিতে পারে। অতএব সুইমিং-পুলে সাঁতার কাটা হল না। তবুও একবার ভাবল যদি বাথটাওয়েল গায়ে জড়িয়ে সুইমিংপুলে নামা যায় তাহলে কি অসভ্যতা হবে? যাক। কাল তো সে কায়রো যাবে, সেখান থেকে একটা বিকিনি কিনে আনবে।

মারচেল ডিনার টাইমের একটু আগেই এসে হাজির, চমৎকার মানিয়েছে।

এরিকা বলল, আজ সারাদিন খুব ঘুরেছি। আমি এখনও সেই প্রাচীন ইজিপ্টে বাস করছি।

তাহলে আমি তোমাকে কিছু প্রাচীন ছবি দিচ্ছি।

প্রাচীন কোথায়? এ সব তো কয়েকটা আধুনিক মানুষের ছবি।

প্রাচীন নয় তবে এদের সঙ্গে প্রাচীনের সম্পর্ক আছে। দেখ তো এদের মধ্যে রসিদের খুনীকে চিনতে পার কি না।

ছবিগুলি ভাল করে দেখতে দেখতে সোনি বলল, চিনতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে এদের মধ্যেই কেউ হবে।

তুমি তো আগেই বলেছ খুনীদের কারও তুমি মুখ দেখ নি। তবুও যদি মনে পড়ে তো বোলো।

দেখ আমি যেদিন থেকে প্রথম মিশরের আর্কাইভগুলো দেখতে আরম্ভ করেছি, সেইদিন থেকে একটা মানুষ আমাকে ফলো করছে। আমার মনে হয় লোকটা খুনীদের দলের কেউ হবে, আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি।

মারচেল কপট বিস্ময় প্রকাশ করে, কারণ সে তো জানে সোনিকে তারই প্রেরিত লোক মুস্তাফা ফলো করছে। মুখে বলে: লোকটাকে আমাকে দেখাতে পার?

ঠিক আছে, এবার যখন রাস্তায় বেরোব তখন তোমাকে দেখাব

কিন্তু কখন রাস্তায় বেরোব ? মারচেল তোমার সেই প্লেন কোথায় আছে ?

কেন ? এখন প্লেন কি হবে ? তবে এখানে এই লুকসরেই আছে, কোথায় যাবে ?

আমি কায়রো যেতে চাই এবং আজই, তাহলে কাল সকালে কাজটা সেরে ফেলতে পারি।

মারচেলের ইচ্ছে সোনিকে কায়রোতে নিয়ে যায়, সেখানে অনেক মজা। এখানে এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে সে কোনো বিষয়ে উৎসাহ পাচ্ছে না। সে বলল, আজই যেতে চাও ? তাহলে রেডি হয়ে চল।

মারচেলের পাইলট থাকলেও মারচেল নিজেই প্লেন চালায়। ছোট জেট প্লেন। বসবার সিট মাত্র চারটে। আজ সোনি সঙ্গে আছে তার সঙ্গে গল্প করতে হবে, তাই সে পাইলটের হাতে প্লেন ছেড়ে দিয়ে সোনির পাশে এসে বসল।

কথা প্রসঙ্গে সোনি বলল, আচ্ছা মারচেল, তুমি বলেছিলে না যে তোমার মা ইংরেজ মহিলা ? তা সেই সূত্রে তুমি বা তোমরা লর্ড কারনারভনের কন্যা লেডি ইভলিন হারবার্টের কোনো খবর রাখ ? তাঁর সঙ্গে আমার একবার দেখা করা দরকার।

না, আমাদের সঙ্গে পরিচয় নেই তবে খোঁজ করতে পারি।

বেশ, আরও একটা প্রশ্ন, নেনেফটা সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণা আছে ? সে কে ? তুমি কিছু জান ? বিশেষ করে ফারাও প্রথম সেটি সম্পর্কে।

মারচেল বলল, ও নাম সে কখনও শোনে নি এবং তার কোনো ধারণাও নেই।

কায়রো পৌঁছে মারচেল সোনিকে হোটেল নাইলভিউতে নিয়ে গেল। রাত্রি তখন প্রায় একটা বাজে। মারচেলের প্রতি ম্যানেজার অত্যন্ত সদয়। যদিও হোটেলের সব ঘর ভর্তি তাহলেও মঁসিয়ে মারচেল এবং তাঁর বান্ধবীর জন্যে সব সময়ে পৃথক ঘর এবং মঁসিয়ের

ঘরের পাশেই পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, দুই ঘরের মাঝে দরজা আছে বই কি, তবে এই স্পেশাল ব্যবস্থার জন্যে স্পেশাল চার্জ দিতে হবে।

দুজনে নিজের নিজের ঘরে প্রবেশ করে বেশ পরিবর্তন করল। সোনি গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে চুল আলগা করে একটু বসে ভাবছে, কাল সকালে সে কি করবে। এমন সময় মাঝের দরজা খুলে মারচেল তাকে ডাকল এস সোনি, একটু ড্রিংক করা যাক, প্লেনে আসার ধকল জুড়িয়ে যাবে।

সোনি বিনা বাক্যব্যয়ে মারচেলের ঘরে চলে এল। মারচেলকে তার বেশ ভাল লাগে।

মারচেল টেবিলে সবকিছু সাজিয়ে রেখেছিল। উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু পানীয়। দুজনে পাশাপাশি বসে পান করতে লাগল। পান শেষ হল, সোনির বেশ একটু গোলাপী নেশা হল। কিছু আজেবাজে কথা বলতে বলতে মারচেলের গলা জড়িয়ে ধরল। মারচেল ওকে কাছে টেনে নিল। সোনি সে রাত্রে আর নিজের ঘরে ফিরে গেল না।

সকালে সোনি প্রথমে গেল মিউজিয়মে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মিউজিয়মের ডিরেক্টর এসে গেলেন। সোনি তার প্রশ্নগুলি রাখল, হাওয়ার্ড কার্টারের গাইড ছিল সার্বাত রামান, সে বেঁচে আছে কি না এবং লর্ড কারনারভনের কন্যা জীবিত থাকলে তিনি এখন কোথায় আছেন? এছাড়া হাওয়ার্ড কার্টার টুটানখামেনের সমাধি গৃহে প্রবেশ করার আগে বার দুই দস্যুরা প্রবেশ করেছিল, এ বিষয়ে কোনো তথ্য যদি থাকে তাহলে সেগুলি সোনি দেখতে চায়।

সুখের বিষয়, হাওয়ার্ড কার্টার ডায়েরী রেখেছিল, সুন্দর হাতের লেখা, তারই মাইক্রোফিল্ম রিডার সোনিকে দেওয়া হল। ডিরেক্টর বললেন, সোনির প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি অক্ষম।

সোনির জানা নেই এমন কিছু নতুন তথ্য হাওয়ার্ড কার্টারের ডায়েরী থেকে পাওয়া গেল না। মিউজিয়মের কাজ আপাততঃ

মিটে গেল। এবার এখান থেকেই আবুতালেবের সন্ধানে যাওয়া যাক, তাকে রসিদের বেডেকারখানা ফেরত দিতে হবে।

বেডেকারের ভেতরে আরবী ভাষায় লেখা কয়েকখানা কাগজ ছিল না? সেগুলো ততক্ষণ পড়ে দেখা যাক। ঝোলা ব্যাগ থেকে সে বেডেকারখানা বার করে পাতলা কাগজগুলো বার করল। কালো অক্ষরে সুন্দর ও পরিষ্কার লেখা, কোথাও অস্পষ্ট নয়।

কয়েক লাইন পড়তে না পড়তে সোনির দেহে যেন কাঁটা দিয়ে উঠল। সে এ কি পড়ছে? না, এ জিনিস এখানে বসে পড়া হবে না। ডিরেক্টরের কাছে বিদায় নিয়ে সোনি তখনি ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরে গেল। মারচেল বেরিয়ে গেছে। সোনি নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। দুই ঘরের মাঝের দরজাটাও বন্ধ করল তারপর, গুছিয়ে বসল।

আরবী ভাষায় লেখা নোটগুলি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে লাগল।

খৃষ্টপূর্ব হাজার বছর পূর্বে টুটানখামেনের কবরে প্রথম ও দ্বিতীয় দস্যুবৃত্তির সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এটি হল ইমেনি নামে একজন চোরের বিবৃতি। ইমেনি বলেছে তার ঠাকুর্দা আমেনেমহেব টুটানখামেনের কবর নির্মাণের সময় একজন কারিগর ছিল। কবর নির্মিত হয়ে যাবার পর আমেনেমহেব কবরের ভেতরে ঢুকেছিল চুরি করতে। কবরে প্রবেশ করার পথ তার জানা ছিল। পরে কবরে প্রবেশ করার রাস্তার একটা নকশা সে এঁকে রেখেছিল। সেই নকশা ইমেনির হস্তগত হয়। সে একদিন তিনজন সহকারী নিয়ে কবরে প্রবেশ করে। তার তিনজন সঙ্গী কবরের ভেতর থেকে কয়েকটা স্বর্ণমূর্তি ও কিছু মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায়। ইমেনি ধরা পড়ে যায়। তদানীন্তন ফারাও-এর স্থপতি ছিলেন নেনেফটা। নেনেফটা ইমেনিকে শাস্তি দিয়েছিল।

সোনির দুটো সমস্যার সমাধান আপাততঃ হল, টুটানখামেনের কবরে তাহলে দুবারই চোর ঢুকেছিল আর নেনেফটা ছিল কোনো

এক ফারাও-এর আর্কিটেক্ট। কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেল, এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সাজ্জাদ জাহিরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আপাততঃ খুব খিধে পেয়েছে, লাঞ্চ খেয়ে আবুতালেবের সন্ধানে বেবিয়ে পডা যাক।

হোটেলের বাইরে যেসব ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে সোনি তারই একটায় উঠে বসে বলল, সারি এল তাহরির রাস্তায় নিয়ে চল, আমি ১৮০ নম্বর বাড়িতে যাব।

এই ট্যাক্সিওয়ালা একদম কথা বলে না। একেবারে ১৮০ নম্বর বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামিয়ে স্টিয়ারিং-এ দুহাত রেখে চুপ করে বসে রইল। সোনি প্রথমে বুঝতে পারে নি এখানে গাড়ি দাঁড় কবাল কেন। তারপর বাড়িব নম্বর লক্ষ্য করে দরজা খুলে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বাড়িব ভেতর ঢুকল।

বেশ বড় দশতলা অফিস বাড়ি। প্রশস্ত কবিডর, দুপাশে সারি সারি লেটার বক্স। সোনি লেটাব বক্স খোঁজ করতে করতে নাম পেল, আবুতালেব, ইন্টারন্যাশানাল ল, ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ডিভিসন, নয় তলা।

লিফটম্যান ওকে নয় তলায় নামিয়ে দিল। একটু খুঁজতেই অফিস পাওয়া গেল। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। ছোট ঘর, মেহগনি টেবিল, টাইপরাইটার, ফাইল ক্যাবিনেট, টেলিফোন ইত্যাদি সবই আছে।

পঞ্চাশ বছর আন্দাজ বয়স, মোটা, মাথায় চকচকে টাকওয়ালা বিলিতি স্যুট পরা একজন লোক বসে আছে। কি যেন লিখছিল। আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল কি চাই?

আমি মিঃ আবুতালেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

আমারই নাম আবুতালেব, কি দরকার?

ও? আপনিই মিঃ আবুতালেব? তাহলে আপনি রসিদ আলি আমিন নামে কাউকে চেনেন? অ্যান্টিক শাপের মালিক?

আমার মনে পড়ছে না তো? আমার মক্কেল কি?

মনে পড়ছে না, আপনার নাম তো মিঃ রসিদ আমাকে বলেছিলেন।

তাই বঝি? আচ্ছা এক মিনিট।

আবুতালেব ড্রয়ার খুলে একখানা ডায়েরী বার করে কি দেখলেন তারপর ডায়েরী রেখে ফাইল ক্যাবিনেট খুলে একটা ফ্ল্যাট ফাইল বার করে খুললেন। ফাইলে একখানা মাত্রই কাগজ রয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে আবুতালেব বললেন, হ্যাঁ, সে আমার একজন মক্কেল কিন্তু আপনি কে?

ব্যাপার হচ্ছে কি যে রসিদ আলি আমিন মারা গেছেন মানে তাকে কেউ খুন করেছে।

মক্কেলের খুনের খবর আবুতালেবকে বিস্মিত বা বিচলিত করল না। তিনি বললেন, খবরটা দেওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, আমি এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নোব, আচ্ছা।

অর্থাৎ আবুতালেব বলতে চাইল এবার তুমি এস। সোনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল: রেডেকার কি আপনি জানেন?

সেটা কি? কমপিউটার?

না, গাইড বই, আপনার কি কখনও রেডেকার ছিল?

জিনিসটা কি তাই তো আমি জানি না। অতএব আমার ঐ বস্তুটি থাকার প্রশ্নও ওঠে না।

লোকটা যখন স্বীকার করল রেডেকার কি তা সে জানে না তখন তাকে বইখানা ফেরত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, অথচ বইখানার ভেতর ইংরেজিতে যে নাম ঠিকানা লেখা আছে তা রসিদের হস্তাক্ষর নয় কারণ রসিদ ইংরেজি জানে না। বইয়ের মালিকেরই হস্তাক্ষর বলে মনে হয়, তাহলে আবুতালেব বইখানার মালিকানা অস্বীকার করল কেন? আবুতালেবের হাতের লেখার একটা নমুনা পেলে মিলিয়ে দেখত।

সোনি যখন ঘরে ঢুকছিল তখন আবুতালেব একটা কাগজে কি

লিখছিল। সেই কাগজখানা তখনও টেবিলের ওপর ছিল। সোনি একবার সেইদিকেই চোখ বুলিয়ে দেখল। সে লেখা ইংরেজি নয় আরবী তবে কালিটা ভায়োলেট এবং বেডেকারে যে নাম ঠিকানা লেখা আছে তাও ভায়োলেট কালিতেই লেখা! সোনির হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুততালে চলতে লাগল।

সোনি আর কিছু না বলে আবুতালেবকে ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সোনি ভাবল এ আর এক রহস্য। বেডেকারের বিষয় লোকটা বেমালুম অস্বীকার করল কেন? আবুতালেবের নাম শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল।

হোটেলে ফিরে দেখল মারচেল তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে আরও কয়েকখানা ফটো সংগ্রহ করেছে। মারচেল বলল এই লোকগুলোর মধ্যে একজন রসিদকে খুন করেছে, দেখ তো চিনতে পার কি না।

সোনি কাউকে চিনতে পারল না কিন্তু একজনকে সন্দেহ হল। রসিদের দোকানে সে কারও মুখ দেখতে পায় নি কিন্তু দেহগঠন দেখে একজনকে তার সন্দেহ হচ্ছে। সন্দেহজনক লোকটার জামাও খুনের সময় ঐ রকম ছিল, চওড়া সাদা কালো স্ট্রাইপ।

ছবিগুলি মারচেলকে ফিরিয়ে দিয়ে আবদারের সুরে সোনি বলল, আমাকে আজ লুকসরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে গো?

গতরাতে সোনির সঙ্গে মারচেলের এক নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। মারচেল হাসতে হাসতে বলল, তুমি আমাকে যা দিয়েছ তার বিনিময়ে আমি তোমাকে কিছু দিতে পারি আমার এমন কোনো সম্পদ নেই।

থাক থাক, আর ন্যাকামো করতে হবে না। কখন যাবে বল।

বেশ, এক ঘণ্টার মধ্যেই স্টার্ট করা যাবে।

লুকসর জায়গাটা সোনির খুব ভাল লেগেছে। এখানে এলে সে

অনুভব করে সে যেন ফারাও রাজ্যের পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে বিচরণ করছে, যে অনুভূতি কায়রোর গোলমালে জেগে ওঠে না।

লুকসরে হোটেলে ফিরে এসে সোনি শুনল, সাজ্জাদ জাহির তাকে দুবার ফোন করেছিল। সে অনুরোধ করেছে মিস সোহিনী কার্টার ফিরে এলে যেন তাকে ফোন করে।

সোনির ফোন পেয়ে আমেদ বলল, সোনি হঠাৎ হোটেল ছেড়ে যাওয়ার সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। সে যাই হোক, আজ পূর্ণিমা, সোনি কি তার সঙ্গে কার্নাক মন্দির দেখতে যাবে?

সোনি রাজি। সাজ্জাদ রাত্রি ন'টার সময় তাকে কার্নাক দেখাতে নিয়ে যাবে এবং দুজনে একসঙ্গে ডিনার খাবে।

ফোনে কথাবার্তা সেরে সোনি বেশ করে স্নান করে এল। গায়ে প্রচুর ধুলো জমেছিল। হালকা এক পোশাক পরে চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় বসল, হাতে বেডেকার। বইখানা ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখবে এবং কার্নাক মন্দিরের বিবরণীটা আরও একবার পড়ে নেবে।

পশ্চিম দিকে সূর্য ঢলে পড়েছে। রোদের রং হলদে। বেডেকারে শুধু লুকসরের একখানা ম্যাপ রয়েছে। অপর পিঠে রয়েছে লুকসরের নেক্রোপলিসের অর্থাৎ কোথায় কোন কবর আছে তারই হদিস জানিয়ে একখানা ম্যাপ।

ম্যাপ দেখে ম্যাপ আবার ভাঁজ করতে যেয়ে সোনি ঠিকমতো ভাঁজ করতে পারছে না। মনে হচ্ছে যেন ম্যাপের এপিঠ আর ওপিঠের মধ্যে কোথাও আর একটা কাগজ আছে। কিন্তু সে তো কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় সোনি ম্যাপখানা তুলে ধরতেই রহস্য ভেদ হয়ে গেল। ম্যাপ দুখানার মাঝখানে পরিষ্কার হাতে লেখা একখানা চিঠি প্রায় অদৃশ্যভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে এবং চিঠিখানা পড়াও যাচ্ছে। চিঠিখানা লিখেছে আবুতালেবকে রসিদ। সে লিখেছে:

ডিয়ার মিঃ আবুতালেব,

এই চিঠিখানা আমার হয়ে আমার ছেলে লিখে দিচ্ছে কারণ

আমি ইংরেজি বলতে ও বুঝতে পারলেও লিখতে পারি না। আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, বেশ বুঝতে পারছি আমার মৃত্যু সন্নিকট, আমার জন্যে দুঃখ কোরো না। কিছু লোক চিরতরে আমার মুখ বন্ধ করতে চায় তাই আমি তোমাকে কয়েকটা খবর জানিয়ে রাখতে চাই: বর্তমানে আমরা ভিন্ন রুট দিয়ে মাল পাচার করছি। এই মাত্র একটি দুষ্প্রাপ্য ও দামী মাল আমি নতুন পথে পাঠিয়েছি। যাকে পাঠিয়েছি তার নাম গোপন রাখা হল।

দামী ও বিরল মাল পাওয়া গেলে লুকসরের কিউরিও অ্যান্টিকা শপ-এর আমেদ ও তার ছেলে হামিদ সেই মালের ফটো, বিবরণী ও দাম উল্লেখে ইউরোপ ও অ্যামেরিকায় তাদের মক্কেলদের কাছে পাঠায়। যারা আগ্রহী তারা নিজে লুকসরে আসে, পছন্দ হলে মাল কেনে কিন্তু টাকা জমা দিতে হয় সুইটজারল্যাণ্ডের জুরিখ ক্রেডিট ব্যাংকে।

তারপর সেই মাল নিয়ে যাওয়া হয় নৌকো করে কায়রোতে ইজিয়ান হলিডেজ লিমিটেডের অফিসে যার মালিক হল জর্জেস ভাসিরিস। সন্দেহ হবে না এমন কোনো ব্যক্তির মালের সঙ্গে ওরা ঐ মাল ঢুকিয়ে দেয়। সে মাল যায় এথেন্স, সেখান থেকে আসল মালিকের কাছে। এয়ার লাইন ও কাস্টম স্টাফের কর্মীদের মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা আছে।

নতুন রাস্তাটি হল ভায়া অ্যালেকজান্দ্রিয়া বন্দর। তুলোর গাঁটের ভেতরে মাল পুরে পাচার করা হচ্ছে। তুলো রফতানিকারক একটি কম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত কাজ ভালই চলছে। খোদা হাফেজ

আপনার সেবক রসিদ আলি আমিন।

সোনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল। মেলভিন শেফার্ড যে ফারাও প্রথম সেটির মূর্তিটি কিনেছে সেটি তাহলে ঐ তুলোর গাঁটের

ভেতর ঢুকিয়ে পাচার করা হয়েছে? কিউরিও অ্যান্টিকা দোকানে সেও গিয়েছিল। ওখানে সে নাম ঠিকানা লিখিয়ে এসেছে, দুষ্প্রাপ্য মাল এলে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

সোনি স্থির করল সে যা জানতে পেরেছে তা সে আপাততঃ কাউকে বলবে না। বেডেকারখানা এখন ওর কাছে থাক, কে জানে ওর ভেতরে আরও কি রহস্য লুকিয়ে আছে? যদি কাউকে দিতেই হয় তো ওখানা জাহিরকেই দিয়ে যাবে কিংবা মিশরের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সঙ্গে রেখে দেবে।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রাত্রি ন'টার সময় জাহির এসে হাজির হল। চন্দ্রালোকে কারনাকের মন্দির ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শন দেখাল। অনেক জায়গায় ভাঙা পাথর পড়ে আছে কিংবা আলোর অভাব। সেইসব জায়গায় জাহির সোনির হাত ধরছিল। জাহির আগে কোনোদিন সোনিকে স্পর্শ করে নি, একদিন বুঝি গাড়ি থেকে নামবার সময় সাহায্য করেছিল।

সেদিন দুজনে খুব অল্পই কথা হয়েছিল। জাহির এক সময়ে বলেছিল, সোনি তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, অ্যামেরিকায় ফেলে আসা আমার সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে। কারনাকের মন্দির থেকে বেরিয়ে আসবার আগে জাহির সহসা সোনির দুই কাঁধে হাত রেখে তার কপালে একটি চুম্বন করেছিল। তার বেশি এগোয় নি। মারচেলের মতো অসংযমী নয় জাহির।

ডিনার ভালই জমল। শেষে ওরা যখন অ্যারেবিক কফি খাচ্ছে সেই সময়ে সোনি লক্ষ্য করল সেই লোকটা। এখানেও ফলো করে এসেছে? সোনি বিচলিত হল। জাহির তা লক্ষ্য করল। জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার?

না, কিছু না, কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম, সেইটি মনে পড়ে গেল।

সোনি তখন ভাবছে কারনাকের মন্দিরে বা কাছাকাছি কোথাও লোকটাকে দেখে নি তা সে এখানে এল কি করে? সে জানল কি

করে ? যে এই রেস্তরাঁয় ওরা এই সময়ে ডিনার খাবে। তবে কি ও সাজ্জাদ জাহিরেরই লোক ?

পরদিন সকালে কিউরিও অ্যান্টিক দোকানের খোঁজে হোটেল থেকে সোনি বেরিয়ে পড়ল। কিউরিও শপের লোকেরা তাকে আগের দিন দেখেছিল, আজ আবার দেখতে পেয়ে ডাকাডাকি আরম্ভ করল।

সোনি বলল, সে আমেদের কিউরিও অ্যান্টিক দোকানটা খুঁজছে।

সে দোকান তো সারি এল মুনতাজা রাস্তায়, রিজ হোটেলের কাছে। বেশি দূরে নয়, পাশের রাস্তাতেই।

দোকানটা খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হল না। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা বেশ করে বাগিয়ে ধরে সোনি যখন দোকানে ঢুকল তখন মালিক আমেদ এক ফরাসী দম্পতির সঙ্গে ফরাসী ভাষায় কথা বলছে। ফরাসী দম্পতি কিছু কেনাকাটা করে দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার পরই আমেদ সোনিকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, বলুন আজ আপনাকে কি দেখাব ?

আমি তো বলেছি স্পেশাল কিছু থাকলে আমাকে দেখাও, কাল বলছিলে না ব্ল্যাক অসিরি ফর্ম ফিগার আছে ? সেটা দেখাও।

আমেদ ফিগারটা বার করে দিল। সোনি সাবধানে ধরে সেটা পরীক্ষা করতে লাগল। আসল অ্যান্টিক বলেই মনে হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল, কত দাম ?

ফিফটি পাউণ্ড।

আমি ফর্টি পাউণ্ড দোব কিন্তু আমি চাই অসাধারণ কিছু, কেনবার লোক আছে, এটা ভাল করে প্যাক করে দাও আর এই নাও ফর্টি পাউণ্ড।

বেশ লেডি, আমি তোমাকে আরও কয়েকটা অ্যান্টিক দেখাচ্ছি, একটু চা খাও, এই যে পাশের ঘরে এস, আমার ছেলে হামিদ তোমাকে দেখাবে।

চা এল। হামিদ উত্তম ইংরেজি জানে। সে প্রশ্ন করল অসাধারণ অ্যান্টিক বলতে তুমি কি চাইছ?

তাহলে শোনো, মেলভিন শেফার্ড নামে টেকসাসের একজ অয়েল কিং ফারাও প্রথম সেটির একটা স্ট্যাচু কিনেছে, এই স্ট্যাচু খবর কেউ জানত না, আমি চাই ঐ রকম আর একটা স্ট্যাচু বিশে করে রানী নেফারতিতির একটা ফুল ফিগার পাওয়া যায়।

আমাদের তো সেরকম কিছু নেই।

খোঁজ কর, যদি সন্ধান পাও তো আমাকে খবর দেবে, আমি লাকসারি হোটেলে আছি।

আর এগুলো যে দেখালুম, এগুলো কিনবেন না?

কিনতে পারি, আমি আমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলব।

সোনি দোকান থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমেদ তা ছেলেকে ডেকে বলল, চিনতে পারলে না? এই সেই অ্যামেরিকান লেডি সোহিনী কার্টার, এর কথা জর্জেস ভাসিরিস বলছিল, তুমি এখনি জর্জেসকে ফোন করে সব জানিয়ে দাও আর বোলো যে মিস কার্টার নেফারতিতির স্ট্যাচুর খোঁজ করছে। আমিও এখনি মামুদের কাছে যাচ্ছি, সে যেন সবাইকে সতর্ক করে দেয়।

ছেলে হামিদ বলল, সেই যে বছর দুই আগে একজন অ্যামেরিকান ছোকরা আমাদের ব্ল্যাক মার্কেটের সন্ধান করতে এসে কোথায় হাফিজ হয়ে গেল, এই ছুঁড়িটারও কি সেই দশা হবে নাকি?

সে কথা আর বলতে, আমেদ উত্তর দিল। যেচে এসে যদি কেউ ফাঁদে পা দেয় তার জন্যে আমরা কি করতে পারি?

গতকাল মিউজিয়মে বসে সোনি যেসব নোট নিয়েছিল তাদের মাধ্যমে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক চিঠি পেয়েছিল। মূল চিঠি নয় চিঠির ফটোকপি।

চিঠিখানা লর্ড কারনারভন লিখেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়মের স্যার

ওয়ালিস বাজকে। চিঠির তারিখ ১ ডিসেম্বর ১৯২২। চিঠিখানায় একখানা প্যাপিরাসের ওপর চিত্রলিপির উল্লেখ আছে।

টুটানখামেনের কবরে প্রাপ্ত সকল সামগ্রীর এমন কি তুচ্ছতম জিনিসেরও তালিকা হাওয়ার্ড কার্টার তৈরি করেছে কিন্তু কোথাও কোনো প্যাপিরাসের উল্লেখ নেই। এটা সম্পূর্ণ নতুন একটা তথ্য। মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্যাপিরাস কোথা থেকে এল তা অবশ্যই জানতে হবে। সোনি নতুন নতুন রহস্যের সম্মুখীন হচ্ছে।

আপাততঃ সে সার্বাত রামানের খোঁজ করবে। তাকে না পেলেও তার কোনো ছেলেকে কি পাওয়া যাবে না?

সোনি বুদ্ধি খাটিয়ে প্রথমে গেল লুকসরের সেনসাস অফিসে। অফিসে ঢিলেঢালা ভাব। সবাই দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়। তার ওপর ইংরেজি জানা কর্মীরও অভাব। যাইহোক একজন ছোকরা অফিসার পাওয়া গেল যে ইংরেজি জানে। সোনি তাকে বলল :

সার্বাত রামান নামে আমি একজন লোকের খোঁজ করছি, বেঁচে থাকলে তার বয়স সত্তর পার হয়েছে। যে হাওয়ার্ড কার্টার যেসব মিশরীয় গাইডের সাহায্যে ফারাও টুটানখামেনের কবরে প্রবেশ করেছিলেন, সার্বাত রামান ছিল তাদের সর্দার।

ছোকরার সঙ্গে কথা বলে সোনি জানতে পারল যে সে এই সেনসাস অফিসের কেউ নয়, সে পুলিসের লোক। কোনো কাজে এই অফিসে এসেছে। ছোকরা বলল :

মাঝে তো অন্ততঃ পঞ্চাশটা বছর পার হয়ে গেছে, তার খবর দেওয়া তো মুশকিল। আচ্ছা আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আমার অফিসে একবার ফোন করে দেখি আপনাকে সাহায্য করতে পারি কিনা।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ছোকরা ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করল :

সার্বাতকে খুঁজে বার করা কি আপনার পক্ষে খুবই জরুরী?

হ্যাঁ জরুরী, আমি একজন ইজিপ্টোলজিস্ট, কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্যে অ্যামেরিকা থেকে আসছি।

তাহলে আপনি এক কাজ করুন। সার্বাত হল নাইলের পশ্চিম পাড়ের লোক, কুরনা গ্রামের অধিবাসী। ঐ গ্রামে একটাই মসজিদ আছে। মসজিদের ইমাম বৃদ্ধ লোক, তিনি হয়তো সার্বাতের কোনো খবর দিতে পারেন। ইমাম ইংরেজি জানেন, তিনি অনেক দিন ইংলণ্ডে ছিলেন। গ্রামটা খুবই প্রাচীন, ওখানে এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকটা স্টেপ পিরামিড ও মাটির তলায় চাপা পড়ে যাওয়া বড় কবরও আছে কিন্তু খুব সাবধান, গ্রামবাসীরা অধিকাংশই ভাল লোক নয়। বিদেশীদের তারা সন্দেহ করে, ভাবে তাদের কোনো প্রাচীন সামগ্রী হাতাবার মতলবে এসেছে বুঝি।

অনেক অনেক ধন্যবাদ। একটা সূত্র যে এত শীঘ্র পাওয়া যাবে তা আমি আশা করিনি।

আমেদ দেরি করল না। কর্মচারীর ওপর দোকানের ভার দিয়ে সে তখনি বেরিয়ে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে এসে সে একটা সরু গলির মুখে দাঁড়াল। পাড়াটা নির্জন। চারদিক একবার দেখে নিল কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। না, কাছে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তবুও সে মাথাটা ঢাকা দিয়ে সেই সরু গলি দিয়ে এগিয়ে চলল। গলিটা একেবারে ফাঁকা, একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।

এখন দুপুর। মামুদ এই সময়ে বাড়ি থাকে, এটি তার দিবা-নিদ্রার সময়। আমেদ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাড়ির জানলাগুলো বন্ধ, মনে হবে বাড়িতে বুঝি কেউ নেই। বাড়ির দরজা ছোট হলেও দরজার কাঠ বেশ পুরু ও মজবুত।

মুখ ও মাথা ঢাকা দেওয়া থাকলেও মামুদের ভয় তাকে বুঝি কেউ দেখে ফেলবে। সে দরজায় ধাক্কা দিল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল তারপর দরজায় ছোট একটা চৌকো খুপরি

খুলে কে দেখল তারপর দরজার ভারি ছিটকিনি ও খিল খুলে দরজা খুলতেই আমেদ ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

মামুদের বিশাল চেহারা, মাথাটা বালতির মতো বড়, ঘন দাড়ি পাতলা গোঁফ, মস্ত ভুঁড়ি, হাত দুটো থাবার মতো। আমেদকে দেখে রাগে তার নাক ফুলে উঠল। চাপা গলায় বলল :

আমি তোমাকে বলে দিয়েছি না আমার বাড়িতে কখনও আসবে না। ব্যাপারটা কি? হাঁফাচ্ছ কেন?

আমি কি আসতুম নাকি? সেই অ্যামেরিকান ছুঁড়িটা, সোহিনী কার্টার আমার দোকান কিউরিও অ্যান্টিকে এসেছিল। ছুঁড়ি খুব চৌকস বলে কিনা সে এক ধনীর এজেন্ট, নেফারতিতির ফুল ফিগার স্ট্যাচু চায়।

নেফারতিতির ফুল ফিগার স্ট্যাচুর খবর সে পেল কি করে?

তাই তো ভাবছি, বাইরের কারও তো জানার কথা নয়।

একা এসেছিল? মামুদ জিজ্ঞাসা করে।

সঙ্গে তো কাউকে দেখি নি, একাই হবে। আমেদ বলল

তাহলে আর তো উপায় নেই। ঠিক আছে, আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। তুমি তাকে বলবে যে হ্যাঁ নেফারতিতির একটা ফুল ফিগার আছে, সে যদি কাল বিকেলে একা কুরনা গ্রামের মসজিদে আসে তাহলে তাকে স্ট্যাচু দেখান হবে। না, ওকে আর চলতে দেওয়া উচিত হবে না, আমি সব ব্যবস্থা করব।

আমেদ বলল, আমি হামিদকে বলেছি গ্রীক সাহেব জর্জেসকে খবর দিতে।

মামুদ এ কথা শুনে ক্ষেপে গেল, চিৎকার করে উঠল, কি? তোর এতদূর আস্পর্ধা? আমাকে না জানিয়ে তুই গ্রীক সাহেবকে খবর দিলি? কথা বলতে বলতে মামুদ আমেদের গালে সজোরে একটা চড় মারল।

আমেদ গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, কি করব বল? সে

যে বলেছিল মার্কিন ছুঁড়ি আমার দোকানে এলে তাকে যেন খবর দিই, সেও তো আমাদের মতো জড়িয়ে আছে

গ্রীক সাহেব তোমাকে অর্ডার দেবার কর্তা? আমাকে অমান্য করা?

আর ভুল হবে না, আমেদ বলে।

যাও, মার্কিন ছুঁড়িটা যেন পালিয়ে না যায়।

কুরনা গ্রামটা একটা অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর। ওটা পাহাড় না বিরাট একটা ঢিবি কে জানে? কে জানে ওটা খুঁড়লে ভেতর থেকে হয়তো গোটা কয়েক স্টেপ পিরামিড বেরিয়ে পড়বে।

পাহাড়ের নিচে ট্যাকসি থামিয়ে ট্যাকসিওয়ালা বলল সে আর যাবে না, রাস্তা খারাপ। অথচ সোনি দেখল রাস্তা ভাল না হলেও ট্যাকসি বেশ যেতে পারে। পুলিস অফিসারের কথা সোনির মনে পড়ল, গ্রামটা ভাল নয় সাবধানে যাবেন। সোনি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কিন্তু এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না। সে অগত্যা ট্যাকসি থেকে নেমে পড়ল।

প্রচণ্ড গরম। সোনির ব্লাউস ঘামে ভিজে গেছে। সে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল। রাস্তায় দু চারজন লোক দেখা গেল কিন্তু তারা বুঝি তার ছায়া মাড়াবে না। নতুন মানুষের মুখের দিকে কেউ চেয়েও দেখছে না।

বাড়িগুলো সব মাটির তৈরি, বিবর্ণ। গাছপালার চিহ্ন আছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে দু একটা খেজুর গাছ বা কারও বাড়ির পাশে এক আধটা তুলো গাছ। পাহাড়ের গায়ে কিছু ঘাস আছে।

গ্রামের একমাত্র মসজিদটা দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল। সোনি সেইদিকেই এগিয়ে চলল। মসজিদটি বোধহয় হালে মেরামত ও চুনকাম করা হয়েছে। মসজিদের কাছে পৌঁছে দেখল দরজা জানলায় রং করা হয়েছে।

বাইরের রোদে তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তাই মসজিদের ভেতরটা প্রথমে অন্ধকার মনে হল ; তারপর চোখ সয়ে যেতে দেখল মক্কা শরিফের দিকে মুখ রেখে কয়েকজন কার্পেটের ওপর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে আর একজন বৃদ্ধ একটু তফাতে বসে কোরান অথবা কোনো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। সোনিকে দেখতে পেয়ে বৃদ্ধ উঠে এলেন। ইনিই বোধহয় ইমাম।

কোমর বেঁকিয়ে মাথা নুইয়ে ইমামকে শ্রদ্ধা জানিয়ে সোনি বলল, আমি এখানে এসেছি একজন ব্যক্তির খোঁজ করতে, তার নাম সার্বাত রামানা। সে ছিল হাওয়ার্ড কার্টারের সর্দার গাইড, শুনেছি সে কুরনা গ্রামে বাস করত।

তা হতে পারে কিন্তু দেখ বাছা আমরা বিদেশী মাত্রকেই সন্দেহ করি তা তোমার মতলবটা কি, তাকে তোমার কি দরকার ?

সোনি বলল, আমার মতলব উদ্দেশ্যমূলক বা খারাপ নয়, আমি একজন ইজিপ্টোলজিস্ট, তাকে পেলে আমি তার সাক্ষাৎকার নিতুম তবে জানি না সার্বাত রামানা বেঁচে আছে কি না।

তোমার অনুমান ঠিক, তুমি কুড়ি বছর দেরি করে ফেলেছ, সার্বাত কুড়ি বছর আগে মারা গেছে, সে এই মসজিদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করত, এই যে সব কার্পেট দেখছ এসবই সে মসজিদকে দিয়ে গেছে।

তাহলে সার্বাত রামানা ভাল লোক ছিল কিন্তু আমার কাজ হল না, তাহলে আমি যাই।

দাঁড়াও দাঁড়াও এতদূর এসে তুমি শুধু হাতে ফিরে যাবে ? এক কাজ কর, রামানার বিধবা পত্নী এখনও বেঁচে আছে অবশ্য বয়স আশি পার হয়েছে কার্টার যখন কায়রোতে থাকত তখন রামানার স্ত্রী সাহেবের ঘর-গেরস্থালী তদারক করত, সেই সূত্রে সে ইংরেজি শিখেছিল, বেশ ভাল ইংরেজি বলতে পারে, তার সঙ্গে দেখা করবে ?

নিশ্চয় দেখা করব। সোনি সাগ্রহে বলল।

তাহলে আমার সঙ্গে এস, ইমাম বললেন।

আপনি এই রোদে নিজে যাবেন ?

ইমাম কোনো জবাব না দিয়ে এগিয়ে চলল। সোনি অগত্যা তার অনুসরণ করল। ইমাম ওপরের দিকে চললেন। ইমাম একটা বাড়ির সামনে দাঁড়ালেন। বাড়ির দেওয়ালে রেলগাড়ি, নৌকো ও উটের ছবি আঁকা রয়েছে। ইমাম বললেন, রামানা মক্কা শরিফে গিয়েছিল তারই ছবি আঁকা রয়েছে, সে নিজেই এঁকেছিল।

ইমাম দরজায় ধাক্কা দিতে একজন বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। ইমাম আরবী ভাষায় সম্ভবতঃ সোনির পরিচয় জানিয়ে তার উদ্দেশ্য বলে বিদায় নিলেন। মহিলা সোনির হাত ধরে বলল, ভেতরে এস।

বাড়ির ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা, সোনির গা জুড়িয়ে গেল। মহিলা সোনিকে একটি ঘরে বসালেন, কাঠের মেঝেতে একটি বড় কার্পেট, একধারে কারুকার্য করা কাপড় ঢাকা ছোট তক্তাপোষ। সোনিকে মহিলা বসতে বললেন। দেওয়ালে অনেক ফটোগ্রাফ টাঙানো, এসব ফটো পিরামিড ও টুটানখামেনের কবর সংক্রান্ত, সবই সোনির চেনা। দেওয়ালের কোণে ছোট একটি টেবিলের ওপর একটা বেলচা, একটা শাবল ও একটা হাতুড়ি রয়েছে। হাওয়ার্ড কার্টার লর্ড কারনারভনের সঙ্গে সাবাত রামানার একখানা ফটোও রয়েছে।

একটু বোসো, বলে মহিলা চলে গেলেন এবং একটু পরে এক গ্লাস শীতল সরবত নিয়ে এলেন। সোনির তেষ্টা পেয়েছিল, সরবতটা সে খেয়ে নিল। শরীরের ক্লান্তি কিছু দূর হল।

মহিলা বললেন তার নাম মুনিরা। মহিলাকে সোনির বেশ পছন্দ হল, বেশ হাসি হাসি মুখ, ব্যবহারও সহজ। সোনির পাশে বসে মুনিরা বললেন, বল মা, তুমি কি জানতে চাও?

সোনি বলল, যেদিন ওরা টুটানখামেনের কবরে প্রথম প্রবেশ করলেন সেদিনটা আপনার নিশ্চয় মনে আছে?

মনে আছে বই কি, সে কি উত্তেজনা, উন্মাদনা। কবর দেখবার জন্যে তখন থেকেই ভিড়। এই ভিড় দেখে মিঃ কার্টার ভাবলেন যে এই কবর দেখতে সারা পৃথিবী থেকে দলে দলে লোক আসবে অথচ

পিরামিডের কাছে কোনো অতিথিশালা নেই। মিশর সরকারকে বলে মিঃ কার্টার পিরামিডের কাছে একটা রেস্টহাউস আর কাবাব রুটি খাবার একটা হোটেল করিয়ে দিলেন। এজন্যে সাবাতও খুব খেটেছিল, আমাদের সংসার সচ্ছল হয়েছিল।

মুনিরা বেগম তুমি বলছ সেদিনের সব ঘটনা তোমার মনে আছে, তাহলে বল তোমার স্বামী প্যাপিরাসের বিষয় কিছু বলেছিল কিনা?

মুনিরা বেগম যেন শঙ্কিত হল, ভয় পেয়ে গেল, দম বন্ধ করে বলল, তুমি গভর্নমেন্টের লোক? যা কিছু পাওয়া গেছে সবই তো ক্যাটালগে ছাপা আছে।

সোনি তখন বলল সে সরকারের বা কারও লোক নয়। স্যার ওয়ালিস বাজকে লেখা লর্ড কারনারভনের চিঠির কথা সে উল্লেখ করে বলল প্যাপিরাসের সন্ধান কোথায় পেয়েছে। এই সঙ্গে সোনি খুঁটিয়ে নিজের পরিচয়ও দিল।

মুনিরা বেগম বলল, আমার স্বামী এক কণা ধুলো পর্যন্ত বাড়িতে আনে নি প্যাপিরাস তো দূরের কথা।

আমি তো বলিনি সাবাত রামান প্যাপিরাসখানা বাড়িতে নিয়ে এসেছিল? আমি বললুম তোমাকে প্যাপিরাসের বিষয় কিছু বলেছে কিনা। আমি জানি তোমার স্বামী অত্যন্ত সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন, ইচ্ছে করলে তিনি লুকিয়ে অনেক কিছু আনতে পারতেন কিন্তু তা তিনি আনেন নি।

মুনিরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মেয়েটিকে সে বোধহয় ভালবেসে ফেলেছিল। স্বামীর কথা মনে পড়তে চোখের কোণে জল চিকচিক করতে লাগল। রুমালের কোণ দিয়ে চোখের জল মুছে আত্মস্থ হয়ে বলল, আমার স্বামী কুড়ি বছর মারা গেছেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন প্যাপিরাসের কথা আমি কাউকে যেন না বলি, এমন কি তাঁর মৃত্যুর পরেও নয়, এই প্রথম তোমাকে বললুম। খবরদার তুমি কিন্তু কাউকে এ বিষয়ে বলবে না। প্যাপিরাসের কথা

বলতে আমি নিজেকে হালকা বোধ করছি কিন্তু আমাদের সরকার জানতে পারলে আমি খুব বিপদে পড়ব।

না, আমি কখনই কাউকে বলব না, তাহলে একটা প্যাপিরাস পাওয়া গিয়েছিল ?

প্যাপিরাসটা আমার স্বামী প্রথম দিনেই পেয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল ঐ প্যাপিরাসে মমির অভিশাপ লেখা আছে। তার মিশরীয় সঙ্গী সাথীরা ঐ অভিশাপের বিষয় জানতে পারলে আর কেউ কোনো কাজ করতে রাজি হবে না, কাজটা হয়তো বন্ধই হয়ে যাবে তাই সে প্যাপিরাসখানা তাড়াতাড়ি পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল। সকলে তখন কবরখানার ঐশ্বর্য দেখতে ব্যস্ত ছিল, ওদিকে কারও নজর পড়ে নি। আমার স্বামী বলেছিল ঐ প্যাপিরাসে টুটানখামেন এবং ফারাও প্রথম সেটির বিষয় কিছু লেখা আছে ?

তা সেই প্যাপিরাসের কি হল ? সোনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে।

আমার কাছেই আছে।

সোনির মুখ সাদা হয়ে গেল, তার বুক ঢিবঢিব করতে লাগল। এমন উত্তেজিত সে কখনও হয় নি। সে নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

মুনিরা বেগম উঠে যেয়ে কোণের টেবিল থেকে বেলচাটি তুলে আনলেন তারপর তার কাঠের হ্যাণ্ডেলটি খুলে ফেললেন। হ্যাণ্ডেলের ভেতরটা ফাঁপা। তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে মুনিরা বেগম পাকানো প্যাপিরাস খণ্ডটি বার করতে করতে বললেন, এই বেলচাটি কার্টার সাহেব আমার স্বামীকে কিনে দিয়েছিলেন আর গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই প্যাপিরাসে আজই মানুষের হাত প্রথম পড়ল।

প্যাপিরাস খণ্ডটি বার করে মুনিরা বেগম সোনির হাতে তুলে দিলেন। সোনি সেটি খুব সাবধানতার সঙ্গে খুব আস্তে আস্তে খুলল তারপর টেবিলের ওপর রেখে মাথায় ও নিচের দিকে পেপারওয়েট চাপা দিল। অমূল্য এই সম্পদটি বোধহয় আগে মাত্র দুজন লোক দেখেছে, সাবাত রামানা ও মুনিরা বেগম আর তৃতীয় ব্যক্তি সে স্বয়ং।

প্যাপিরাসের ওপর চিত্রলিপি বেশ স্পষ্ট, পড়তে অসুবিধে হবে

না। সোনি বলল, তোমার জিনিস তোমারই থাকুক কিন্তু আমি এর ফটো তুলে নোব। তুমি যদি এটি কোনোদিন বিক্রি করতে চাও তাহলে যে অর্থ তুমি পাবে তাতে তুমি ধনী হয়ে যাবে।

না, আমি এটি বিক্রয় করব না তাতে আমার স্বামীর সুনামের হানি হবে। তুমি ফটো তুলতে পার কিন্তু তুমি সে ফটো আর কাউকে দেখাতে পারবে না, তবে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি যে এই প্যাপিরাসের বিষয় বস্তু এখন যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং কি উদ্দেশ্যে এটি বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন তা জানালেও সাবাত রামানের সুনামের কোনো হানি হবে না উপরন্তু সে, আমি এবং তুমিও রাতারাতি জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়ব।

না ওসবে আমার এখন দরকার নেই, তুমি একটু তাড়াতাড়ি কর।

সোনির ঝোলা ব্যাগে পোলারয়েড ক্যামেরা ছিল। পোলারয়েড ক্যামেরার সুবিধা যে ছবি তোলার কিছু পরেই ছবি বের করে নেওয়া যায় ক্যামেরা থেকে, নেগেটিভ করার বালাই নেই।

সোনি দুবার ছবি নিল। ছবি বার করে দেখল স্পষ্ট উঠেছে, বেশ পড়া যাচ্ছে।

তোমার কাজ হয়ে গেছে তো? আমি তাহলে তুলে রাখছি। আবার বলছি তুমি এই প্যাপিরাসের বিষয়ে কাউকে কিছুই বলবে না। আমি চাই না আমার স্বামীর সুনামের কণামাত্র হানি হয়। আমার দুই ছেলে তারা দুজনেই যুদ্ধে মারা গেছে।

তোমার কথা রাখব। তোমার কাছে কি আর কিছু আছে?

না, আমার কাছে আর কিছু নেই।

মুনিরা বেগমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখন ফেরিঘাট পর্যন্ত যাওয়াই সমস্যা। পাঁচ মাইল পথ, ট্যাকসি নেই।

মুনিরা বেগমের বাড়িখানা সবচেয়ে উঁচুতে, গ্রাম আরও নিচে। গ্রাম ঘরে চারদিকে অনেক ভগ্নস্তূপ, মন্দির ইত্যাদি। সোনি ভুল দেখছে না তো? তার মনে হল খানিকটা নিচে পেপসিকোলার

একটা স্টল রয়েছে। কয়েকজন ট্যুরিস্ট পেপসিকোলা খাচ্ছে আর কাছেই একটা ছোট বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। গ্রামে পানীয় জল নেই কিন্তু পেপসিকোলা আছে।

সোনি যত জোরে পারল হেঁটে পেপসিকোলা স্টলে পৌঁছল। হাঁফিয়ে পড়েছিল। একটা পেপসিকোলা চাইল। তরমুজও বিক্রি হচ্ছে।

হোটেলে ফিরে স্নান করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সোনি দুটো অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট আর খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিল। অচিরে শরীরের সব ক্লান্তি দূর হল, মাথা হালকা হল। এবার সে প্যাপিরাস লিপি নিয়ে বসল। চিত্রলিপিগুলো এখনও বেশ স্পষ্ট আছে, অনুবাদ করতে সোনির অসুবিধে হল না। অনুবাদটা এইরকম দাঁড়াল :

"আমার নাম নেনেফটা। দুই দেশের রাজা জীবন্ত ভগবান ফারাও প্রথম সেটির (তিনি অখণ্ড পরমায়ু লাভ করুন) আমি প্রধান স্থপতি। বালক রাজা টুটানখামেনের কবরে কোনো দুষ্ট লোক বেআইনী ও অবৈধভাবে প্রবেশ করে তাঁর পরলোকের জন্যে যেসব সামগ্রী সাজিয়ে রাখা হয়েছিল যদিও তা মহান বালক রাজার পক্ষে অপ্রতুল, সেগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে এবং কিছু সামগ্রী চুরি করে মহান বালক রাজার শান্তিতে যে বিঘ্ন ঘটিয়েছে সেজন্যে আমি নিজেকে দায়ী করে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

এই অন্যায় কাজের প্রধান হোতা ইমেনি নামে একজন কারিগর, পাথর কাটা যার কাজ। তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তার দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে মরু দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার দেহখণ্ডগুলি শেয়াল শকুনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে। লোভী ও পাপী ব্যক্তির পরিণতি কি হতে পারে তা ইমেনি আমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

অতএব মহান রাজাদের শান্তিপূর্ণ পরলোক জীবন কি-ভাবে রক্ষা করা কর্তব্য আমি সেই পথের সন্ধান পেয়েছি। ইমেনি আমার চোখ খুলে দিয়েছে।

মহান বালক রাজা টুটানখামেনের কবর আবার উপযুক্তভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল।"

অনুবাদ শেষ করে সোনি বারান্দায় যেয়ে দাঁড়িয়ে নীল নদ দেখতে লাগল। নানা রঙের পালতোলা নৌকোগুলি নিস্তরঙ্গ নদের বুকের ওপর দিয়ে কি সুন্দরভাবে ভেসে চলেছে। একদিন পালতোলা নৌকোয় উঠে বেড়াতে হবে।

একটা চিন্তা সোনির মাথায় ঘুর ঘুর করতে লাগল। নেনেফটা কি পথের সন্ধান পেয়েছে যার দ্বারা সে মহান ফারাওদের শান্তিপূর্ণ পরলোক জীবন রক্ষা করতে পারবে? ইমেনি কিভাবে তার চোখ খুলে দিল? এর উত্তর কোথায় পাওয়া যাবে? কালই সে কায়রো যাবে। খুফু পিরামিড দেখবে। ঐ পিরামিড দেখলে হয়তো সে তার প্রশ্নের উত্তর পাবে। তাছাড়া সেই বৃহৎ পিরামিডটা এখনও দেখে নি। খুফু পিরামিডের আভ্যন্তরীণ পরিকল্পনা নেনেফটা করেছে বলে তার মনে হচ্ছে।

সোনির চিন্তাজাল ছিন্ন হল। টেলিফোন বেজে উঠল। বারান্দা থেকে ঘরে এসে সোনি টেলিফোন ধরল। সাজ্জাদ জাহির ফোন করছে। সে জিজ্ঞাসা করল, লুকসরে তো এখনও কিছু দেখতে বাকি আছে, কাল বেরোবে নাকি?

না জাহির, কাল আমি তোমার সঙ্গে বেরোতে পারছি না, একটা জরুরী তথ্য যাচাই করতে আমি কাল সকালেই কায়রো যাচ্ছি, কালই খুফু পিরামিডের ভেতরে আমার যাওয়া দরকার।

কায়রো যাবে? তাহলে ওখানে মারচেলের সঙ্গে তোমার দেখা হবে নিশ্চয়। সাজ্জাদ জাহির বলে।

হতে পারে, কেন? তোমার হিংসে বুঝি। তাকে কিছু বলতে হবে কি? হাসতে হাসতে সোনি বলে।

আর না না, এসব তোমার মেয়েমানুষী ধারণা, মারচেলকে কিছু বলতে হবে না এমন কি আমার নামও উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। সোনি আর কিছু বলার আগেই সাজ্জাদ জাহির ফোন নামিয়ে রাখল।

পরদিন সোনি যখন কায়রোর ট্রেনে উঠছে ঠিক সময়ে সেই কিউরিও অ্যান্টিক শাপের আমেদ লাকসারি হোটেলে এসে মিস কার্টারের খোঁজ করছে। মিস কার্টারের জন্যে আমেদ একটা গোপন বার্তা এনেছিল, নেফারতিতি স্ট্যাচু যদি লেডি দেখতে চান তাহলে কাল সন্ধ্যার আগে সেটি তাঁকে দেখান যেতে পারে যদি মিস কার্টার তাদের নির্দেশ মেনে চলেন। কিন্তু মিস কার্টার তো ঘরে নেই।

আমেদ ঠিক করল সে আবার পরে এসে খোঁজ করবে। মিস কার্টারকে আজই খবরটা না দিলে মামুদ তার দফা শেষ করবে। মামুদকে সে ভীষণ ভয় করে, মামুদ পারে না এমন কাজ নেই।

কায়রোর ট্রেনে ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুস্তাফা পোস্ট অফিসে যেয়ে মারচেলকে ফোন করে জানিয়ে দিল সোহিনী কার্টার কায়রো যাচ্ছে। মুস্তাফা আরও বলল, মিস কার্টারের গতিবিধি লক্ষ্য করে তার মতলব সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারছে না।

খুফু পিরামিডে বা গ্রেট পিরামিডে প্রবেশ করবার আগে সোনি একটা রেস্তোরাঁয় বসে ফিঙ্গার চিপস ও কফির অর্ডার দিয়ে বেডেকার খুলে খুফু পিরামিডের প্যারাগ্রাফটা আর একবার পড়ে নিল।

গ্রেট পিরামিডের দুটি চেম্বার আছে। ওপরের চেম্বারের নাম কিংস চেম্বার। এই চেম্বারে ফারাও-এর মমি থাকার কথা। মমি পাওয়া যায় নি তবে চেম্বারে পাথরের তৈরি একটি কফিন পাওয়া গিয়েছিল, কফিনের ওপর ফারাও-এর মূর্তি খোদিত ছিল কিন্তু ভেতরে কারও মমি ছিল না এবং কফিনের ভেতরে যে খুফুর মমি রাখা হয়েছিল তারও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। চেম্বারে গ্র্যানাইটের

তৈরি একটি সিন্দুক পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু সিন্দুকের ঢাকা পাওয়া যায় নি, সিন্দুকটিও ছিল শূন্য।

কিংস চেম্বারের নিচে কুইনস চেম্বার। কিন্তু কুইনস চেম্বার নাম দেওয়া হল কেন? রানীদের মমি তো পিরামিডে রাখা হত না।

ইতিমধ্যে সোনির ফিঙ্গার চিপস্ ও কফি এসে গিয়েছিল। কফির পাট শেষ করে সোনি পিরামিডে কিংস চেম্বারে প্রবেশ করল। চেম্বারটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আঠারো ফুট।

বেডেকারে সোনি যা পড়েছিল তা যাচাই করে নিল। এই চেম্বারে ফারাও-এর মমি ছিল না, ছিল না কোনো মূল্যবান সামগ্রী। বেশ বোঝা যায় কবর-দস্যুরা নিয়মিত লুটপাট চালিয়ে গেছে, রক্ষা পেয়েছিল একমাত্র টুটানখামেনের কবর। অর্থাৎ নেনেফটা দস্যুতা বন্ধ করার জন্যে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকলেও সে ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছিল।

কবর-দস্যুরা যে নিয়মিত পিরামিড লুটপাট করত তার তো প্রমাণের অভাব নেই।

মিশরের ইতিহাসে যে সময়টা ফার্স্ট ইণ্টারমিডিয়েট পিরিয়ড নামে পরিচিত সেই সময়ে পিরামিডগুলিতে অবাধ লুটপাট চলত। প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতনের পর দীর্ঘ একশত চল্লিশ বছর ধরে প্রাচীন মিশরে দারুণ অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, যে জন্যে পিরামিড-গুলি অরক্ষিত অবস্থায় ছিল ফলে অব্যাহতি পায় নি।

পিরামিডগুলি যে রত্নের আধার তা পরবর্তীকালে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরও এমন কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল।

নবম খ্রীষ্টাব্দে আরবে আল মামুন নামে এক দুঃসাহসিক ভাগ্যান্বেষী দলবল নিয়ে লুটপাট করে বেড়াত। পিরামিডের কথা তার কানেও গিয়েছিল। যে করে হোক এই রত্নাগারে ঢুকতেই হবে। কিন্তু ঢুকবে কোন পথ দিয়ে, কোনো পথ তো দেখা যাচ্ছে না।

গ্র্যানাইট পাথরের ওপর যে লাইমস্টোনের মজবুত আবরণ আছে

ছেনি দিয়ে তাই কাটা যাচ্ছে না। তারপর আছে আরও কাঠন গ্র্যানাইটের ব্লক।

আল মামুন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবার লোক নয়। সে কোথা থেকে প্রচুর পরিমাণে ভিনিগার যোগাড় করে আনল। তারপর সুবিধে মতো একটা জায়গায় লাইমস্টোনের ওপর অনেক কাঠকাঠরা জড়ো করে তার ওপর ভিনিগার ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। প্রচণ্ড তাপে পাথর ফেটে গেল। ফাটা পাথর সরিয়ে অনেক পরিশ্রম করে মামুন একশত ফুট দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করল। মামুন ভেতরে প্রবেশ করেছিল। কেউ বলে সে কিছুই পায় নি, কেউ বলে প্রচুর ধনসম্পদ পেয়েছিল, সহযোগীদের প্রচুর ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছিল।

মামুন যে সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিল তা আজও আছে, ওটি খালিফ মামুনের সুড়ঙ্গ নামে পরিচিত। সোনি এই সুড়ঙ্গে মাথা নিচু করে প্রবেশ করল কারণ সুড়ঙ্গটির ব্যাস চার ফুট কিন্তু সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হল সেখানে বেশ কয়েকটি গ্র্যানাইট পাথরের ব্লক এমনভাবে বসানো আছে যে তা সরানো দুঃসাধ্য।

মনে হয়, মামুন এই পর্যন্ত এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। নেনেফটা কি এইভাবে গ্র্যানাইট পাথরের ব্লক বসিয়ে চেম্বারে প্রবেশের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল? এত ব্যবস্থা করেও তো দস্যুতা বন্ধ করা যায় নি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে কোনো কারণে ফারাও-এর মমি এখানে রাখা হয় নি এবং সেজন্যে চেম্বার বিবিধ মূল্যবান উপকরণে সাজানও হয় নি। দস্যু প্রবেশ করে থাকলেও তাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল।

সোনি যখন সুড়ঙ্গের মধ্যে মাথা নিচু করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে তখন সে দেখল সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা মানুষ প্রবেশ করল। আলো মানুষটার পিছনে তাই তার মুখ দেখা গেল না।

সোনির মনে হল এ লোকটা নিশ্চয় তার সেই অনুসরণকারী। তাকে কি খুন করতে আসছে? সোনির গা ঘামতে লাগল। একটা

পাথর নেই যে সেটা সে তুলে নিয়ে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করবে। সে নিশ্চল হয়ে সোজা দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা এখন যেখানে এসেছে সেখানে বাইরের আলো পৌঁছচ্ছে না, তাকে দেখা যাচ্ছে না।

হঠাৎ টর্চের আলোয় সোনির চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সোনি তো ভয়ে আড়ষ্ট। এইবার লোকটা হয় তাকে গুলি করবে নয়তো তার বুকে ছোরা বসাবে।

কিন্তু এসব কিছু হল না, সে শুনতে পেল লোকটা বলছে—আরে এ যে দেখছি একটা জ্যান্ত মেয়ে মমি। মাপ কর লেডি, বলে লোকটা টর্চ জ্বেলে বেরিয়ে গেল। সোনিও তাকে অনুসরণ করল। এখানে মিছেমিছি দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

সোনি যখন কুইন্স চেম্বারে এল তখন সেখানে বেশ ভিড় জমে গেছে, ফরাসী, জার্মান, আমেরিকান, ইণ্ডিয়ান, অনেক ট্যুরিস্ট। সোনি যখন ভাবছে কুইন্স চেম্বার নামকরণ কেন করা হল সেই সময় সে শুনতে পেল অতি সুদর্শন একটি বালক 'মিস কার্টার' বলে তাকে ডাকল।

এখানে তাকে কে ডাকে? ছেলেটি কে? ছেলেটি তার পাশে এসে ফিসফিস করে বলল, নেফারতিতির স্ট্যাচু যদি দেখতে চাও তাহলে আজই সন্ধ্যার আগে তুমি লুকসরে কিউরিও শপে একলা যাবে।

কথা বলা শেষ করেই ছেলেটি ভিড়ের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। সোনি তাকে আর দেখতে পেল না।

সোনি মনে মনে বেশ পুলক অনুভব করল। সে যে টোপ ফেলেছিল তা কাজ দিয়েছে, ওরা টোপ গিলেছে। নিশ্চয় অসম্ভব একটা দাম হাঁকবে স্ট্যাচুটার জন্যে।

জর্জেসের চেলা সাটিরিওস আমেদের জামাটা তার বুকের কাছে

দুই হাত ধরে একটা ঝটকা মেরে বলল, বল. বেটা, বল মেয়েটা কোথায় ?

আমেদের চেহারাও কম নয় ; পাল্টা আক্রমণে সে গ্রীকটাকে ফ্ল্যাট করে দিতে পারে কিন্তু তার সাহস নেই।

জর্জেস একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি দেখছিল, সেটা কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, আমেদ, আমি তোমার ব্যাপার-স্যাপার বুঝছি না। অ্যামেরিকান মেয়েটা তোমার দোকানে এল, নেফারতিতি স্ট্যাচুর খোঁজ করল আর তোমাকে বলে রাখা সত্ত্বেও তুমি তার ওপর নজর রাখবার ব্যবস্থা করলে না। নাকি জান আমাকে বলছ না। আমাকে মোচড় দিয়ে কিছু পয়সা আদায়ের মতলব আছে ?

ইতিমধ্যে সাটিরিওস আমেদকে আরও দুটো ঝটকা মেরেছে ; দেওয়ালে মাথা ঠুকে দেওয়ায় কপালে একটা সুপুরি হয়ে গেছে। আমেদ ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। বাবা ! এই জর্জেস আর মামুদ, এই দুটো লোক কসাই।

সাটিরিওস যেই আর একটা ঝটকা মারতে যাচ্ছে আমেদ অমনি তাড়াতাড়ি বলল, ছেড়ে দাও বাবা যতদূর জানি বলছি।

সাটিরিওস বাঁদরটাকে ছেড়ে দে, জর্জেস বলল।

সাটিরিওস হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিতে আমেদ পড়ে যাচ্ছিল, কোনোরকমে দেওয়াল ধরে সামলে নিল।

কার্টার মেম লাকসারি হোটেলে ছিল আমি জানি। ঘরটা এখনও ছাড়ে নি, সে আবার ফিরে এলেই আমি খবর দোব। ও ফিরে এলেই আমি যাতে খবর পাই সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমি মেয়েটাকে····

না, তোমাকে কিছু করতে হবে না যা করবার আমি করব, জর্জেস বলল। এখন আমি যাচ্ছি কিন্তু মনে থাকে যেন, অনেক তো করলে এখন বাকি কাজটুকু করে দাও।

সাটিরিওসকে নিয়ে জর্জেস দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। আমেদ কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ওদের যাওয়া দেখতে লাগল। ওরা

যখন আমেদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল তখন সে তার ছেলে হামিদকে ডেকে বলল, এখানে শীগগির গোলমাল আরম্ভ হবে, তুমি তোমার মা বোনকে নিয়ে আসোয়ান চলে যাও, আজই। কাটার মেম এলেই আমি গ্রীক সাহেবদের খবর দিয়ে আমিও আসোয়ানে যাব। এখানে থাকলে বিপদে পড়ব।

জর্জেস আর সাটিরিওস আমেদের দোকান থেকে বেরিয়ে লাকসারি হোটেলে গেল। রিসেপশনে তখন একজন কেতাদুরস্ত নুবিয়ান যুবক।

জর্জেস জিজ্ঞাসা করল, এই হোটেলে মিস সোহিনী কার্টার নামে কেউ আছেন?

নুবিয়ান যুবক হোটেলের খাতা দেখে বলল, হ্যাঁ, আছেন তবে এখন নেই, কাল রাত্রে হঠাৎ কোথাও চলে গেছেন, ঘর ছাড়েন নি, জিনিসপত্তরও রেখে গেছেন।

আমাকে একটু কাগজ কলম দাও তো, আমি মিস কার্টারের জন্যে একটা মেসেজ লিখে রাখব।

নুবিয়ান ছোকরা হোটেলের নাম ছাপানো কাগজ, খাম ও একটা বল পেন দিল। জর্জেস ছোকরার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কাগজে কিছু লিখল না শুধু হিজিবিজি কেটে কাগজখানা মুড়ে খামে ভরে খাম বন্ধ করে ওপরে সোনির নাম লিখে ছোকরার সামনে খামখানা রেখে বলল, মিস কার্টারের ঘরে মেসেজটা পাঠিয়ে দিয়ো কিন্তু।

ছোকরা খামের ওপর রুম নম্বর ২৮ লিখে ঐ নম্বরের খুপরিতে চিঠিখানা রেখে দিল।

জর্জেসের উদ্দেশ্য ছিল সোহিনীর ঘরের নম্বরটা জেনে নেওয়া। তা সে জেনে নিল। এরপর ওরা দুজনে ওপরে উঠে ২৮ নম্বর ঘরের সামনে দাঁড়াল। ঘরের দরজা বন্ধ, ধাক্কা দিল, কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

জর্জেস পকেট থেকে একটা মাস্টার-কি মানে সবখোল-চাবি বার

করল। সাধারণ তালা, একবার ঘোরাতেই খুলে গেল। ওরা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

জর্জেস বলল, আগে ঘরটা সার্চ করা যাক তারপর ছুঁড়ি না ফেরা পর্যন্ত আমরা এই ঘরেই অপেক্ষা করব। ছুঁড়ির বড় বাড় বেড়েছে, ঢ্যাঙা, ভারি বুক, ভারি পাছা, মাঝে মাঝে জিন পরে ভাবে কি যেন হয়েছি। আরে জর্জেস অমন অনেক ছুঁড়ির বুকে উঠেছে।

সাটিরিওস জিজ্ঞাসা করল, ওকে কি আমি সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব?

না, আমি ওর সঙ্গে কিছু কথা বলব, জানতে হবে তো নেফারতিতি স্ট্যাচুর খবর ও জানে কি না। তারপর আমি ইসারা করলে গুলি কেন গলা টিপে মেরে ফেলবি নয়তো বিছানায় ফেলে মুখে বালিশ চেপে ধরবি। ছোরা থাকলে গলার নলিটা কেটে দিতে পারিস মোট কথা গুলি না করে যে ভাবে পারবি মারবি। বেঁচে থাকলে আমার সর্বনাশ করবে, হয়তো আমাকে জেলে পাঠাবে।

জর্জেস আর কোনো জবাব না দিয়ে ঘর সার্চ করতে লাগল। প্রথমে চেস্ট অফ ড্রয়ারের ওপরের ড্রয়ারটা খুলল, তাতে রয়েছে সোনির প্যান্টি, ব্রেসিয়ার, রুমাল।

তুমি ঠিক বলছ সোহিনী? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না, বলল মারচেল। পাশে একটা চেয়ারে বসে রেমি একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। ম্যাগাজিনের পাতা থেকে মুখ তুলে সোনির কথা শুনতে লাগল।

কেন তোমাকে মিছে কথা বলব মারচেল? আমি কানে স্পষ্ট শুনেছি, কিউরিও অ্যান্টিক শপে গেলে আমেদ আমাকে নেফারতিতির স্ট্যাচু দেখাবে। স্ট্যাচু নাকি লুকসরে আনা হয়েছে।

পিরামিড থেকে বেরিয়েই সোনি নাইল হোটেলে যেয়ে মারচেলের সঙ্গে দেখা করল। কায়রো থেকে এমন কোনো ট্রেন নেই

যা আজই সন্ধ্যার আগে লুকসর পৌঁছবে অতএব মারচেলের আশ্রয় নিতে হবে।

নেফারতিতি স্ট্যাচু সম্বন্ধে মারচেলও তো আগ্রহী, বলতে গেলে ও সেজন্যে প্যারিস থেকে কায়রো এসেছে। স্ট্যাচুর খবর বললেই ও নিজেই ওর প্লেনে করে সন্ধ্যার অনেক আগে ওকে লুকসরে পৌঁছে দেবে। মারচেল ছাড়া আজই লুকসর পৌঁছবার আশা কম।

তা ওরা তোমাকে স্ট্যাচুটা দেখাতে চাইল কেন?

তার কারণ আমি স্বাস্থ্যবতী যুবতী এবং ওদের বলেও ছিলুম, চোখ ঠেরে সোনি জবাব দেয়।

তুমি বাহাদুর সোহিনী, স্ট্যাচুটা দেখবার জন্যে বা সন্ধান পাবার জন্যে আমি কায়রো তোলপাড় করছি আর তুমি এত সহজে সন্ধান পেয়ে গেলে? তুমি সত্যিই একটি মাল বটে, বলে মারচেলো টপ করে সোনিকে একটা চুমো খেল।

আরে স্ট্যাচু তো আমি এখনও দেখিনি। আমাকে বিকেলের মধ্যে লুকসরে পৌঁছে সন্ধ্যার আগে কিউরিও শপে পৌঁছতে হবে তবেই না স্ট্যাচুর সন্ধান পাব।

ঠিক আছে সোহিনী, তুমি রেডি হয়ে নাও। সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি ততক্ষণে লাঞ্চের অর্ডার দিই। লাঞ্চ খেয়েই আমরা বেরোব।

সোনি বলল, কাল সারা রাত ট্রেন জার্নি করেছি তার ওপর আমার গা এখন ঘাম ও ধুলোয় ভর্তি, আমি স্নান করব।

যা তোমার ইচ্ছে কিন্তু তাড়াতাড়ি কর, মারচেল বলল।

সোনি স্নান করতে গেল। মারচেলের পাইলট ঐ হোটেলেই ছিল। মারচেল ফোনে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। লাঞ্চ না করে থাকলে এখনি লাঞ্চ সেরে নাও, আমরা এক ঘণ্টার মধ্যেই টেকঅফ্ করব, লুকসর।

পাইলটের সঙ্গে কথা শেষ করে মারচেল রেমির সঙ্গে কথা বলতে লাগল: যাক যেভাবে হোক একটা সুযোগ এসেছে কিন্তু

সোনি বিপদে পড়তে পারে। তুমি মুস্তাফাকে খবর দাও, ও যেন অলক্ষে থেকে সোহিনীর ওপর নজর রাখে। কেউ যেন জানতে না পারে যে মুস্তাফা সোহিনীকে ফলো করছে। গোলমাল একটা হবেই। জর্জেস শয়তানটা আর তার তল্পিদার এখনও এখানে আছে। ওটাকে আমি বিশ্বাস করি না। মুস্তাফাকে বোলো সোহিনী যদি মরে তবে সেও মরবে।

মারচেলের ছোট জেট প্লেন লুকসরের দিকে উড়ে চলেছে। পাইলট প্লেন চালাচ্ছে। মারচেল সোনির সঙ্গে কথা বলছে। মারচেল গম্ভীর, তার মুখ থমথম করছে। মারচেলের এই মূর্তি দেখে সোনি অস্বোয়াস্তি বোধ করছে। তার ভয় হচ্ছে, নেফারতিতি স্ট্যাচু হস্তগত করবার জন্যে মারচেল তার ক্ষতি করবে না তো? ওরা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, স্মাগলার, ওরা সব পারে।

মারচেল বলল, লুকসর এয়ারস্ট্রিপে নামার পর তুমি একা আলাদা একটা ট্যাক্সি করে সোজা আমেদের কিউরিও অ্যান্টিক শপে যাবে। আমি আর রেমি লাকসারি হোটেলে ৬ নম্বর ঘরে অপেক্ষা করব। আমার বিশ্বাস মূর্তিটা আমেদের দোকানে নেই।

কেন? দোকানে থাকবে না কেন?

দোকানে অমন একটা স্ট্যাচু রাখা বিপজ্জনক কারণ গভর্নমেণ্ট ইনস্পেক্টররা চোরামালের সন্ধানে যখন তখন আসতে পারে। মূর্তি অন্য জায়গায় আছে, ওরা তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাবে। এই রকম ভাবেই কাজ হয়, আমি জানি।

কিন্তু রসিদ তো তার দোকানেই স্ট্যাচুটা রেখেছিল?

স্ট্যাচুটা অন্য এক জায়গায় পাঠান হচ্ছিল, দু এক দিনের ঝুঁকি নিয়ে রসিদ ওটা দোকানে রেখেছিল ফলে বেচারাকে মরতে হল। যাইহোক ওরা তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাবে তবে পথটা মনে রেখ, একা ফিরতে হবে। স্ট্যাচু দেখবার পর তুমি ওদের সঙ্গে দর-কষাকষি করবে যাতে ওরা তোমাকে একজন জেনুইন কাস্টমার মনে

করে। তবুও ওরা যে দাম চাইবে আমি তাইতেই রাজি আছি তবে মূর্তি ডেলিভারি দিতে হবে ইজিপ্টের বাইরে।

যেমন জুরিখ ক্রেডিট ব্যাংক মারফত ?

তুমি জানলে কি করে ?

আমি জানি কিন্তু কি করে জানলুম তা বলব না।

শোনো সোহিনী, এটা ছেলেখেলা নয়।

তাও জানি, সেইজন্যেই তো বলব না।

তুমি তো একটা কাজ করতে পার সোহিনী, আমি নেফারতিতি স্ট্যাচুটা কেনবার পর তুমি টেকসাসের মেলভিন শেফার্ডকে জানাবে স্ট্যাচু এখন কোথায় আছে তাহলে শেফার্ড তার কথামতো তোমাকে দশ হাজার ডলার দেবে, তারপর শেফার্ড আমার কাছে এলে আমি তাকে স্ট্যাচুটা বেচে কিছু লাভ করে নোব, কেমন হবে ?

দাঁড়াও, আগে তো স্ট্যাচু হাতে আসুক তারপর ভাবা যাবে।

বেশ তাই হবে কিন্তু স্ট্যাচু দেখে তুমি যত তাড়াতাড়ি পারবে লাকসারি হোটেলে ফিরে আসবে। স্ট্যাচুটা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায় না যেন, তুমি ওদের বোলো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি ওদের দাম মিটিয়ে দোব।

সোনি ঘাড় নাড়ল। সে আপাততঃ নিশ্চিন্ত যে মারচেল তার সঙ্গে কিউরিও অ্যান্টিক শপে যেতে চায় নি কিন্তু ওরা যদি অলক্ষে ওকে অনুসরণ করে ?

অবশেষে লুকসর এয়ারস্ট্রিপে প্লেন নামল। মুস্তাফাও তখন এয়ারস্ট্রিপে ছিল। দূর থেকে সোনিকে প্লেন থেকে নামতে দেখে মুস্তাফা একটা অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের সিটে বসল। তারপর রিভলবারটা একবার দেখে নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল, চলল লুকসরের দিকে।

ওদিকে তখন লাকসারি হোটেলে জর্জেস আর সাটিরিওস অপেক্ষা করছে। সাটিরিওস তার রিভলবার বার করে নাড়াচাড়া করতে

লাগল। মারচেল সেদিকে চেয়ে বলল, সাটিরিওস তোমার অস্ত্রটা যেখানে ছিল সেখানে রাখ, ওসব আমার ভাল লাগে না।

ট্যাক্সি যখন লুকসরে প্রবেশ করছে তখন সোনি ভাবল হোটেলে ফিরে যেয়ে তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরা আর বাড়তি এক প্রস্থ ড্রেস নিজের ঘরে যেয়ে রেখে আসবে। তারপর ভাবল, না থাক, যে কাজে এসেছে সে কাজটা আগে সেরে নেওয়া যাক। ব্যাগে আছে তো একটা জিন আর একটা শার্ট আর ক্যামেরা, ওগুলো এমন কিছু ভারি নয়।

সোনি যদি হোটেলে ফিরত তাহলে তাকে সাটিরিওসের হাতে মরতে হত এবং এই কাহিনীরও হয়তো সেখানেই সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু তা হয় নি।

সোনি হঠাৎ কেমন নার্ভাস হয়ে গেল। নেফারতিতি স্ট্যাচুর জন্যে তার সামনে একজন মানুষ খুন হয়েছে। তার ছেলেও খুন হয়েছে, কে জানে ঐ স্ট্যাচুর জন্যে কি না। সেই স্ট্যাচুটাই সে আবার দেখতে যাচ্ছে।

আমেদের কিউরিও অ্যান্টিক শপের সামনে এসে দেখল দোকানে ট্যুরিস্টদের বেশ ভিড়। ট্যাক্সি থেকে নেমে সোনি রাস্তায় পায়চারি করতে করতে অন্য দোকানের শো-কেসগুলো দেখতে লাগল।

হাতে প্যাকেট নিয়ে হাসতে হাসতে ট্যুরিস্টরা যখন দোকান থেকে বেরিয়ে গেল সোনি তখন দোকানে যেয়ে ঢুকল। সোনিকে দেখে আমেদ খুব খুশি। হাসতে হাসতে বলল, যাক আপনি তাহলে এলেন মিস কার্টার, আপনি কাল হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন, আমার চিন্তা হচ্ছিল। যদিও অনুমান করছিলুম যে কায়রো গেছেন তবুও ভয় হচ্ছিল কারণ আমাদের এই ব্যবসায়ে নানা ঝুঁকি, নানা বিপদ। আমার ভয় হচ্ছিল আপনাকে কেউ কিডন্যাপ করল নাকি?

আমি খবর পেয়েই চলে এসেছি। তাহলেই বোঝো, নেফারতিতির জন্যে আমার কত ভালবাসা, কত আগ্রহ।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, এমন মূর্তি আপনি দেখেন নি।

স্ট্যাচুটা এখানেই আছে তো? সোনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে।

না, না, তা কি রাখা যায়? সরকারী অ্যান্টিকুইটিজ বিভাগ টের পেলে স্ট্যাচু বাজেয়াপ্ত করবে না? বলতে কি স্ট্যাচু লুকসরেই নেই। ওটা এখন আছে নদীর পশ্চিম পাড়ে। তবে আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই আমরা স্ট্যাচু ডেলিভারি দোব।

তা আমি স্ট্যাচু দেখব কি করে?

খুব সহজ তবে মনে রাখবেন আপনাকে একা যেতে হবে, এমন কি দূর থেকে আপনাকে যদি কেউ ফলো করে তাহলে জানবেন আপনাকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে।

না, আমি একাই যাব।

উত্তম, আপনি ফেরিঘাটে নদী পার হয়ে ওপারে যেয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে কুরনা নামে একটা ছোট গ্রামে যাবেন।

কুরনা গ্রাম আমি চিনি।

চেনেন? তাহলে তো ভাল, সেই গ্রামে একটা মসজিদ আছে

তাও জানি।

জানেন? তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আপনি যাবেন কিন্তু সন্ধ্যার ঠিক পরে। সেই মসজিদে আমার মতো একজন লোক অপেক্ষা করবে, সে আপনাকে স্ট্যাচুটা দেখাবে। কোনো ঝামেলা নেই। আর শুনুন, গ্রামে পৌঁছে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেবেন না. তাকে কিছু বাড়তি পয়সা দিয়ে অপেক্ষা করতে বলবেন নইলে ফেরবার সময় ট্যাক্সি পাবেন না।

থ্যাংক ইউ, তাহলে আমি যাই, আমি ঠিক সময়ে কুরনা যাব।

সোনি দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার পরই আমেদ দোকানের দরজা বন্ধ করে মেঝের কারপেট তুলে কাঠের একটা পাটাতন সরিয়ে দোকানের দামী সামগ্রীগুলো লুকিয়ে রাখল। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল। আসোয়ান যাবার জন্যে সাতটার ট্রেন ধরতে হবে।

দোকান থেকে বেরিয়ে খানিকটা যেয়ে সোনি ভাবল আমি তো ওকে বললুম একাই যাব কিন্তু সেই লোকটা আমাকে যদি ফলো করে? সে এখন আমাকে ফলো করছে কিনা তাই বা কে জানে? সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। একবার যাচাই করে দেখা যাক লোকটা আমাকে ফলো করছে কিনা।

কাছেই টেম্পল অফ লুকসর। ট্যুরিস্ট বা দর্শক হিসেবে ওখানেই ঢুকে পড়া যাক। একটা টিকিট কেটে সোনি সেই মন্দিরে ঢুকে পড়ল। বেশি ভিড় নেই। ফারাও দ্বিতীয় রামসেসের যুগে এই মন্দির নির্মিত হয়েছে। আমন, মুট, খোনসু প্রভৃতির মূর্তি সোনি চিনতে পারল। এগুলির সে ছবি দেখেছিল। একটা দেওয়ালে কিছু চিত্রলিপি, কিছু ভেঙেচুরে গেছে, সেটা সে পড়বার চেষ্টা করল। কে যেন তার পিছনে ধাক্কা দিল। কে ধাক্কা দিল দেখতে যেয়ে নজর পড়ল অদূরে একটা থামের আড়ালে সেই লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, যে তাকে ফলো করে আসছে।

ধাক্কা দিয়েছিল একজন বৃদ্ধ, ইচ্ছে করে নয়। মাথার টুপি তুলে ক্ষমা ভিক্ষা করল। সোনির তখন সেদিকে মন নেই। কি করবে সে তখনি মনস্থির করে ফেলল। ঘড়ি দেখল, এখনও সময় আছে।

মুস্তাফা নিশ্চয় জানে না সে কুরনা গ্রামে যাবে। গ্রেট পিরামিডে সোনি মুস্তাফাকে দেখতে পায় নি আর সেখানে থাকলেও এত দ্রুত কায়রো থেকে লুকসর আসা সম্ভব নয়। আর ওদের সঙ্গে মুস্তাফার একই প্লেনে আসার কথা ওঠে না।

সোনি ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজে প্রায়। লুকসর থেকে সাড়ে সাতটায় কায়রো এক্সপ্রেস ছাড়বে। এই ট্রেনেই সোনি কাল কায়রো গিয়েছিল। সোনি তখনি স্টেশনের দিকে যাত্রা করল। বেশ ভিড়। সে নাগ-হামদি স্টেশনের একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনল। তখন ওর ঘড়িতে সাতটা বেজে সতেরো মিনিট। আর তেরো মিনিট পরে ট্রেন ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মের ভিড় কাটিয়ে ট্রেনের কাছে যেয়ে কণ্ডাক্টরকে টিকিট

দেখিয়ে সোনি দু নম্বর কোচে উঠল। টিকিট কাউন্টার ছাড়বার আগে সোনি লক্ষ্য করেছিল সেই অনুসরণকারীও টিকিট কাটছে।

কম্পার্টমেন্টে যখন উঠল তখন ওর ঘড়িতে সাতটা বাইশ। সে তার ঝোলা ব্যাগ সমেত বাথরুমে ঢুকল। কম্পার্টমেন্ট ফাঁকা ছিল, কোনো যাত্রী তখনও ওঠে নি।

বাথরুমে ঢুকে সোনি পোশাক ছেড়ে ঝোলা ব্যাগে থাকা জিন ও শার্ট পরে নিল। মাথায় নীল স্কার্ফটা বেঁধে নিল। তারপর বাথরুম থেকে এবং নিজের কম্পার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে একেবারে ট্রেনের শেষে চলে এল।

ঘড়িতে সাড়ে সাতটা, কাঁটায় কাঁটায়। গার্ড সাহেব বাঁশি বাজাল, ট্রেন নড়ে উঠল এবং পরমুহূর্তে যেই চলতে আরম্ভ করল সোনি টুক করে প্ল্যাটফরম থেকে নেমে পড়ল। আর কোনো যাত্রীকে সে নামতে দেখল না। সোনি এখন নিশ্চিন্ত, যাক বাবা, লোকটাকে ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছে। এ যেন সিন্ধবাদের সেই ঘাড়ে চড়া বুড়ো।

সোনি দেখতে ভুল করেছিল। তাকে যে লোকটা অনুসরণ করছিল সে সোনিকে ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে দেখেছিল এবং সেই গাড়ি-খানার দিকে নজর রাখছিল কিন্তু গাড়ি যখন ছাড়ল তখনও গাড়িতে সোনিকে দেখতে না পেয়ে সে নেমে পড়েছিল। ইতিমধ্যে সোনি তার পোশাক বদলেছে এবং নেমেছে ট্রেনের শেষ প্রান্ত থেকে এবং নেমে প্ল্যাটফর্মের শেষ গেট দিয়ে বাইরে এসেই একটা রেস্তরাঁতে ঢুকে পড়েছে তাই মুস্তাফা তাকে দেখতে পায় নি। মুস্তাফা রীতিমতো রেগে গেছে। একটা ট্যাক্সিতে উঠে সজোরে দরজা বন্ধ করে বলল, লাকসারি হোটেলে চল।

রেস্তরাঁয় বসে সোনি কিছু খাবার ও কফি খেয়ে নিল, কখন ফিরবে ঠিক নেই। রেস্তরাঁ থেকে যখন বেরোল তখন সূর্য ডুবে গেছে। এখন যাবে ফেরি ঘাটে, তারপর নদী পার হয়ে কুরনা।

মুস্তাফার চোখে ধুলো দিয়ে সোনি উধাও হয়েছে এই রিপোর্ট শুনে মারচেল ক্ষেপে লাল। তোমাকে আমি রোজ বৃথাই দুশো ডলার দিচ্ছি, তুমি কোনো কাজের নও। আজ যখন মেয়েটার সবচেয়ে বড় বিপদ এবং মেয়েটা কোথায় যায় জানতে পারলে আমার কাজ হত ঠিক। সেই সময়েই তুমি ফেল করলে, মেয়েটা না যদি ফেরে আমার ভরাডুবি হবে।

এমন ধড়িবাজ মেয়ে আমি দেখিনি। স্টেশনে আমার আগেই ও টিকিট কিনেছিল, পরের স্টপেজ নাগ-হামদি। আমি কি ছেড়ে দিয়েছি ভাবছ। আমি ট্যাক্সি নিয়ে নাগ-হামদি গিয়েছিলুম। আমি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও এল কিন্তু কোথায় মিস কার্টার! আমার মনে হচ্ছে সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে লুকসর স্টেশনেই নেমে পড়েছে।

তুমি এক কাজ কর মুস্তাফা, এখনও দোকান বন্ধ হয় নি। কিউরিও অ্যান্টিক শপের আমেদ সোহিনীকে কোথাও যেতে বলেছে, তুমি দোকানে যেয়ে যেভাবে পার আমেদের কাছ থেকে জেনে নাও সে সোহিনীকে কোথায় পাঠিয়েছে, যদি না বলতে চায় ভয় দেখাবে।

মুস্তাফা আর অপেক্ষা করল না, তখনি বেরিয়ে পড়ল। মারচেল রেমিকে বলল, তুই কায়রোতে আসা হিলালিকে ফোন করে বলেদে যে সে যেন লুকসর-কায়রো এক্সপ্রেসের প্যাসেঞ্জারদের ওপর নজর রাখে। কায়রো স্টেশনে সোহিনীকে দেখতে পেলে তাকে যেন ফলো করে। আমার ধারণা সোহিনী ট্রেন থেকে নামে নি। সে তার কম্পার্টমেন্টে উঠে মুস্তাফার নজর এড়াবার জন্যে বাথরুমে ঢুকেছিল। পরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে টিকিট এক্সটেণ্ড করিয়ে নিয়েছে। আমরা যে স্ট্যাচুর সন্ধান করছি সেই স্ট্যাচু কায়রোতেই আছে।

আগা হিলালি কি মিস কার্টারকে চেনে? রেমি জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, চেনে, একবার দেখেছে।

ওদিকে মুস্তাফা কিউরিও অ্যান্টিক-শপে যেয়ে দেখল দোকান বন্ধ। পাশের দোকানগুলি তখন একে একে বন্ধ হচ্ছে। তারা বলল, আমেদ সন্ধ্যার আগেই দোকান বন্ধ করেছে।

একটি দোকানের ছোকরাকে কিছু পয়সা দিয়ে আমেদের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিল। আমেদের বাড়ি যেয়ে দেখল, বাড়িতে কেউ নেই, দরজায় তালা।

সোনি যখন কুরনা গ্রামে পৌঁছল তখন গ্রামের ওপর কালো অন্ধকার নেমে এসেছে কিন্তু চারদিক ফাঁকা এবং গ্রামটা একটা পাহাড়ের ওপর বলে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। সব বাড়ির দরজা বন্ধ তবে ভেতরে মানুষ আছে বোঝা যাচ্ছে। রান্নার আয়োজন হচ্ছে, ধোঁয়া বেরোচ্ছে অথবা শিশু কাঁদছে। ফাঁকা জায়গায় দু একটা উট বসে বা দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে এক আধজন যাচ্ছে কিন্তু অন্ধকারে কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না। সোনিকেও কেউ লক্ষ্য করছে না। অন্ধকারে তাকেও হয়তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কারণ তার পরনে নীল রঙের জিন, গায়ে সবুজ শার্ট, মাথায় বেগুনী রঙের রুমাল। সোনিও মনে মনে ভাবছে তাকে না দেখতে পেলেই ভাল।

মসজিদটা ধবধবে সাদা চুনকাম করা। তাছাড়া গ্রামের সব বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে তার গম্বুজ ও মিনারগুলি উঠেছে বলে দূর থেকেও তাকে দেখা যাচ্ছে। তবুও সে দিনের বেলায় এই গ্রামে এসেছিল বলে এখন অন্ধকারে যেতে পারছে। নইলে ভয় পেয়ে হয়তো ফিরেই যেত।

কোথায় হঠাৎ একটা গাধা চিৎকার করে উঠল। গাধার ডাক শুনতে সোনি অভ্যস্ত নয়। বিশেষ করে এই রকম গা-ছমছম করা অন্ধকারে। প্রথমে সে চমকে উঠেছিল তারপর গর্দভ পুঙ্গবের স্বর চিনতে পেরে মনে মনে হাসল।

কটা বাজল? ঘড়ি দেখা যাচ্ছে না, টর্চ জ্বাললে দেখা যায়, কিন্তু তার হঠাৎ টর্চ জ্বালতে সাহস হল না। দেরি তো হয়ে গেছেই কি আর করা যাবে। ট্রেনে না উঠলে আরও আগে আসতে পারত। তবুও ট্যাক্সিওয়ালা বেশ জোরেই গাড়ি চালিয়ে এনে অনেকটা সময়

বাঁচিয়েছে। আমেদের পরামর্শ মতো তাকে নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে।

মসজিদের কাছে এসে পড়েছে কিন্তু মসজিদে কোনো আলো নেই। মসজিদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। গেট খোলা আছে, ভেতরে প্রাঙ্গণে ঢুকল কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছে না তো? ওর দেরি দেখে কি ওরা চলে গেল নাকি? মসজিদের ভেতরে যে মানুষ আছে তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে দূরে কুকুরের ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

মসজিদের ভেতরে ঢুকতে তার সাহস হল না আর উচিতও নয়। সে কোনোও মুসলিম মহিলাকে কখনও মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে নি। সে বাইরেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে বোধহয় চাঁদ উঠছে কারণ আকাশে আলো দেখা যাচ্ছে।

কি করবে বুঝতে পারছে না। ঝোলা ব্যাগ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাল।

গ্রামে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু জোড়া চোখ কিন্তু সোনির অলক্ষে তাকে অনুসরণ করে আসছে। তারা দেখছে সোনিকে কেউ অনুসরণ করে আসছে কিনা।

সোনি ঠিক করল সিগারেটটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে, তারপর মুনিরা বেগমের সঙ্গে দেখা করে সে ফিরে যাবে। মুনিরাকে বলে যাবে প্যাপিরাসে কি লেখা ছিল।

একদিকে একটা সিমেন্ট বাঁধানো রক মতো দেখে সোনি তার ওপর বসে সিগারেট টানতে লাগল। সোনি পা ঝুলিয়ে বসেছিল, হঠাৎ তার পায়ের কাছে কি সড়সড় করে উঠল। সোনি সাপ মনে করে অস্ফুট চিৎকার করে পা তুলে নিল। সাপ নয়, কুকুর।

সিগারেট শেষ হল, চাঁদ আরও কিছু ওপরে উঠেছে। অন্ধকার অনেকটা দূর হয়েছে। নাঃ আর নয়। এবার ওঠা যাক, বেশি দেরি হলে ওদিকে আবার ট্যাক্সিওয়ালা ফিরে যাবে। ইতিমধ্যে মুনিরার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

সোনি উঠে পড়ল। হাত দিয়ে জিন থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেরবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে 'অমনি মিস' কাটার শুনে সে চমকে উঠল ভীষণ ভাবে, তার বুক ঢিবঢিব করতে লাগল।

তার সামনে কিছুটা তফাতে আপাদমস্তক কালো পোশাক পরা একজন কালো নুবিয়ান পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভীষণ লম্বা, মাথার ফেজ টুপিটাও বেশ উঁচু

নুবিয়ান কোমর বেঁকিয়ে সামনে ঝুঁকে বলল, দেরি হয়ে গেছে, ক্ষমা করবেন, এখন আমার সঙ্গে আসুন। সোনি লোকটার মুখ ভাল দেখতে পেল না কিন্তু তার ঝকঝকে দাঁত দেখতে পেল।

নুবিয়ান লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল। সোনি তাকে দু একটা প্রশ্ন করল কিন্তু কোনো জবাব পেল না, এমন কি নুবিয়ান একবার ঘাড় ফিরিয়েও কিছু জিজ্ঞাসা করল না। কে জানে লোকটা বোধহয় বধির, কানে শোনে না।

একটা সরু পাহাড়ী পথ দিয়ে ওরা এঁকেবেঁকে চলল। মাঝে মাঝে কালো পাথরগুলোকে এক একটা বিরাট জন্তু বলে মনে হচ্ছিল। একটা ঢিবির সামনে নুবিয়ান থামল। ঢিবিটা বেশি উঁচু নয়, দশ বারো ফুট হবে। ঢিবিটার সামনে একটা লোহার ভারি গেট রয়েছে যেন জেলখানার ফটক। ফটকের গায়ে মস্ত একটা নম্বর ঝুলছে, এত বড় যে অন্ধকারেও কালোর ওপর সাদা অক্ষরে লেখা ৩৭ পড়া যাচ্ছে। ফটকের ওদিকে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। সোনি অনুমান করল এটি একটি কবরস্থান।

সেই নুবিয়ান বলল, আপনাকে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু সে আর এক সেকেণ্ডও দাঁড়াল না। হনহন করে কুরনা গ্রামের দিকে চলল। সোনি তাকে কিছু বলার সময় পেল না।

অন্ধকারে সোনি আবার একা দাঁড়িয়ে রইল। এবার সোনির গা ছমছম করতে লাগল। এই গ্রামের সব মানুষ কি গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে নাকি সবাই ঘুমোচ্ছে। আবার সে একটা সিগারেট ধরাল। এক সময়ে সে সিগারেট শেষ হল।

কি ব্যাপার ? সে কি কোনো ফাঁদে পড়ল ? নেফারতিতির স্ট্যাচু কি এদের কাছে আছে, নাকি সব বাজে কথা ! এই সিগারেটটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করবে তারপর ফিরে চলে যাবে।

সিগারেট শেষ হল, কেউ এল না। তাহলে ফিরে যাওয়া যাক। বেচারী সোনি। সারাদিন পরিশ্রম গেছে, ক্লান্ত দেহ নিয়ে অন্ধকার হাতড়ে এই গ্রামে উঠেছে। ক্লান্তিতে দেহ বুঝি ভেঙে পড়বে। বেচারী হতাশ হল, এমন ভাবে তাকে কেউ অপমানিত করে নি। সব কথা সে সাজ্জাদ জাহিরকে বলবে। আমেদ লোকটার সাজা পাওয়া দরকার।

ফেরবার জন্যে সে পা বাড়িয়েছে এমন সময় তার পিছনে লোহার গেটের চেনটা ঝনঝন করে উঠল। সোনি চমকে উঠল, ভয়ও পেল। তবুও সে ঘাড় ফেরাল, কিসের আওয়াজ ? কে আওয়াজ করল ?

গুড ইভনিং মিস কার্টার, গেট খুলে বেশ লম্বা চওড়া এবং ঘোর বাদামী রঙের পোশাক পরা একজন লোক গেট থেকে বেরিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল। সে বলল, আমার নাম মামুদ আব্বাস।

কোমর বেঁকিয়ে সামনে ঝুঁকে বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন মিস কার্টার, অনেক দেরি করে ফেললুম, তবে ঐ মূর্তিটা যথাস্থানে আনতেই দেরি হয়ে গেল কারণ ঐ মূর্তিগুলো অমূল্য, পুলিসের নজর এড়িয়ে আমাদের কাজ করতে হয়, আপনি জানেনই তো সব, যাক, যা হবার হয়ে গেছে এখন আমার সঙ্গে আসুন।

মামুদ আব্বাসের মুখখানা তখনও সোনি ভাল করে দেখতে পায় নি, দেখলে সে কি করত কে জানে। মামুদ নিচের দিকে নামতে লাগল। পথ ভাল নয়, এবড়োখেবড়ো এবং সরু। অভ্যস্ত পথ দিয়ে মামুদ বেশ জোরেই হাঁটছে।

অবশেষে মামুদ থামল। সোনির মনে হল ওরা সেই ৩৭ নম্বর গেটের বিপরীতে কোনো এক জায়গায় এসেছে। এখানেও একটা লোহার গেট রয়েছে তবে গেটের গায়ে কোনো নম্বর ঝুলছে না। সোনি নার্ভাস হয়ে গেছে, হাত পা অবসন্ন। একা এসে সে ভুল

করেছে কিন্তু উপায় ছিল না। সে বুঝতে পারছে না এখানে এই নির্জন প্রান্তরে কোথায় অমন মূল্যবান স্ট্যাচু থাকতে পারে?

মামুদ গেট খুলে বলল, আসুন।

সোনি ভেতরে ঢুকল। গুহা নয়, সম্ভবতঃ এটা প্রাচীন একটা কবরগৃহ। আলো নেই, অন্ধকার। মামুদ যদি তার গলা টিপে ধরে? কিংবা তার দেহটাই দাবি করে? তাহলে সোনি কি করবে? মূর্তি দেখবার জন্যে এমন জায়গায় আসতে হবে জানলে সে হয়তো আর একবার চিন্তা করত।

মামুদ একটা দেশলাই কাঠি জ্বালল। অন্ধকার এমনই জমাট বাঁধা যে দেশলাই কাঠির অল্প আলোয় ঘরখানার প্রকৃতি বোঝা গেল না, তবুও সোনি অনুমান করল যে ঘরখানা সম্ভবতঃ কোনো কবরখানা।

ঘরে ঢুকে মামুদ আগে গেটটা বন্ধ করে দিল। পাশে একটা দরজা ছিল। মামুদ আর একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে সোনিকে বলল সেইদিকে যেতে। পাশের ঘরটা আগেকার ঘর অপেক্ষা বড়।

এই ঘরে ঢুকে মামুদ একটা ছোট লণ্ঠন জ্বালল। ঘরের কুলুঙ্গিতে আলোটা রাখা ছিল। সোনির অনুমান ঠিক। এই ঘরে একদা হয়তো কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি শায়িত ছিলেন। দেওয়ালের গায়ে রংচটা ছবি এখনও দেখা যাচ্ছে।

মামুদ তাকে কোথায় নিয়ে এল। সোনি রীতিমতো ভীত, সে এখন পুরোপুরি মামুদের নিয়ন্ত্রণে। মামুদ তাকে খুন করলেও সে কিছু করতে পারবে না। তার হাত পা অবশ হয়ে এল, ঘামে পিঠ ভিজে গেল।

এই যে এদিকে দেখুন মিস কার্টার, আলোটা তুলে ধরে মামুদ ঘরের বিপরীত প্রান্তে গেল। যা দেখল তাতে সে বিস্ময়ে হতবাক। সে তার সম্ভাব্য বিপদের কথা ভুলে গেল। একটা মোটা কাঠের চৌকো টুলের ওপর নেফারতিতির সেই নগ্ন স্বর্ণমূর্তি যা সে রসিদের দোকানে দেখেছিল। কোনো ভুল নেই, সেই একই মূর্তি।

মামুদ ওর পিছনে আলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সোনি একদৃষ্টে মূর্তি দেখছে, চোখের পলক পড়ছে না। মূর্তিটা যেন জীবন্ত, এখনি বুঝি সোনির সঙ্গে কথা বলবে।

এ মূর্তির তুলনা নেই, কত দাম চাও? সোনি ঘাড় ফিরিয়ে মামুদকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ভয়ে তার কথা আটকে গেল।

কায়রোতে রসিদের দোকানে যে তিনজন হত্যাকারীকে সোনি দেখেছিল এই মামুদ তো সেই তিনজনের একজন। এই তো সেই সোনা বাঁধানো দাঁত, গালে কাটা দাগ। সোনি মুখ ঘুরিয়ে নিল. তার হাত কাঁপতে লাগল। তার তখন চিন্তা এই কবরখানা থেকে সে এখন কি করে বেরোবে?

মামুদ বলল, মিস কার্টার আপনি এদিকে আসুন, আপনাকে আরও কয়েকটা মূর্তি দেখাব। এই যে এই দরজা দিয়ে, আপনি আগে চলুন, আমি আলো দেখাচ্ছি।

উপায় নেই, কথা শুনতেই হবে। সে ভীষণ বিপদে পড়েছে কিন্তু তাকে হত্যা করে এদের কি লাভ? সোনি বেশি জেনে ফেলেছে? কারা এই চোরাকারবারী জেনে ফেলেছে? সে কি বলবে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আর দেখতে চাই না, যা দেখলুম আমি কাউকে বলব না, কাউকে বলিও নি যে আমি কুরনা গ্রামে আসছি।

সোনি পিঠে মৃদু ধাক্কা অনুভব করল, মামুদ বলল, চলুন, থামলেন কেন?

বেশ মোটা কাঠের ভারি দরজা পার হয়ে সোনি দেখল নিচের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে। এককালে হয়তো সিঁড়ি ছিল কিন্তু এখন অনেক ভেঙেচুরে গেছে তাই সোনি সাবধানে পা ফেলে নামছিল।

কয়েক ধাপ নামবার পর সোনি পিঠে কি একটা অনুভব করল। পিস্তলের নল নাকি? না, পিস্তলের নল নয়, মামুদের জুতোর ডগা। মামুদ তার জুতো দিয়ে সোনির পিঠে জোরে ধাক্কা দিতেই সোনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারপর গড়াতে গড়াতে নিচে। মামুদ ফিরে

ডলারের লোভ আছে, কই রেমি একটু হুইস্কি দাও, বলে মারচেল একটা সিগারেট ধরিয়ে মুস্তাফাকে বলল, তোমার খবর কি ? কিছু খবর পেলে ?

চুপ করে [illegible] লাগল, ওঠবার শক্তি বুঝি হারিয়ে ফেলেছে। হাতের চেটো জ্বালা করছে, বোধহয় ছড়ে গেছে, বাঁ হাতের কনুইয়েও বেশ লেগেছে। কুচকুচে কালো অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ওপরের ঘরের চেয়েও নিচের ঘরখানা ঠাণ্ডা, ড্যাম্প, মেঝে স্যাঁতসেঁতে।

সোনি অনুভব করল তার ভয় কেটে গেছে। আগে হত্যা করার সুযোগ থাকলেও ওরা তাকে হত্যা করে নি, সম্ভবতঃ তাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে কিংবা হয়তো কাল সকাল নাগাদ ফিরে এসে জেরা করবে।

ট্যাক্সিওয়ালা নিশ্চয় ফিরে গেছে। সে কি পুলিসকে খবর দেবে ? কিংবা মারচেল কি কিউরিও অ্যান্টিক শপের মালিক আমেদকে ধরে এবং ভয় দেখিয়ে তার সন্ধান পাবে ? আশা খুব কম।

যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ এখান থেকে বেরোবার চেষ্টা করতে হবে। ঝোলা ব্যাগটা কাঁধ থেকে কোথাও খসে পড়েছে। তার ভেতরে টর্চ ও দেশলাই এবং সিগারেট আছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ব্যাগটা পাওয়া গেল কিন্তু টর্চটা পাওয়া গেল না। ব্যাগের ভেতর থেকে দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বালল। কয়েকটা জিনিস এদিক ওদিকে ছিটকে গিয়েছিল, টর্চটা একটু দূরে চলে গিয়েছিল। জিনিসগুলো সব জড়ো করল। অন্ধকারে বসে আগে একটা সিগারেট খেল। সিগারেট টানতে টানতে চিন্তা করতে লাগল কি করবে। চিন্তা করেও কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। ঘরখানা ও দেওয়ালগুলো আগে একবার দেখা উচিত।

নিচের ঘর ওপরের ঘরের চেয়েও ঠাণ্ডা হলেও গরম, জিন পরে থাকা যাচ্ছে না। ব্যাগের মধ্যে একটা ফ্রক আছে যেটা পরে সে স্টেশনে গিয়েছিল। সেইটেই পরা যাক।

মামুদ ওর পিছনে আলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সোনি একদৃষ্টে মূর্তি দেখছে, চোখের পলক পড়ছে না। মূর্তিটা যেন জীবন্ত, এখনি হাঁটতে শুরু করবে।

টর্চ জ্বেলে ঘরের চারদিক বেশ করে দেখল। দেয়ালের কাছে একটা মানুষের পুরো কঙ্কাল পড়ে আছে, কিছু ছেঁড়া জামা-কাপড় তখনও তার গায়ে লেগে আছে।

সোনি নিচু হয়ে কঙ্কালটা দেখল। কব্জির হাড়ে একটা অ্যামেরিকান এলগিন ঘড়ি ঝুলছে। পাশে পড়ে আছে একটা কি-রিং। কি-রিং-এ লেখা রয়েছে ইয়েল/৭২। এই তাহলে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই যুবক, যে মিশরের পুরাকীর্তির চোরাপথ খুঁজতে যেয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

সোনি ঘড়ি আর কি-রিং ব্যাগে ভরে নিল। যদি এখান থেকে বেরোতে পারে তাহলে ও দুটো কাজে লাগবে। ইঁদুর ও পোকা-মাকড় ইয়েলের যুবকের সবকিছু খেয়ে সাফ করে ফেলেছে। কিন্তু ইঁদুর বেরোবে নাকি ?

রেমি ফোন করে ফিরে এসে বলল নাগ হামদি স্টেশনে কোনো অ্যামেরিকান মেয়ে ট্রেন থেকে নামে নি, এমন কি ঐ ট্রেনে সোহিনী কার্টারের বর্ণনা মতো কোনো মেয়ে-যাত্রী নেই। আমি আমাদের কায়রো এজেন্ট আগা হিলালিকে বলে দিয়েছি লুকসর-কায়রো এক্সপ্রেস কায়রো পৌঁছলে সে যেন নজর রাখে. সোহিনী কার্টারকে দেখতে পেলে যেন নজর রাখে এবং আমাদের খবর দেয়।

মারচেল তখন বসে বসে দুহাত দিয়ে নিজের কপাল টিপছিল। রেমির সব কথা শুনে বলল, সাফল্যের দরজায় এসে ভরাডুবি হবে, আমার কপালে কি তাই লেখা আছে ? ছুঁড়িটা দেখছি খেলোয়াড় মেয়ে, আমাকে কিছুতেই বলল না কোথায় সেই স্ট্যাচুটা দেখতে যাবে ? এত সাহস যে গেল একা ? প্রাণের ভয়ও নেই। যেখানেই যাক এখন ফিরে এলে বাঁচি, ফিরে আসতেও পারে। দশ হাজার

ডলারের লোভ আছে, কই রেমি একটু হুইস্কি দাও, বলে মারচেল একটা সিগারেট ধরিয়ে মুস্তাফাকে বলল, তোমার খবর কি? কিছু খবর পেলে?

কোনো খবর নেই, আমি ঐ দোকানে গিয়েছিলুম, দোকান বন্ধ। ঠিকানা নিয়ে বাড়ি গেলুম, বাড়িতে মস্ত বড় তালা ঝুলছে। প্রতিবেশীরা জানে না ওরা কোথায় গেছে?

জর্জেস আর তার তল্পিদার কোথায়? ঐ শয়তান দুটোর কাল সকালেই খোঁজ করতে হবে। কে জানে ওরা একটা চক্রান্ত করেছে কি না। মারচেল বা রেমি জানে না যে ঐ দুই শয়তান ঐ হোটেলেই অন্য একটা ঘরে সোহিনীর জন্যে মৃত্যু পরোয়ানা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

না ইদুর আসবার সম্ভাবনা নেই, থাকলে এতক্ষণে আসত কারণ এখানে ইদুরের কোনো খাবার নেই, তারা খাবে কি। খাবারের সন্ধানে ওরা অন্যত্র চলে গেছে।

যে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে সোনি গড়িয়ে নিচে পড়েছিল সেই সিঁড়ি দিয়ে সে সাবধানে পা ফেলে ওপরে উঠল। সেই ভারি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজা একেবারে চেপে বন্ধ, কোথাও একটুও ফাঁক-ফোকর নেই। সোনি দরজায় কান চেপে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগল 'বাচাও', 'বাঁচাও'। কে তাকে বাঁচাবে? ওবাবে কেউ আছে বলে কিছুই জানা গেল না।

সোনি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। প্রথমেই মনে পড়ল তার বাবা ও মায়ের কথা, তারপর ডিকের কথা। এখন মনে হচ্ছে সে ডিকের পরামর্শ শুনে ফিরে গেল না কেন? সে এসেছিল কিছু দেখতে, কিছু শিখতে ও কিছু অনুবাদ। এই কাজেই মগ্ন থাকলেই তো হত?

কি কুক্ষণেই যে সে রসিদের দোকানে গিয়েছিল। নেফারতিতির স্বর্ণমূর্তি দেখেছিল এবং স্বচক্ষে দেখল সেই বীভৎস হাড় কাঁপানো দৃশ্য,

একটা বৃদ্ধ তার সামনে খুন হল। এখন আর আফসোস করে লাভ কি? দুই গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এই-খানেই তাকে মরতে হবে, কেউ জানতেও পারবে না, যেমন জানতে পারে নি ইয়েলের ঐ যুবকের মৃত্যু।

ক্ষীণ আশা সাজ্জাদ জাহির। তার মাথায় যদি ঢোকে হঠাৎ সোহিনী কার্টার কোথায় অদৃশ্য হল। সে এই দেশেরই মানুষ এবং যে দফতরে কাজ করে সেই দফতরের সূত্রে যদি খোঁজ করতে করতে তিন চার দিন পরেও এসে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উদ্ধার করে, সেই আশায় সে বাঁচবার চেষ্টা করবে। ভাবালুতাকে বৃথা প্রশ্রয় দেবে না। ভাল করে দেওয়াল আর মেঝে দেখা যাক না, যদি বেরোবার কোথাও কোনো গুপ্তপথ পাওয়া যায়।

সোনি নেমে এল। ঝোলা ব্যাগ হাতড়ে দেখল চার প্যাকেট দেশলাই আছে আর দু প্যাকেট সিগারেট আছে। টর্চের ব্যাটারির পরমায়ু বোধহয় আর বড় জোর ঘণ্টা খানেক। ওটা জরুরী অবস্থার জন্যে রাখা যাক।

নিচে নেমে এসে দেখল পাশেও একটা ঘর আছে। ওর অনুমান সত্যি। ঘরের দেওয়াল নীল রং করা এবং প্রাচীন মিশরীয়দের দৈনন্দিন জীবনের কিছু ছবি ও চিত্রলিপি রয়েছে। চিত্রলিপি পড়ে সোনি বুঝতে পারল কবরখানাটি হল ফারাও তৃতীয় আমেনহোতেপের একজন মন্ত্রীর কিন্তু ঐ দেওয়াল চিত্র ও লিপি ছাড়া ঘরে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মৃতদেহ বা কফিন কোথায় গেল কে জানে? ঘরের মেঝেতে কিছু বালি, মাটি ও ছোট বড় পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে।

দেওয়ালের একদিকে খানিকটা সাদা জায়গা রয়েছে। বোধহয় চিত্রলিপি লেখবার জন্যে জায়গাটা রাখা ছিল, কিন্তু লেখা হয় নি। সোনি ভাবল ঐ জায়গাটাতে সংক্ষেপে কিছু লিখে রাখলে হয়। তার ব্যাগে একটা ফেল্ট-টিপ পেন ছিল। সেটা বার করে আর দেশলাই কাঠি জ্বেলে বাঁ হাতে ধরে অতি কষ্টে অনেক পরিশ্রম করে সে নিজের পরিচয় ও ঘটনা যতটা পারল সংক্ষেপে লিখল।

কিন্তু তাড়াতাড়ি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। আর হাত চলছে না। বাকি আছে আর এক প্যাক দেশলাই। সে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। সে ভাবতে লাগল যে ঘরগুলো তো অন্ধকূপ, বাতাস বেরোবার বা ঢোকবার সামান্য একটাও ছিদ্র নেই এবং এই ঘরে অক্সিজেন থাকা সম্ভবও নয় তাহলে সে অক্সিজেন অভাবে এখনও অজ্ঞান হয়ে যায় নি কেন? তাহলে কি কোনো ছিদ্র বা ফাটল দিয়ে বাইরে থেকে বাতাস আসছে? অসম্ভব নয়।

সোনি উঠে পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে দেওয়ালে ধাক্কা দেয় বা পায়ের শব্দ শোনে। এক জায়গায় তার মনে হল পায়ের আওয়াজটা যেন কেমন কেমন শোনাচ্ছে। সেখানে মেঝেটা বোধহয় পাতলা। সে সেইখানে বসে পড়ে একটা দেশলাই জ্বালল। দেশলাইয়ের কাঠির আলোয় মেঝেটা পরীক্ষা করতে লাগল, ভাল করে দেখবার আগেই জ্বলন্ত কাঠিটা দপ করে নিবে গেল।

এরকম হল কেন? এত তাড়াতাড়ি কাঠি নিবে যাবার তো কথা নয়। আবার দেশলাই কাঠি জ্বেলে কাঠি নিচু করে মেঝে পরীক্ষা করতে লাগল। দেশলাই কাঠির শিখা বেঁকে যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই তো মেঝেতে একটা ফাটল দেখা যাচ্ছে, ফাটলে হাত চাপতে সোনি বাতাস অনুভব করল। তাহলে এই ঘরের নিচেটা হয় ফাঁকা কিংবা নিচে ঘর থাকলেও সেই ঘরের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ নিশ্চয় আছে, নইলে বাতাস আসতে পারে না।

কে যেন সোনিকে উৎসাহ দিতে লাগল, তার মনে সাহস ফিরে এল। চেষ্টা করে দেখা যাক। বহু পুরনো বাড়ি অন্ততঃ দু হাজার বছরের। মেঝের নিচের দিকের অংশ বিশেষ খসে পড়ে থাকতেও পারে যার জন্যে মেঝের এইখানটা পাতলা হয়ে গেছে। ঘরের মেঝেতে ছোট বড় পাথরের টুকরাগুলো বুঝি তার জন্যেই রাখা আছে।

সোনি একটা বড় পাথরের টুকরো বেছে নিয়ে মেঝেতে আঘাত করতে লাগল। কফিন রাখবার জন্যে গ্র্যানাইট পাথরের বেশ বড়সড় একটি শবাধার তৈরি করা হত। এই শবাধার নানারকম

আকারের করা হত। এই ঘরে যে শবাধার ছিল সেটি কোনো কারণে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, তারই পাথরের টুকরো পড়ে আছে। সেই টুকরো এখন সোনির কাজে লাগছে।

সোনি প্রথমে পাথর দিয়ে আস্তে আস্তে আঘাত করতে লাগল কারণ সে অনুমান করছে যে ছাদের নিচের দিকের চাঁই খসে মেঝে পাতলা হয়ে গেছে। তাহলে জোরে আঘাত করলে হুড়মুড়িয়ে অনেকটা জায়গা ভেঙে পড়ে গেলে তার সঙ্গে সেও নিজে কোথায় পড়বে কে জানে।

বেশ কিছুক্ষণ পরিশ্রমের পর মেঝেতে একটা গর্ত হল, তার ভেতর দিয়ে হাত ঢোকানো যায়। মনে হল নিচে থেকে ওপরে হাওয়া আসছে। সোনির এখন বাতাস দরকার।

সোনি পাথর ঠুকে ঠুকে গর্তটা বড় করল, একটা ফুটবল গলে যেতে পারে। বাতাস যখন আসছে তখন নিশ্চয় বাইরে বেরোবার পথ একটা পাওয়া যাবে। গর্তের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে মেঝের নিচের দিকটা সোনি হাত চালিয়ে বোঝবার চেষ্টা করল, তবে ভয়ে ভয়ে কারণ ওদিকে যদি বিষাক্ত পোকা বা কাঁকড়াবিছে থাকে ?

সেরকম কোনো বিপদ ঘটল না। মেঝেটা এখানে বড়জোর চার ইঞ্চি পুরু। সোনি গর্তটা বড় করতে লাগল ক্রমশঃ, এতবড় হল যে সে নিজের দেহটা ঐ গর্ত দিয়ে নিচে গলিয়ে দিতে পারে।

নিচে কি আছে জানতে হবে। সোনি কতকগুলো ছোট ছোট পাথর সেই গর্ত দিয়ে হাত গলিয়ে চারদিকে ছুঁড়তে লাগল। আওয়াজ শুনে অনুমান করল মেঝেটা কাঁচা এবং নিচের ঘরটা ওপরের ঘরের মাপ মতোই হবে।

ব্যাগের মধ্যে একখানা পুরনো খবরের কাগজ ছিল। সোনি সেই কাগজখানা জ্বালিয়ে নিচে ফেলে দিল। কাগজ জ্বলতে লাগল। বেশ আলো হল। বিপজ্জনক কিছু দেখা গেল না। সোনি অনুমান করল এই ঘরের মেঝের থেকে নিচের মেঝে আট ফুট বড় হবে। সে যদি এই গর্ত দিয়ে গলে হাত দিয়ে ওপরের মেঝে ধরে

ঝুলে পড়ে তাহলে সে সহজেই নামতে পারবে। তার নিচের উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি। হাত ধরে ঝুলবে তাতে অন্ততঃ আরও ইঞ্চি আষ্টেক বাড়বে অতএব তাকে মাত্র দু ফুট লাফিয়ে নামতে হবে।

টর্চ জ্বেলে সোনি তার ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বুকের দিকে ঝুলিয়ে সেই গর্ত দিয়ে দেহ গলিয়ে হাত দিয়ে ঝুলে ঝুপ করে নেমে পড়ল। সোনি বরাবর খেলাধুলো করে, সাঁতার করে, ব্যায়াম করে অতএব এইভাবে নেমে পড়া তার পক্ষে মোটেই কঠিন হল না।

নিচে নেমে টর্চ জ্বেলে আগে ঘরের চারদিক একবার দেখে নিল। ঘরখানা ফাঁকা, মেঝেতে বালি। তার ভয় সাপ ও কাকড়াবিছে। তবে আপাতত তাদের দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। ভয় করে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

পাশে একটা দরজা। এককালে কাঠের পাল্লা ছিল, এখন নেই। সোনি সেই খোলা দরজা দিয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। মস্তবড় ঘর। টর্চ জ্বেলে চারদিকে আলো ফেলে একবার দেখে নিল। ঘরটা ভীষণ নোংরা। ভাঙাচোরা কাঠকাঠরা, নানারকম সামগ্রী ও বেশ কিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মমি পড়ে আছে। কোথাও শুধু হাত পা কিংবা বিচ্ছিন্ন মুণ্ড ইতস্তত পড়ে রয়েছে। সোনি অনুমান করল এটি বোধহয় সাধারণ নাগরিকদের কবরখানা ছিল।

টর্চের আলো নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সোনি হঠাৎ চমকে উঠে চিৎকার করে উঠল, কি একটা জন্তু তার পিঠে এসে বসল। সেটাকে টর্চ দিয়ে ঝেড়ে ফেলল, একটা চামচিকে। ঘরে আরও চামচিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। সোনির টর্চের আলো তাদের সচকিত করে তুলেছে।

সোনির পায়ের কাছে মমির দেহ থেকে খসে পড়া একটা হাত পড়ে ছিল। তখনও সেটার গায়ে পিচ লাগানো কাপড় জড়ানো ছিল। দেশলাই জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা মশালের মতো জ্বলে উঠল। সোনি এইরকম বিচ্ছিন্ন কয়েকটা টুকরো এক জায়গায় জড়ো করে জ্বালিয়ে দিল। সেগুলো দাউদাউ

করে জ্বলতে লাগল। সারা ঘরটা আলো হয়ে উঠল। ঘরটা যেন প্রেতপুরী। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে সোনির গা ঘিনঘিন করতে লাগল, বমি পাচ্ছে।

বিচ্ছিন্ন মমির দেহাংশ, কাঠকাঠরা, পাথর, ধুলোবালি ইত্যাদির আবর্জনা মাড়িয়ে সোনি বাইরে বেরোবার পথের সন্ধান করতে লাগল। যে আগুন সে জ্বালিয়েছিল তা যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল তা তেমনি খপ করে নিবে গেল। অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত করে নেবার জন্যে সোনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট দুই পরে এদিক ওদিক চাইতে তার মনে হল ঘরের একদিকে যেন চাঁদের আলো পড়েছে।

চাঁদের আলোর কাছে যেয়ে দেখল, দেওয়ালে বেশ বড় একটা গর্ত। পুরনো হয়ে যাওয়ায় বা যে কারণে হোক সে জায়গাটা ভেঙে গেছে কিন্তু একটু উঁচুতে। বাইরে বেরোবার এইটেই একমাত্র পথ।

সোনি অ্যাথেলেটিক মেয়ে। সুন্দরী হলেও সঞ্চারিনী পল্লবিনী লতেব নয়। কয়েকবার কসরৎ করে সেই ভাঙা দেওয়ালে চেপে বসল। ওধারটা খুব নিচু নয়, পাঁচ ফুট আন্দাজ নিচে নরম বেলে মাটি। সোনি ঝুপ করে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

বিপদ এখনও না কাটলেও সোনি নিশ্চিত মৃত্যু গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। চারিদিকে লক্ষ্য করে দেখল কুরনা গ্রাম থেকে সে বেশি দূরে আসে নি।

এতরাত্রে সে কোথায় যাবে? পথে যদি মামুদ আব্বাস বা দলের কেউ তাকে দেখতে পায়?

একজনের কথা মনে পড়ল। মুনিরা বেগমের স্নেহময়ী হাসি হাসি মুখখানি। সে নিশ্চয় ফিরিয়ে দেবে না। তার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। আপাতত এক গ্লাস জল চাই, তারপর নিজেকে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে।

মুনিরা বেগমের বাড়ি গ্রামের সব থেকে উঁচুতে। চাঁদের আলোয় পথ চিনে যেতে অসুবিধে হল না। তার ভয় হচ্ছিল গ্রামে ঢোকার সঙ্গে

সঙ্গে হয়তো একপাল কুকুর তাকে তেড়ে আসবে। রাস্তার কুকুরকে তার ভয় নেই কারণ তাদের লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়লে বা ঢিল ছোড়ার ভান করলে তারা পালিয়ে যায়, কিন্তু ভয় তাদের দলবদ্ধ ডাক। গ্রামের লোক না চোর পড়েছে বলে ছুটে আসে।

মুনিরা বেগমের বাড়ির কাছে এসে লক্ষ্য করল বাড়ির ভেতরে এখনও আলো জ্বলছে, তাহলে মুনিরা এখনও জেগে আছে।

মুনিরার বাড়ির পিছন দিকের দরজার সামনে যেয়ে দাঁড়াল সোনি। এতক্ষণ যদিও বা পা চলছিল এখন বুঝি দুনিয়ার ক্লান্তি তাকে চেপে ধরল, পা বুঝি আর চলবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াল। ভেতরে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায় কি না তাই লক্ষ্য করছিল সোনি। দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই সম্ভবতঃ।

সোনি দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিতে লাগল। মিনিট দুই পরে বন্ধ দরজার ওধারে এসে মুনিরা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি সোনি, একবার দরজাটা খোলো।

না না, আমি দরজা খুলব না, তুমি চলে যাও।

এ কি হল? এই তো পরশুদিন, মুনিরা কেমন মিষ্ট স্বরে তার সঙ্গে কথা বলল, এর মধ্যে কি হল? সোনি আশা ছাড়ল না।

মুনিরা আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, আমাকে এক গ্লাস জল অন্তত দাও।

দাঁড়াও বাছা।

মুনিরা চলে গেল। কিছু পরে দরজা খুলে আগে বলল, ভেতরে এস না, ঐখানেই দাঁড়াও। এ কি সর্বনাশ তোমার, এমন চেহারা হয়েছে কেন? কোথা থেকে আসছ? তোমাকে কি ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

না, ওসব কিছুই নয়, কই জল এনেছ? তোমাকে বিরক্ত করছি, কিছু মনে কোরো না।

এই নাও, মুনিরা তার দিকে একটা গেলাস এগিয়ে দিল। জল

নয়, সেদিনের মতোই মিষ্টি সরবৎ। সেই মিষ্টি সরবত পান করে সোনির তৃষ্ণা ও ক্লান্তি অনেকটা দূর হল।

সোনি যখন সরবৎ পান করছিল তখন মুনিরা বলছিল, তুমি আমাকে বিপদে ফেলেছ সোহিনী। তোমাকে প্যাপিরাস দেখানোর জন্যে আমার এক নাতি আমার ওপর ভীষণ চোটপাট করে সেই প্যাপিরাসটা নিয়ে গেছে।

তোমার নাতি? তারা কারা? সোনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে কারণ মুনিরা বলেছিল তার দুটি ছেলে ছিল তারা যুদ্ধে মারা গেছে। এরা তাহলে কার ছেলে?

মুনিরা বলল, তার দুই মেয়ে। দুই মেয়ের দুই ছেলে আছে। সেদিন সোনি চলে যাবার পর এক নাতি এসে সব জানতে পেরে খুব রাগারাগি করে প্যাপিরাসটা নিয়ে গেছে। সে বলেছে প্যাপিরাসে অভিশাপ লেখা আছে, আর সেই প্যাপিরাসের তুমি ফটো তুলেছ তোমার মৃত্যু শীঘ্রই অবধারিত।

তুমি কি তাই বিশ্বাস কর মুনিরা? তোমার স্বামী কি বলেছিলেন প্যাপিরাসটা অভিশপ্ত?

আমি জানি না, আমার স্বামী অবশ্য তা বলে নি। ওটি একজন ফারাওয়ের একজন স্থপতির লেখা, সোনি বলল।

এমন সময় কাছে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। একজন লোক কুকুরটাকে ধমকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুনিরাও ভয় পেয়ে বলল, তুমি চলে যাও বাছা, আমার ভয় করছে, আমার নাতি ফিরে আসতে পারে।

তোমার নাতি কে? তার নাম কি?

তার নাম মামুদ আব্বাস।

মামুদ আব্বাস? সোনি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। সে যদি তাকে দেখতে পায়, তাহলে তাকে আর এখান থেকে ফিরে যেতে হবে না।

তুমি তাকে চেন নাকি?

আজ সন্ধ্যার পর তারই সঙ্গে বোধহয় আমার দেখা হয়েছিল। সে কি কুরনায় থাকে ?

না, সে থাকে লুকসরে।

আজ রাত্রে তুমি কি তাকে দেখেছ ?

রাত্রে দেখিনি, তবে সকালে সে আমার কাছে এসেছিল।

সোনি ভাবল যত শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করা যায় ততই ভাল ! যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েও সে থামল। মুনিরাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাতি মামুদ কি কাজ করে ? কারণ সোনির মনে পড়ল আবুতালেবকে যে চিঠি লিখেছিল তাতে লেখা ছিল যে, চোরা-পথের সঙ্গে সরকারি কর্মচারী একজন জড়িত আছে। মুনিরা উত্তরে বলল,

সে হল টুটানখামেন ও আশপাশের কবরখানার চিফ গার্ড আর ওখানে যে হোটেল আর রেস্টহাউস আমার স্বামীকে কার্টার সাহেব করে দিয়েছিল সেটা এখনও আছে। মামুদ ওটা দেখাশোনার ব্যাপারে ওর বাবাকে সাহায্য করে।

চোরাকারবারের সমস্ত ব্যাপারটা সোনির চোখে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে আসছে। দুর্লভ মূর্তি ও সামগ্রী গার্ডদের পক্ষেই সরানো সহজ ও নিরাপদ।

মুনিরা আর একবার তাড়া দিল।

সোনি বলল, আমি চলে যাচ্ছি মুনিরা কিন্তু শোনো, ঐ প্যাপিরাস সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং তোমার স্বামী একজন সৎ মানুষ, তবে আমার একটা অনুরোধ, আমি যে তোমার কাছে আজ রাত্রে এসেছিলুম এ কথা কাউকে বোলো না তবে তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসাও করবে না।

পাগল, আমি অপর কাউকে বলে বিপদ ডেকে আনি আর কি ! আচ্ছা সোহিনী, আমার স্বামী যে নির্দোষ ছিলেন তা তুমি প্রমাণ করতে পার ?

নিশ্চয় পারি, আচ্ছা আমি চললুম, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, আমাকে একটা টর্চ দিতে পার ?

আমার টর্চ নেই, তবে হাতে ঝোলানো কেরোসিনের এই ছোট আলোটা আছে এইটেই নিয়ে যাও, একটু আগেই তেল ভরেছি।

এতেই আমার কাজ চলবে, ধন্যবাদ মুনিরা, তোমাকে আমার মনে থাকবে। মুনিরাকে আলিঙ্গন করে তার গালে চুমো খেয়ে সোনি বিদায় নিল। মুনিরা দরজা বন্ধ করে দিল।

সোনি আলোটা নিবিয়ে দিল। দরকারের সময় জ্বালবে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবল। ভাবল কোথায় যাবে। মামুদ আব্বাস নিশ্চয় লুকসরে ফিরে গেছে। আচ্ছা মুনিরার অপর নাতি কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা করা হল না তো ? সে আবার কোনো বিপদ ঘটাবে না তো ? কিন্তু এখন যাওয়া যায় কোথায় ?

সমস্ত অঞ্চলটা ভীতিজনকভাবে শান্ত, কোথাও কোনো আওয়াজ নেই অথচ নদীর ওপারে অদূরে লুকসর এখনও রীতিমতো জেগে আছে। কত আলো ঝলমল করছে।

কোথায় যায় ? ভ্যালি অফ দি কিংস-এর সীমানা এখান থেকে বেশি দূর নয়, তবে এদিকে ট্যুরিস্টরা আসে না। রামানার রেস্ট হাউস হল অপর দিকে। এদিকটা হল পশ্চাৎ দিক।

মামুদ আব্বাস থাকে লুকসরে কিন্তু কুরনা গ্রামে সে প্রায়ই আসে। এখানে তার আড্ডা ও লোক-লসকর আছে। সে চোরা ব্যবসায়ে লিপ্ত। সে ভ্যালি অফ দি কিংস-এর কবরখানাগুলি থেকে এখনও লুটপাট করে। হয়তো সে একটা বড় দলের একজন কর্মী বা অংশীদার।

সোনি ভাবল এখন সে নিরাপদ। সে যে অন্ধকূপ থেকে বেরিয়েছে এ খবর নিশ্চয় মামুদ বা তার সাঙ্গপাঙ্গরা জানে না অতএব তার ওপর কেউ নজর রাখবে না।

এখানে আর হয়তো আসা হবে না, এসেই যখন পড়েছে তখন একবার এদিকটা দেখেই যাক না। হয়তো কিছু আবিষ্কার করে

ফেলতেও পারে। বেশি দূর তো নয়। চাঁদের আলোও আছে। ঘড়ি দেখল, এগারোটা বাজে।

সোনি হাঁটতে হাঁটতে ভ্যালি অফ দি কিংস-এর প্রান্তে পৌঁছে গেল। ঐ একটা কুটির বা ঐ রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না? কাছে এসে দেখল একটা বেশ বড় মাটির ঘর। ঘরের ভেতর কেউ আছে কি? জানলা নেই, তবে মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি রয়েছে। ঘুলঘুলির পাশে যেয়ে দাঁড়াল। কান পাতল। নিশ্বাস বা নাক ডাকার আওয়াজ না পেয়ে সে ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে টর্চের আলো ফেলল।

টর্চ ক্ষীণ হয়ে গেলেও ভেতরটা দেখা গেল একেবারে ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই। দরজা কোন দিকে?

দরজা খুঁজতে যেয়ে সোনির মনে হল ঘরখানা যেন একটা প্রাচীন ভগ্নস্তূপের ওপর তৈরি করা হয়েছে। তার খটকা লাগল। এত জায়গা থাকতে ভগ্নস্তূপের ওপর ঘর কেন? নিশ্চয় কোনো মতলবে ঘরখানা তৈরি করা হয়েছে।

দরজা খুঁজে পাওয়া গেল। বেশ ভারি ও মোটা কাঠের পুরনো দরজা, কোনো প্রাচীন কবরখানার দরজা খুলে এনে বসানো হয়েছে। দরজায় কোনো তালা নেই তবে শেকল তোলা রয়েছে।

সোনি শেকল খুলে ঘরের ভেতর ঢুকে দেখল খিল রয়েছে। দরজায় খিল এঁটে দিল। এবার সে মুনিরার দেওয়া ছোট হাত লণ্ঠনটা জ্বালল। যা দেখল তাতে তার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ঘরের মাঝখানে একটা চৌবাচ্চার মতো রয়েছে। কাছে এসে দেখল তার অনুমান সত্যি। নিচে সিঁড়ি নেমে গেছে। সোনি তখন রীতিমতো উত্তেজিত। কান গরম হয়ে গেছে। বিরাট কিছু সন্ধান পাবার আশায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সে হাতে আলো ধরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

সিঁড়ি শেষ হল, এবার সুড়ঙ্গ। বেশ পরিষ্কার। পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে নেই। লোক যাওয়া আসা করে। সোনি সুড়ঙ্গ ধরে চলল। প্রায় তিরিশ গজ যাবার পর একটা বড় ঘরে সুড়ঙ্গ শেষ হয়েছে।

কয়েকটা কংকাল পড়ে রয়েছে, সব কটার মাথার খুলি ভাঙা। সোনি ইজিপ্টোলজিস্ট। তার মনে পড়ল সেই প্রাচীন যুগে ফারাওদের রত্নভাণ্ডারের শ্রমিকদের এইভাবে হত্যা করা হত যাতে তারা পথের সন্ধান কাউকে দিতে না পারে।

হত্যাপুরী পার হয়ে সোনি যে ঘরে ঢুকল সেখানে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সত্যিই রত্নভাণ্ডার। যা রয়েছে তার আংশিক বিক্রয় করলেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হওয়া যায়, কিংবা মিশর বেশ কয়েক স্কোয়াড্রন বিমান, কয়েকটা এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার বা কয়েক ব্যাটালিয়ান ট্যাংক কিনতে পারবে চাই কি অ্যাটম বোমাও বানাতে পারে।

ফারাও প্রথম সেটির যেমন মূর্তি মেলভিল শেফার্ড কিনেছে সেই রকম আকারের আরও ছ'টা মূর্তি রয়েছে, চার ফুট উঁচু সোনার চ্যারিয়ট রয়েছে ছ'টা নেফারতিতির মূর্তির মতো আরও চারটে মূর্তি রয়েছে তবে সেগুলো নেফারতিতির মূর্তি নয়, অন্য কোনো রানীর। এ ছাড়া আরও নানারকম সামগ্রী রয়েছে। ছোট ও বড় সাইজের হাতির দাঁতের বেশ কয়েকটা বাক্স রয়েছে, সব ক'টি বাক্স অলংকারে ঠাসা।

সোনি একটা বাক্স থেকে একটা পেণ্ডাণ্ট তুলে নিল। সাজ্জাদ জাহিরদের দেখাবে। তার কথা তারা হয়তো বিশ্বাস করবে না, এইজন্য সে ওটি সঙ্গে নিল। কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস হচ্ছে না। শেষে কি আবার বিপদে পড়বে। সে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করল। সরকারী অনুমতি নিয়ে সে এখানে ফিরে আসবে, এখানে গবেষণা করবে, প্রাচীন মিশরের ইতিহাসের একটা অধ্যায় লিখবে।

সোনি যে এখানে এসেছিল তার প্রমাণ স্বরূপ নিজের নাম লিখে সিগারেটের একটা প্যাকেট রেখে গেল।

আবার সেই ঘরে ফিরে এল। ঘড়ি দেখল, রাত্রি প্রায় বারোটা। খুব আস্তে আস্তে দরজার খিল খুলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজার কাছ থেকে সরে এসে ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে চেয়ে দেখল। না, কেউ নেই, কে থাকবে? আস্তে আস্তে দরজা খুলল।

একি? সামনে কিছু দূরে তার দিকে পিছন ফিরে একজন কে

দাঁড়িয়ে দূরে চেয়ে কি দেখছে। পায়ের কাছে একটা সাইকেল, কাঁধে একটা বন্দুক ঝুলছে।

অনেক দূরে, বোধহয় মাইলখানেক হবে, একটা আলো মিটমিট করছে, এগিয়ে আসছে না, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে মনে হল অল্প বয়স্ক যুবক, নিশ্চয় গার্ড, সাইকেল চেপে রাউণ্ড দিতে বেরিয়েছে, দাঁড়িয়ে ঐ সন্দেহজনক আলোটা লক্ষ্য করছে।

সোনি কি করে যাবে? গার্ড হয়তো এখানে চক্কর দেবে, ক্লান্ত হলে হয়তো এই ঘরে এসে বিশ্রাম করবে বা শোবে। কি করা যায়?

সোনি হঠাৎ একটা কাজ করে বসল। সে তার মায়ের কাছে কয়েকটা পাঞ্জাবী গান শিখেছিল। সোনি একটা ঘুলঘুলির সামনে মুখ রেখে যতদূর পারল গলা সরু করে একটা পাঞ্জাবী গান ধরল।

গার্ড চমকে উঠল। এদিক ওদিক চাইতে লাগল। এ যে অসম্ভব ব্যাপার। এখানে এত রাত্রে নারীকণ্ঠে কে গান গায়? এ কোন ভাষা? গার্ড আর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস করল না। সে সাইকেল ফেলে রেখেই ছুটতে আরম্ভ করল।

দরজা খুলে বাইরে এসে সোনি দেখল ছোকরা ছুটতে ছুটতে ছোট হতে হতে দূরে মিলিয়ে গেল। সাইকেলটা পড়ে রইল।

সোনি ছুটে যেয়ে সাইকেলটা তুলে নিয়ে তাতে চেপে ফেরিঘাটের দিকে যাত্রা করল। রাস্তা ফাঁকা। একটাও লোক নেই।

ফেরিঘাটে পৌঁছে সোনি শুনল স্টীমার সারভিস বন্ধ হয়ে গেছে, শেষ স্টীমার এক ঘণ্টা আগে ছেড়ে গেছে। সোনি ভাবছে সে এখন কি করবে। জেটিতে একটা খালি বেঞ্চি দেখে বসে পড়ল। সারা রাত কি এই বেঞ্চিতে বসে কাটাতে হবে?

এমন সময় দেখল একটা নৌকোয় কিছু লোক বসে রয়েছে এবং একে একে দু একজন করে যাত্রী এসে নৌকোয় উঠছে। নৌকোটা কি ওপারে যাবে? সোনি শুদ্ধ আরবী ভাষা যত ভাল পড়তে বা বুঝতে পারে তত ভাল বলতে পারে না, আবার এইসব মাঝিমাল্লারা

শুধু আরবী বুঝতে পারে না বরঞ্চ ইংরেজী ও ফরাসী বুঝতে পারে এবং দু'চারটে কথা বলতেও পারে। কিন্তু এত রাত্রে এরা কোথায় যাচ্ছে, এরা কি করে? চোর ডাকাতের দল নয় তো?

সোনি এগিয়ে এল। মাঝির সঙ্গে শুদ্ধ আরবী ও ইংরেজী মিশিয়ে কথা বলে বুঝল যে ফেরি পার হতে রাত্রে অর্ধেক ভাড়া লাগে তাই এইসব গরিব মানুষেরা রাত্রেই পারাপার করে। মেম-সায়েব ইচ্ছে করলে ওপারে যেতে পারেন, কোনো ভয় নেই।

সোনির সেই বিস্রস্ত চেহারা হয়তো ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি। সাইকেলটা জেটিতেই পড়ে রইল।

এপারে লুকসরে নেমে হোটেলে পৌঁছতে সোনিকে মোটেই বেগ পেতে হল না। মিশরের সব শহরে সারা রাত্রি ট্যাক্সি পাওয়া যায়। হোটেলে পৌঁছে সোনি রিসেপশনে এল চাবি নিতে। রিসেপশনের ক্লার্ক সিটে বসে ঘুমোচ্ছিল। সে জেগে উঠে হাই তুলতে তুলতে সোনির ঘরের চাবি ও বাক্স থেকে একখানা খাম বার করে তার হাতে দিল।

সোনি দেখল খামের ওপর তার নাম লেখা রয়েছে কিন্তু স্বাক্ষর তার অপরিচিত। ভেতরের চিঠি বার করে দেখল কতকগুলো হিজি-বিজি কাটা রয়েছে। কি ব্যাপার? পরে ভাবা যাবে। তার হাতে এখন অনেক কাজ, পোশাক বদলে পরিষ্কার হয়ে সাজ্জাদ জাহিরের বাড়ি যেয়ে খবরটা দিতে হবে। ভুল হয়ে গেল। সাজ্জাদের বাড়ি হয়ে এলেই হত। এই বেশে? তাতে হয়তো সাজ্জাদকে তার অবস্থা বোঝাতে আরও সহজ হত। এই সব ভাবতে ভাবতে সে তার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

তালায় যেই চাবিটা ঢুকিয়েছে অমনি তার মনে হল ভেতরে যেন কিছু আওয়াজ শুনল। মিশরের হোটেলগুলোকে বিশ্বাস করা যায় না। তার অনুপস্থিতিতে কায়রোতে হোটেল সাজ্জাদ জাহির ওর ঘরে এসে বসেছিল, একবার কেউ ঘর সার্চ করেছিল, ডিকও তো সহজে ওর ঘরে ঢুকেছিল।

সোনি ঝুঁকি নিল না, ও ঘরে ঢুকল না, ও ভয় পেয়ে গেল। ওর ধারণা হল ওকে খুন করবার জন্যে ঘাতক ওর ঘরে অপেক্ষা করছে। রিসেপশনে যেয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।

সোনি যখন বারান্দা দিয়ে ছুটে সিঁড়ির দিকে আসছে তখন সে শুনতে পেল তার ঘরের দরজা খুলে গেল এবং কে একজন বলল, 'কিল হার', 'ওকে মারো'।

কার গলা? সোনির ভাববার অবসর নেই। কিন্তু এই চার-পাঁচ দিনে সে এতবার এত বিপদ ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে যে 'কিল হার' শব্দটা শুনেও ঘাবড়ে গেল না তবে ভয় পেল।

রিসেপশনে এসে দেখল ক্লার্ক তার সিটে নেই। পাশেই বাগানে যাবার রাস্তা। সোনি বাগানের পথ ধরল। বাগানেই লুকনো যাক তারপর সুযোগ বুঝে মারচেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে কিংবা বাগান থেকে বেরোতে পারলে সাজ্জাদের বাড়ি যাবে। পিছনে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

ওদিকে এই হোটেলেরই ছয় নম্বর ঘরে মারচেল আর রেমি জেগে বসে আছে আর মুস্তাফা বাগানের দিকে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। সহসা সে দেখল বাগানে ছুটে এসে কে ঢুকল। আরে? এ তো সোহিনী কার্টার! কি হল? দেখি।

মুস্তাফা সঙ্গে সঙ্গে দেখল রিভলভার হাতে সাটিরিওস সোহিনীকে অনুসরণ করছে। সর্বনাশ! সে তৎক্ষণাৎ ব্যালকনি টপকে দু হাত দিয়ে ব্যালকনির নিচের কার্নিস ধরে বাগানে লাফিয়ে পড়ে নিজের রিভলভার বার করে সোহিনীকে খুঁজতে লাগল।

সোহিনী তখন এলোমেলো ভাবে ছুটছে। সাটিরিওস তাই লক্ষ্য স্থির করতে পারছে না। সে প্রস্তুত। সাটিরিওসও এলোমেলো হয়ে ছুটছে তবুও মুস্তাফা রিভলভার তাক করতে লাগল।

সুইমিং পুলের ধারে সোনি হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। পড়ে যেয়ে উঠতে উঠতে সোনি সভয়ে দেখল একটা লোক তার দিকে রিভলভার তাক করছে, রিভলভারের নলে সাইলেন্সার লাগানো।

লোকটাকে সে চিনতেও পারল, আল আজহার মসজিদের সেই লোকটা, মুস্তাফা না কে যেন তার টাক কেটে দিয়েছিল। টাকে এখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

সোনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। সাটিরিওস তখন ট্রিগারে হাত দিয়েছে কিন্তু তাকে আর ট্রিগার টিপতে হল না। মুস্তাফার লক্ষ্য অব্যর্থ।

সোনি প্রাণভয়ে চিৎকার করছিল হঠাৎ চুপ করে গেল। সে দেখল রিভলভার হাতে লোকটার কপালের ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত হয়ে গেল আর সেই গর্তটা তৎক্ষণাৎ লাল হয়ে গেল, লোকটা মাটিতে পড়ে গেল, হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ল।

মুস্তাফা সোনির কাছে এসে তার হাত ধরে তাকে টেনে তুলে বলল, খুব বেঁচে গেছে, যাও ছয় নম্বর ঘরে যাও, মারচেল আছে।

ওদিকে বাগানের দিকে গোলমালের আওয়াজ পেয়ে মারচেল এবং রেমি ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মারচেল যখন ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নামবার উপক্রম করছে ঠিক সেই সময়ে সোনি এসে তার বুকে লুটিয়ে পড়ল। মারচেল তাকে ঘরে নিয়ে যেয়ে দরজা বন্ধ করল, কে জানে আরও ঘাতক কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা।

সাটিরিওসকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে এবং সোনিকে হত্যা করতে বলে জর্জেস তার অনুসরণ করল। বাগানে এসে দেখল মুস্তাফার গুলিতে সাটিরিওস নিহত হল। তার সঙ্গে রিভলভার নেই, সঙ্গে রাখেও না কারণ সে রিভলভারকে ভয় করে। এই দৃশ্য দেখে সে যখন ভাবছে কি করবে? পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

মুস্তাফার লক্ষ্য যেমন অব্যর্থ তার দৃষ্টিও তেমনি প্রখর। সোনির হাত ধরে তাকে উঠিয়ে দেবার সময়েই সে জর্জেসকে দেখতে পেয়েছিল। সোনি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুস্তাফা ছুটে এসেই জর্জেসের পিঠে তার রিভলভারের নল টিপে ধরেছে, চল এগিয়ে চল, কিছু করলেই দ্বিতীয় গুলিটা তোমার পিঠ এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে, চেলার অবস্থা দেখলে তো। জর্জেস নীরবে তার আদেশ পালন করতে লাগল।

সোনি মারচেলের গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছে নেফারতিতির মূর্তি দেখতে যেয়ে কুরনা গ্রামে সে কি বিপদে পড়েছিল এমন সময়ে দরজায় কে ধাক্কা দিল। মারচেল জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি মুস্তাফা।

মারচেল দরজা খুলে দিল। ঘরে আগে ঢুকল জর্জেস, তার পিছনে মুস্তাফা। মুস্তাফা বলল, এই অ্যামেরিকান মহিলাকে রক্ষা করবার জন্যে তুমি আমাকে নিযুক্ত করেছিলে, সে কাজ আমি করেছি এবং তুমি আমাকে বলেছিলে যে লোকটা মহিলাটিকে হত্যা করতে চায় তাকে ধরে আনতে এই যে সেই আসামীকে আমি ধরে এনেছি।

সোনি তো অবাক। যে মানুষটাকে সে ভাবছিল তার ক্ষতি করবার জন্যে তাকে অনুসরণ করছে আসলে সে ছিল তার বডিগার্ড।

জর্জেস মুখ খুলল, মারচেল আমরা কেন বৃথা ঝগড়া করে মরি, আমরা দুজনে একই পথের পথিক. এস আমরা হাত মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করি, তুমি মাল সংগ্রহ কর, বাইরে পাচার করার ভার আমার।

মারচেল বলল, তুমি মিস কার্টারকে শত্রু মনে কর কেন?

কারণ মহিলা অনেক কিছু জেনে ফেলেছে যা আমাদের উভয়কে বিপদে ফেলতে পারে কিন্তু আমরা দুজনে একজোট হলে সব ঠিক চলবে।

সোনি তখন চুপ করে বসেছিল। ওদের দু'জনের কথা শুনে ওর আশঙ্কা হল যে ওরা হাত মেলাবেই এবং এজন্যে তারা সোনির মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করবে। কে জানে মামুদ আব্বাসের সঙ্গে এদের যোগাযোগ আছে কিনা। ওরা দুজনেই এখন বেপরোয়া। ওরা খুন করতে ভয় পায় না। তিনটে খুন তো হল, রসিদ, তোফিক এবং এখন সাটিরিওস আরও একটা খুন হয়েছে। সাকারাতে সেই মাটির নিচে গ্যালারিতে সাজ্জাদ জাহিরের একজন কর্মী। তাকেও খুন করবার জন্যে অন্ধকূপে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছিল এবং এখানে এখনি সাটিরিওস তাকে হত্যা করার জন্যে রিভলভার তাক করেছিল। না, এখানে আর এক মিনিটও থাকা নিরাপদ নয়।

আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি, আমার জামাকাপড়ও বদলানো দরকার, বলে সোনি উঠে দাঁড়াল।

তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে তাতো কিছু বললে না সোনি? মারচেল জিজ্ঞাসা করল।

আমি একটু পরিষ্কার হয়ে এসে সব বলছি, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল। সোনি কিন্তু নিজের ঘরে গেলনা। আর একমিনিটও দেরি নয়। ওদের যদি সোনি সব কথা বলে এবং রত্নভাণ্ডারের খবর দেয় তাহলে তো ওরা আর এক মিনিটও অপেক্ষা না করে ওকে মেরে ফেলবে।

সোনি মারচেলের ঘর থেকে বেরিয়ে হোটেলের বাইরে এল। কয়েকখানা ট্যাক্সি রয়েছে। ড্রাইভার সিটে ঘুমোচ্ছে। একজনকে সে তুলল। তাকে সাজ্জাদ জাহিরের বাড়ির ঠিকানা দিল।

সোনি পিছনের জানলা দিয়ে দেখছিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। তার ট্যাক্সি স্টার্ট নেবার পর যখন সবে দশ পনেরো গজ এসেছে তখন সে লক্ষ্য করল মারচেলের সঙ্গী রেমি একটা ট্যাক্সি ড্রাইভারের ঘুম ভাঙাচ্ছে।

এই ড্রাইভার জোরে গাড়ি চালাও, একটা ট্যাক্সি আমাদের এখনি ফলো করবে, ঐ দেখ স্টার্ট দেবে।

ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বার করে পিছনটা দেখে নিয়ে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ম্যাডাম, ওর গাড়ি অনেক পুরনো, আমাকে ধরতে পারবে না বলে, ড্রাইভার গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল।

লুকসর এমন কিছু বড় শহর নয় এবং হোটেল থেকে সাজ্জাদের বাংলো এমন কিছু দূরেও নয়। গাড়ি বেশ জোরে চলেছে, পিছনে রেমির ট্যাক্সির হেড লাইট দেখা যাচ্ছে। সোনি অনুমান করল যে স্পিডে তার গাড়ি যাচ্ছে তাতে পিছনের গাড়ি তাদের ধরতে পারবে না, ধরতে ধরতে ওরা সাজ্জাদের বাংলোয় পৌঁছে যাবে।

ডান দিকে একটা একতলা বাংলো দেখা গেল। জোর আলো জ্বলছে, গেটে দু'জন সেন্ট্রি পাহারা দিচ্ছে। এটা নাকি ইজিপ্টের একজন মন্ত্রীর বাড়ি।

সাজ্জাদের বাড়ি আর বেশি দূরে নয়, একশ গজ হবে কিন্তু পিছনের গাড়ি ব্যবধান অনেক কমিয়ে ফেলেছে। সোনি সেকথা তার ড্রাইভারকে বলতেই ড্রাইভার আরও স্পিড বাড়িয়ে দিল। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সোনির ট্যাক্সি সাজ্জাদ জাহিরের বাংলোয় পৌঁছে গেল। সোনি ট্যাক্সির ভাড়া আগেই বার করে রেখেছিল। ড্রাইভারের হাতে ভাড়া দিয়েই সে নেমে পড়ল।

সোনি পিছনে তাকিয়ে দেখল রেমির ট্যাক্স থেমে গেছে এবং সে একটু ব্যাক করে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেল। বোধহয় দেখে গেল সোনি কোথায় নামল।

সাজ্জাদ জাহির জেগে ছিল, একজন আগন্তুকের সঙ্গে কথা

বলছিল। আওয়াজ পেয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল। সোনি একরকম ছুটে যেয়ে বারান্দায় উঠল।

সোনিকে দেখে সাজ্জাদ যেন অতিমাত্রায় অবাক হয়ে গেল এত রাত্রে এবং বিস্রস্ত বেশবাসে ও বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখে নয়, যেন যার ফিরে আসার কথা নয় সে এল কি করে? কিন্তু সে সামলে নিল।

সোনি বারান্দায় উঠে বলল, আমার ভীষণ বিপদ গেল তাছাড়া আমি এক আশ্চর্য কবরের সন্ধানও পেয়েছি, আর আমাকে কারা ফলো করছে, হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে। কথা শেষ করে সোনি হাঁফাতে লাগল, তার বুক বুঝি জামা ছিঁড়ে ফেটে বেবিয়ে পড়বে।

না না কে তোমাকে মারবে? কিন্তু এ তো দেখছি আশ্চর্য ব্যাপার! এমন অঘটনও ঘটে? বলে সাজ্জাদ সোনিকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে সোনি যাকে দেখল তাতে তার সারা দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যমদূতের মতো মামুদ আব্বাস। এ তো এখনি তাকেও মারবে, সাজ্জাদকেও মারবে। কি সর্বনাশ, সে এসে একেবারে তপ্ত কড়ায় পড়ল।

কিন্তু সোনিকে আক্রমণ করার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে দেহাতি আরবীতে সাজ্জাদকে কি বলতে লাগল যার এক বর্ণও সোনি বুঝতে পারল না।

মামুদের কথা শুনে সাজ্জাদ ভীষণ রেগে গেল, সে আরও জোরে চীৎকার করে মামুদকে ধমকাতে লাগল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে দুজনে বুঝি এখনি মারামারি করবে। সোনি ভাবল পালিয়ে যায় কিন্তু তার মনোভাব বুঝতে পেরে বোধহয় সাজ্জাদ দরজা আড়াল করে দাঁড়াল।

মিনিট পাঁচ দুজনে এইরকম ঝগড়া চলল তারপর দুজনে চুপ করল। মামুদ একটা চেয়ারে বসল।

সাজ্জাদ গলা নামিয়ে এবার সোনিকে বলল, আমি সব জানি, তুমি কোথা থেকে আসছ আমি তাও জানি এবং কি করে সেখান থেকে বেরিয়ে এলে আমরা তাই ভাবছি। অবশ্য আমি তোমাকে উদ্ধার করে আনতুম কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে মহান আল্লার ইচ্ছে তাই তুমি আমার কাছে ফিরে এসেছ।

সোনির তখনও বুক ঢিবঢিব করছে। সে বলল, আমাকে ঐ লোকটা জ্যান্ত কবর দিয়েছিল তা তুমি জানতে?

জানতুম, ঐ লোকটা মানে মামুদ আমার মাসতুতো ভাই, মুনিরা বেগমের দুই মেয়ের আমরা দুই ছেলে।

তোমরা দুই ভাই? আর তোমাদের মধ্যে এত তফাত! সোনি বিস্ময় প্রকাশ করে।

সাজ্জাদ বলে, শোনো সোনি, তুমি অনেক জেনে ফেলেছ, এ কাজ গত পঞ্চাশ বছরে কেউ পারে নি এবং আমাদের বিষয় ও আমাদের গোপন রত্নভাণ্ডারের এমন কি ঐ প্যাপিরাসের বিষয় যে একটুও জানতে পেরেছে তাদের হত্যা করা হয়েছে, এমন কি লর্ড কারনার-ভনও বাদ যান নি।

তাহলে তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাও?

মামুদ তাই দাবি করছে।

আমি সেই রত্নভাণ্ডার দেখে এসেছি।

মামুদ কি বলল, বোধহয় বলল তাহলে আর দেরি করে লাভ কি, এখনি খতম করে দিই?

সজ্জাদ হাত নেড়ে তাকে চুপ করতে বলে সোনিকে বলল, তাহলে শোনো সোনি, তোমাকে দুটোর মধ্যে একটা বেছে নিতে হবে, আমরা আমাদের গুপ্ত রহস্য বাইরের কাউকে জানতে দিতে চাই না, এ ক্ষেত্রে তোমার সামনে দুটো পথ খোলা, একটা হল মৃত্যু আর অপরটা হল আমাকে বিয়ে করে আমাদের পরিবারে চিরজীবন থাকা। তুমি অসাধ্য সাধন করেছ সোনি, তোমার সাহসেরও শেষ নেই, আমার স্ত্রী রূপে পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। তুমিও ঐ রত্নাগারের অংশীদার হবে।

তোমাদের পরিবার তাহলে সেই উনিশ শতকের রসুল পরিবারের মতো ঐ বিশাল রত্নাগার লুট করে চলেছ? সোনি বলে।

রসুল পরিবারের মতো বললে ভুল বলা হবে, এখনও পর্যন্ত আমাদের যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি কিছু নিইনি কারণ ইচ্ছে করলেই সেই রত্নাগার দু চার বছরেও লুট করে শেষ করা যায় না, বিপদের ঝুঁকি আছেই। আমি তো মাত্র গত বৎসর অ্যান্টিকুইটিজ বিভাগের ডিরেক্টর হয়েছি আর মামুদ অবশ্য ইতিমধ্যে ঐ রত্নাগার তথা কবরখানা সমূহের চিফ গার্ড নিযুক্ত হয়েছে। এবার আমাদের পক্ষে ঐ রত্নাগার পরিষ্কার করা সহজ হবে, আশা করি তুমি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে কারণ তোমাকে কিছু কাজের ভার দেওয়া হবে কিন্তু সোনি তুমি এসব আবিষ্কার করলে কি করে?

ইতিমধ্যে মারচেল ও জর্জেসকে নিয়ে রেমি ফিরে এসেছে। ওরা তিনজন ঘরের বাইরে বারান্দায় জানলার ধারে দাঁড়িয়ে ওদের অজ্ঞাতে ওদের শেষের দিকের কথাগুলো শুনতে পেয়েছিল। ওরা এসেছিল সোনিকে উদ্ধার করতে কারণ সোনি ওদের কাছে মূল্যবান, নেফারতিতির মূর্তির খবর সে জানে। এখন শোনা যাচ্ছে সোনি একটা রত্নাগারের সন্ধান পেয়েছে অতএব যে করে হোক সোনিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

সোনি তখন বলছে, আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত, আমার ওপর দিয়ে ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে, আমি····

হঠাৎ আলো নিবে গেল। ওদিকে চাঁদও ডুবে গেছে। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। সেই অন্ধকারে কেউ ফোনের রিসিভার তুলল কিন্তু কোনো আওয়াজ না পেয়ে আবার রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সাজ্জাদ আর মামুদ কি কথা বলল। সোনি অনুমান করল এ বোধহয় মারচেল আর জর্জেসের কাজ।

সাজ্জাদ সোনির হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের বাইরে আস্তাবলের দিকে নিয়ে গেল। সোনি কিছুতেই হাত ছাড়াতে পারছে না। সাজ্জাদ জিজ্ঞাসা করল, তোমাকে নাকি কে ফলো করছিল? বললে না তো?

মারচেল জুলিয়েন।

সাজ্জাদ সোনিকে টানতে লাগল। ঘরের মধ্যে কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ, কারা চাপা চাপা কথা বলছে। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। সাজ্জাদ সোনির হাত ছেড়ে দিল। হাতছাড়া পেয়েই সোনি ছুটে বাড়ির কম্পাউণ্ডের বাইরে এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতরে তখন গুলি চলছে।

সাজ্জাদের বাংলোয় সোনি আগে এসেছিল, এদিকটা তার চেনা আছে। সে পালাবে কিন্তু কোথায় পালাবে। অ্যামেরিকান এমব্যাসি? সে তো কায়রোয়!

তাহলে সে কোথায় যাবে। মনে পড়ল সেই মন্ত্রীর কথা। সোনি ছুটল। বেশি দূরে নয়। সেন্ট্রিরা বাধা দেবার আগেই সোনি গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে হেলপ, হেলপ করে পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল।

ড্রেসিংগাউন পরে মোটাসোটা একজন মিশরীয় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। তাকে দেখে সোনি এক নিশ্বাসে প্রশ্ন করতে লাগল।

'আপনি ইংরেজি জানেন?' 'নিশ্চয়।' আপনি কি মিশর সরকারে চাকরি করেন?

আমি একজন ডেপুটি মিনিস্টার, ভদ্রলোক বিরক্ত হন।

আপনার সঙ্গে কি অ্যান্টিকুইটির কোনো সম্পর্ক আছে?

না, নেই।

তাহলে আপনাকে আমি এক অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য কাহিনী বলব, তার আগে দয়া করে আমাকে এক কাপ কফি দিন।

ভেতরে আসুন। আপনার নাম কি? কি পরিচয়?

আমার নাম সোহিনী কার্টার, অ্যামেরিকান, আমি একজন ইজিপ্টোলজিস্ট।

সোহিনী কার্টার বোস্টনে ফিরে এসেছে। মিশর সরকার তার আবিষ্কারের জন্যে তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছে এবং অনুরোধ করেছে মিস কার্টার যেন আবার কায়রোয় ফিরে এসে সেই প্রাচীন কবরখানা তথা রত্নাগারের ভার নিয়ে ক্যাটালগ তৈরি করে তাছাড়া এ সম্বন্ধে গবেষণা করার সমস্ত সুযোগ তাকে দেওয়া হবে।

কায়রো ছাড়বার আগে সোনি শুনে এসেছে সেই কালরাত্রে সাজ্জাদ জাহির এবং মামুদ আব্বাস উভয়েই নিহত হয়েছে, রেমিও মারা গেছে, তার মাথায় কেউ হাতুড়ির আঘাত করেছিল। জর্জেস স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মারচেলকে পুলিস আটক করেছিল কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে নি।

বোস্টন এয়ারপোর্টে ডিক এসেছিল। দুজনের পুনর্মিলন হল, দুজনেই ভারি খুশি।

আর এসেছিল টেকসাসের সেই অয়েল কিং মেলভিল শেফার্ড। সোনিকে অভিনন্দন জানিয়ে মেলভিল শেফার্ড বলল, মিস কার্টার, আমি বলেছিলুম নেফারতিতির স্বর্ণমূর্তি কোথায় আছে যে শুধু বলতে পারবে তাকে আমি দশ হাজার ডলার দোব, আপনি জানাতে পেরেছেন সেই মূর্তি কোথায় আছে এই নিন আপনার প্রাপ্য চেক।

কিন্তু মিঃ শেফার্ড সে মূর্তি তো আপনি কিনতে পারবেন না, সে মূর্তি এখন ইজিপশিয়ান গভর্নমেন্টের প্রপার্টি।

ইট মেকস নো ডিফারেন্স, এ প্রমিস ইজ এ প্রমিস, আমি বলেছিলুম যে সন্ধান দিতে পারবে তাকে আমি টেন থাউজাণ্ড ডলার দোব, চেকটা নিন।

ডিক ইসারা করল। সোনি মৃদু হেসে মেলভিল শেফার্ডকে ধন্যবাদ দিয়ে চেকটা গ্রহণ করল।